উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,৮২৮.৯১ (-২০০.৮৫)
নিফটি : ২২,৩৯৭.২০ (-৭৩.৩০)

মৃত্যু মাগুরার শিশুর
৫ মার্চ বাংলাদেশের মাগুরায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয় আট বছরের শিশু 'আছিয়া'। বৃহস্পতিবার তার মৃত্যুতে ফুঁসে উঠেছেন পদ্মাপারের প্রতিবাদীরা। » ১১

ফের আন্দোলন মেডিকেলে
২৪ ঘণ্টা পরেও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উত্তেজনা বজায় রইল। বুধবার হাতাহাতির পর বৃহস্পতিবার নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকল পড়ুয়াদের দুই পক্ষ। » ৬

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩৩°	৩৪°	৩৩°
সর্বনিম্ন	১৮°	১৮°	১৯°	১৭°

হুমায়ুনকে শোকজ তৃণমূল নেতৃত্বের » ৭

শিলিগুড়ি ২৯ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 14 March 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 294

দোলের শুভেচ্ছা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, সংবাদপত্র বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই দোলপূর্ণিমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
- প্রকাশক

ছুটিতেও ছুটি নয়

দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পোর্টাল বাদে সব বিভাগে ছুটি থাকবে। তাই শনিবার পত্রিকার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না।

তবে প্রিয় পাঠক বঞ্চিত হবেন না। উত্তরবঙ্গ সহ দেশ-বিদেশের নিউজ বুলেটিন এবং টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোর্টাল এবং ফেসবুক পেজে।

www.uttarbangasambad.com
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

বসন্তকে স্বাগত জানাল রঙিন শিলিগুড়ি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : সূর্য সেন পার্ক থেকে ভেসে আসছিল 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল...'।

গৃহবাসীকে অবশ্য দ্বার খুলতে বলতে হয় না খুব বেশি। তাঁরা নিজেরাই বেরিয়ে আসেন, দলবেঁধে মেতে ওঠেন রঙের উৎসবে। ক্যালেন্ডার বলে, দোলযাত্রা শুক্রবার আর হোলি পড়েছে শনিতে। তবে বাঙালির দুর্গাপুজোর আনন্দ যেমন আটকে থাকে না চারদিনের গণ্ডিতে, তেমন বসন্তকে স্বাগত জানাতে বৃহস্পতিবারই আমেজে গা ভাসালেন শিলিগুড়িবাসী।

নজর কাড়ল সেই চিরাচরিত শাড়ি-পাঞ্জাবির কম্বো। হলুদ হট ফেভারিট ছিল বটে, তবে পিছিয়ে রইল না লাল ও সাদা রঙের শাড়ি। পছন্দের সাজে সাজলেন নারীরা। কেউ নিজের বা কেউ প্রিয়জনের।

পার্কের দিকে এগোতেই চোখে পড়ল মিষ্টি এক ছবি। তরুণের পরনে হলুদ পাঞ্জাবি আর তরুণীর সেই রঙা শাড়ি। প্রেমিক স্কুটারে চেপে স্টার্ট দিয়েছেন, হয়তো কোনও কাজে বেরিয়ে যেতে হবে। প্রেমিকা থাকবেন আরও কিছুক্ষণ। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে গেয়ে উঠলেন, 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাওয়ার আগে...।'

আবিরে, হুল্লোড়ে, প্রেমে, নাচ আর গানে দিনভর রঙিন রইল শহরের রাজপথ আর অলিগলি।

ইচ্ছেডানা আয়োজিত 'ইচ্ছেরাঙা' বসন্ত উৎসব হয়েছে সূর্য সেন পার্কে। হাতে হাতে আবিরের প্যাকেট। একে অপরের গাল রাঙানোর পর জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা বিনিময়। *এরপর বারোর পাতায়*

রাঙিয়ে দিয়ে যাও

দোলের আগে বন্ধুকে রাঙিয়ে তুলছেন কলেজ পড়ুয়া তরুণী। শিলিগুড়িতে (ওপরে)। ময়নাগুড়িতে উৎসবে শামিল খুদেরা। বৃহস্পতিবার ছবি দুটি তুলেছেন সূত্রধর ও অভিরূপ দে।

টোটো নিয়ন্ত্রণে কড়া রাজ্য

শিলিগুড়িতে পদক্ষেপের বার্তা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রণজিৎ ঘোষ

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : দাপট অনেকটাই বেড়েছে। টোটোর দাপট বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় গিয়েছে যে শিলিগুড়ি শহরের প্রাণ আজকাল রীতিমতো ওষ্ঠাগত। হিলকার্ট রোড, বিধান রোড, সেবক রোড, বর্ধমান রোড সহ শহরের প্রধান রাস্তাগুলি থেকে শুরু করে ওয়ার্ডের অলিগলিতে টোটোর দাপটে আজকাল হাঁটাচলাও দায়। পুলিশ মাঝেমধ্যে কড়াকড়ি করছে ঠিকই, কিন্তু বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোয় নম্বরহীন টোটো শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতেও ঢুকে পড়ছে। এই নিয়ে প্রশাসনের কাছে বারবার দরবার করা হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

শহরের এই জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্ন তোলেন। তার জবাবে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'এবার টোটো নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করবে।' তাঁর বক্তব্য, 'সংসার চালাতে তরুণদের অনেকে রাস্তায় টোটো নামিয়েছেন। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে টোটো চলাচলের কারণে মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আমরা এর জন্য গাইডলাইন তৈরি করে দিচ্ছি।' পরিবহণমন্ত্রীর কথায়, 'শিলিগুড়ি শহরে প্রায় চার হাজার রেজিস্ট্রেশন নম্বরযুক্ত এবং সাত হাজার অনিয়ন্ত্রিত টোটো চলাচল করে। রেজিস্ট্রেশনহীন টোটো নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলিকে নির্দিষ্ট রুটে চলাচলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

শহরে টোটো অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে অবশ্য শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, 'এখানকার বিধায়ক তো শহরে বেশি থাকেন না, তাই হয়তো বিষয়টি তাঁর চোখে পড়েনি। এখানে অনেকের রুজিরুটির বিষয় জড়িয়ে রয়েছে। কাজেই একটা ভারসাম্য রক্ষা করেই আমাদের কাজ করতে হচ্ছে।' মেয়রের দাবি উড়িয়ে পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বললেন, 'পুলিশ সঠিক পদ্ধতিতে টোটো নিয়ন্ত্রণ করছে না। আবার অনেক সময় নীচুতলায় সেটিং করে নম্বরহীন টোটো প্রধান রাস্তায় চলাচল শুরু করেছে। এর জেরে আবার যানজটে শহর নাকাল হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণে শংকর এদিন বিধানসভায় সরকারের পদক্ষেপ জানতে চান। জবাবে পরিবহণমন্ত্রী বলেন, 'শুধু শিলিগুড়ি নয়, গোটা রাজ্যে অনিয়ন্ত্রিত টোটো নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছি।' *এরপর বারোর পাতায়*

সরব শংকর

- শিলিগুড়ি শহরে টোটোর দাপট আজকাল এতটাই বেড়েছে যে ঠিকমতো হাঁটাচলাই দায়
- এ নিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বিধানসভায় সরব হন
- টোটো নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করবে বলে জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী
- রেজিস্ট্রেশনহীন টোটো নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলিকে নির্দিষ্ট রুটে চলাচলের ব্যবস্থা হচ্ছে বলে তিনি জানান

অভিষেকের সভার কলেবর বৃদ্ধি নিয়ে চর্চা

কলকাতা, ১৩ মার্চ : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাবৈঠকের পর কাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেগা সভা। তৃণমূল নেত্রীর সভা ছিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। অভিষেকের বৈঠক হবে ভার্চুয়াল। সেই বৈঠকের কলেবর এত বাড়ানো হয়েছে যে, তা এখন তৃণমূলের অন্দরেই চর্চার বিষয়। নেতাজি ইন্ডোরের মতো অত বিশাল না হলেও দলের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ডাক পেয়েছেন শনিবারের সভায়।

মাত্র ১৬ দিনের ব্যবধানে দুটি সভার আলোচ্য একই- ভূতুড়ে ভোটারের খোঁজ। যে কাজ করতে রাজ্য স্তরে কমিটিও গঠন করে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। সেই কমিটির একটি বৈঠক হয়ে গিয়েছে। তাতে উপস্থিত ছিলেন না অভিষেক। কিন্তু সেই একই বিষয়ে আলোচনায় দলের প্রায় সমস্ত পদাধিকারীকে থাকতে বলায় বৈঠকটিকে মমতার সমান্তরাল উদ্যোগ বলে মনে করছেন কেউ কেউ।

ডাক পেয়েছেন মমতার তৈরি করে দেওয়া কমিটির ৩৫ সদস্যও। যে তালিকায় সুব্রত বক্সী, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসের মতো হেভিওয়েট নেতারা আছেন। ওই কমিটির প্রথম বৈঠকের শেষে অভিষেকের ভার্চুয়াল বৈঠকের খবর জানানো হয়েছিল। তখন ঠিক ছিল কোর কমিটির ৩৫ জনের পাশাপাশি দলের জেলা সভাপতি, চেয়ারম্যানরা এই বৈঠকে থাকবেন। পরে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলাররা ডাক পেয়েছিলেন।

কিন্তু বৈঠকের ৪৮ ঘণ্টা আগে বৃহস্পতিবার জানা গেল, তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সমস্ত সদস্য, সাংসদ, বিধায়ক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পুরসভার চেয়ারম্যান ও পুরনিগমগুলির কাউন্সিলারদের বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে। বেশ কিছুদিন শুধু ডায়মন্ড হারবারে নিজের কেন্দ্রে নিজেকে আটকে রাখার পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আবার রাজ্য স্তরে সক্রিয় হলেন।

এতে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, শুধু কি ভোটার তালিকার ভূত ধরার অভিযানের তদারকিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে ওই বৈঠক? *এরপর বারোর পাতায়*

উত্তরের খোঁজে

হিমন্তই রোল মডেল শুভেন্দু, শংকরদের

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

গাড়িটা তখন বিধানসভার কাছেই। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে কলকাতার রাজপথে ট্যাক্সিচালক যে কথাটা বললেন, তা মাথায় গেঁথে থাকার মতো। 'এই নেতারাই দেখবেন আমাদের বাংলায় দাঙ্গা লাগিয়ে দেবে ভোটের মুখে।'

তিনি বিহারের লোক। অথচ বাংলাকেই তাঁর পছন্দ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য। বাংলার কিছু নেতার কাছে যে শব্দটি কার্যত অর্থহীন আজ।

'এই নেতারা' বলতে ট্যাক্সিচালক সেদিন শুভেন্দু অধিকারী, শংকর ঘোষ এবং হুমায়ুন কবীর, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীদের কথাই বলছিলেন। যে বিধায়কদের সাম্প্রতিক মন্তব্য শুনে মনে হবে, এঁরা কি কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় বঙ্গবিভূষণ হতে চান? আমজনতার কেউ এসব কথা বললে তাঁদের জেলে পাঠানোর দাবি উঠত না?

এই জাতীয় মন্তব্যগুলোকে দশ বছর আগেও উসকানিমূলক ধরা হত। এখন তো সামাজিক মাধ্যমে এমন হলাহলেরই ফুলঝুরি। যাঁরা লিখছেন, তাঁরাই সুপার হিরো।

সামনে ইদ, রমজান চলছে, জুম্মাবারেই দোল, উত্তরপ্রদেশে সম্ভল শহরে দোলের দিন সমস্ত মসজিদ ত্রিপলে ঢেকে দিতে হচ্ছে-- এসব দেখেশুনেও হুঁশ নেই বাংলার এই উগ্রবাদীদের। ভিনরাজ্যের ট্যাক্সিচালক যা বুঝতে পারছেন, এই বঙ্গজ নেতারা সেটা জানেন না। তাঁরা বোঝেন শুধু ভোট--হিন্দু ভোট, মুসলিম ভোট। এবং এখন এমন ণত্বষত্বজ্ঞানহীন লোকেরাই রাজনীতি ও সামাজিক মাধ্যমে দলের সম্পদ। দুটো বড় পার্টির শিক্ষিত নেতারা সব দেখেও নীরবতার চাদর গায়ে বসে। *এরপর বারোর পাতায়*

টিএমসিপি'র জন্য বরাদ্দ ঘর

বিতর্কে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজ কর্তৃপক্ষ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : কোনও ছাত্র সংগঠনের ঘর কি তৈরি করে দিতে পারে কলেজ কর্তৃপক্ষ? শিলিগুড়ি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় বা কমার্স কলেজ কর্তৃপক্ষ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) ঘর তৈরি করে দেওয়ায় এমন প্রশ্ন উঠছে। ঘটা করে দলীয় ছাত্র সংগঠনের ওই ঘরটির উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব।

উপস্থিত ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ রঞ্জন সরকার, শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ। নির্দিষ্ট একটি ছাত্র সংগঠনের জন্য কেন এমন ব্যবস্থা হল? বিরোধীদের অভিযোগ, আট বছর ধরে অন্যান্য উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো এখানেও ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ। ছাত্র সংসদ না থাকায় সংসদের ঘর ব্যবহার করতে পারছে না ছাত্র সংগঠনটি। তাই বিশেষ সুযোগ করে দেওয়া হল। এমন ব্যবস্থায় টিএমসিপি'র পাশাপাশি কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিশানা করেছে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি।

বিতর্কিত ঘরের উদ্বোধনে মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যরা।

কেন ছাত্র সংসদের নির্বাচন হচ্ছে না, এই প্রশ্ন তুলে এবং নির্বাচনের দাবিতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে 'ঘেরাও' করেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি। ধুন্ধুমার ওই কাণ্ড নিয়ে রাজ্য রাজনীতি এখনও তপ্ত। এমন পরিস্থিতিতে কলেজের মধ্যে টিএমসিপি-কে আলাদা ঘর পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। কমার্স কলেজের প্রশাসনিক ভবনের পাশে থাকা সাইকেলস্ট্যান্ডের একটি অংশে ঘরটি তৈরি করা হয়েছে। সেই ঘরের সামনে বড় হরফে লেখা 'টিএমসিপি ইউনিট রুম'। শিলিগুড়ি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ লেখা বিশাল ফ্লেক্স টাঙানো রয়েছে। তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যদের ছবি দেওয়া। কিন্তু সরকারি অর্থে কেন টিএমসিপি ইউনিটকে ঘর দিতে হল? এমন প্রশ্নে কার্যত ঢোঁক গিলে অধ্যক্ষ ডঃ রঞ্জন সরকার বলছেন, 'এটা টিএমসিপি'র ঘর নয়, এটা সমস্ত পড়ুয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে কোনও ছাত্র সংসদ নেই। তাই পড়ুয়ারা বসার জন্য আলাদা ঘর চাইছিল। তার জন্য অস্থায়ীভাবে ঘর করে দেওয়া হয়েছে। *এরপর বারোর পাতায়*

দ্বিচারিতায় বিদ্ধ

- বুধবার কলেজে ঘরটির উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব, ছিলেন অধ্যক্ষ
- একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য আলাদা ঘর কেন, উঠছে প্রশ্ন
- বিরোধীদের অভিযোগ, ছাত্র সংসদ না থাকায় নির্দিষ্ট ঘর ব্যবহার করতে পারছে না কেউ, তাই বিশেষ সুবিধা
- ঘরের সামনে টিএমসিপি ইউনিটের উল্লেখ, 'সকলের জন্য' সাফাই অধ্যক্ষের

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

আগুন কাবাড়ির গোডাউনে, প্রশ্নে নজরদারি

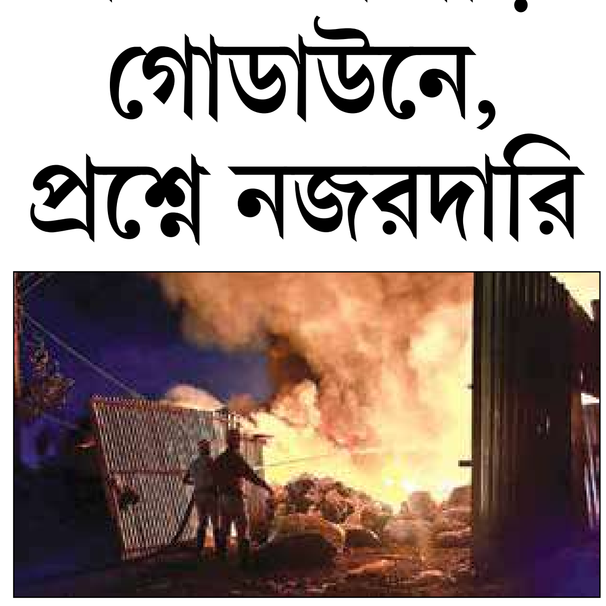

রায় কলোনিতে জ্বলছে গোডাউন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : জনবহুল এলাকায় বিশাল জায়গাজুড়ে টিন দিয়ে ঘেরা কাবাড়ির গোডাউন। খোলা আকাশের নীচে জমে প্লাস্টিকের সামগ্রী, ভাঙা ইলেক্ট্রনিক্স এবং লোহা-টিনের নানা জিনিস। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের রায় কলোনির গোডাউনটিতে আগুন লাগল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। এদিন প্রথমে স্থানীয়দের নজরে আসে, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ায় ছেয়েছে চারপাশ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোডাউন সংলগ্ন তিনতলা বাড়ির একটি দেওয়াল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কালঘাম ছুটে যায় দমকলকর্মীদের। প্রশ্ন ওঠে, জনবহুল এলাকায় এতদিন ধরে কাবাড়ির গোডাউন চলছিল কীভাবে?

এই ঘটনা যদিও বিরল নয়। শহরজুড়ে এমন অসংখ্য কাবাড়ির গোডাউন তৈরি হয়েছে। যে কোনও সময় সেখানে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বর্ধমান রোড থেকে প্রকাশনগর, সাহানি বস্তি থেকে কয়লা ডিপো এলাকায় বিপদঘণ্টা বাজছে মুহুর্মুহু। রায় কলোনির যে গোডাউনে এদিন আগুন লেগেছে, তার আশপাশে আরও বেশ কয়েকটি গোডাউন রয়েছে। সংলগ্ন চয়নপাড়াতেও এক ছবি।

পরিস্থিতি যে বিপজ্জনক, তা স্বীকার করে নিয়েছেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'এটা সত্যি আশঙ্কার। তবে আমাদের এত ম্যানপাওয়ার নেই যে ঘুরে ঘুরে গোডাউন চিহ্নিত করব। সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।' এরপর জানালেন, বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়েছে। দখল করা জমি কিংবা অবৈধভাবে নির্মিত গোডাউনে কেউ বিদ্যুৎ সংযোগ নিলে কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে কথাবার্তা চলছে। *এরপর বারোর পাতায়*

রং কানেকশন

ওদের মর্মে লাগে বসন্তের রং

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ মার্চ : রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে'। আর একথা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি ওদের জন্য। ওদের মধ্যে কারও একদম জন্ম থেকে, কারও আবার একটু বড় হওয়ার পর এই পৃথিবীর আলো, রং, রূপের সঙ্গে কোনও পরিচিতি ঘটেনি। কোনটা সবুজ আবির, কোনটা লাল, তা তারা বুঝবে কী করে? চোখে দেখতে না পেলেও রাজেশ, দেবাশিসরা কিন্তু দিব্যি রংয়ের খেলায় মেতে ওঠে। রং মাখিয়ে ভূত বানিয়ে দেয় বন্ধুদের। হোলি ওদের কাছেও আসে।

কিন্তু কীভাবে? আলিপুরদুয়ারের সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া রাজেশ ওরাওঁ বাকিদের সঙ্গে 'খেলবো হোলি রং দেব না' গানে মেতে উঠেছিল। তারই এক ফাঁকে জানায়, আবিরের গন্ধ তাদের রং চিনিয়ে দেয়। সবুজ আবিরের একরকম গন্ধ, লালের আরেকরকম। নীল, হলুদ প্রত্যেকটি আবিরেরই আলাদা আলাদা গন্ধ আছে নাকি! তবে রং চিনলেই তো হল না, ধরে মাখাতে হবে তো। নাকের মতোই তখন কাজে লাগে কান। বাকিরা যখন ছুটে পালাচ্ছে তখন তাদের পায়ের শব্দ, কোথাও ধাক্কা লাগলে সেটার শব্দ কিংবা কোথাও লুকিয়ে থাকলে তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ খুব মন দিয়ে শোনে তারা। ব্যাস। একবার যদি কেউ 'ধরা পড়ে' যায়, তখন আর কোনও ছাড়াছাড়ি নেই, এমন রং মাখানো হয় যাতে সহজে কিছুতেই না ওঠে।

ওদিকে তখন বাজতে শুরু করেছে, 'ফাগুনেরও মোহনায়'। তাতে পা মেলাতে মেলাতে চতুর্থ শ্রেণির দেবাশিস খেরওয়ার, অষ্টম শ্রেণির বিরাজ ভাগওয়ার, হাবিল কুশমা, বিপ্লব বর্মনরা শিক্ষকদের এনে দেওয়া ভেষজ আবিরে রাঙিয়ে দিচ্ছিল একে-অপরকে। তাছাড়া পিচকারি দিয়ে জল ছেটানো তো রয়েছেই।

আর পড়ুয়াদের এই দোল খেলার মধ্যেই যে সমস্ত আনন্দ লুকিয়ে, এমনটা নয়। ওই স্কুলের শিক্ষকরা জানালেন, রং খেলার পর সেটা ধুয়ে ফেলাও যেন রীতিমতো আরেকটা উৎসব। চুলে হলুদ রং লেগে, নাকি বাঁদিকের গালে লাল আবির, আয়না দেখে তা বোঝার উপায় তো নেই অনেকেরই। তখন সাহায্য করে বন্ধুরাই। ক্ষীণ দৃষ্টির পড়ুয়ারা বাকিদের জানিয়ে দেয়, শরীরের কোথায় রং লেগে আছে।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুবল রায়ের কথায়, 'প্রতিবছর পড়ুয়াদের ভেষজ আবির এনে দেওয়া হয়। এছাড়া পিচকারিও থাকে। খোলা মাঠে তাদের খেলার উপকরণ দেওয়া হয়। ওরা খুব আনন্দ করে।'

এই স্কুলে রং খেলা পড়ুয়াদের মনের এতটাই কাছাকাছি যে, অনেকে স্কুল ছেড়ে দেওয়ার পর আর কখনও দোলই খেলেনি। বলছিলেন এখানকার প্রাক্তনী ললিতা পাল। ললিতা বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় পিএইচডি করছেন। স্কুল ছাড়ার পর আর হোলি খেলেননি, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বসন্ত উৎসবেও কখনও শামিল হননি। তবে স্কুলের দোল খেলার প্রসঙ্গ উঠলেই এখনও তাঁর গলায় উচ্ছ্বাস। ললিতার কথায়, 'কোনও রকম শব্দ পেলেই সহপাঠীরা কোথায় আছে তা জেনে যেতাম।'

অন্য কাহিনীও আছে। এই স্কুলেরই প্রাক্তনী আলিপুরদুয়ার জংশনের কৃষ্ণা মৃধা এখন গ্র্যাজুয়েশনের পর চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি এখন বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে দোল খেলেন। এখনও গন্ধ শুঁকেই আবিরের রং চিনতে পারেন। আর মনের চোখের সামনে ফুটে ওঠে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে রং নিয়ে হুটোপাটি করার স্মৃতি।

আবিরে মাখামাখি।। আলিপুরদুয়ারের সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

রং উড়বে গলি গলি
সবার মুখে এখন বাহুবলী
Baahubali
PAN MASALA
Happy Holi
A quality product from
PAN BAHAR
NO TOBACCO NICOTINE
www.panbahar.in
CHEWING OF PAN MASALA IS INJURIOUS TO HEALTH. NOT FOR MINORS
PENCIL INC

মাদক কারবারির ‘বাড়িতে’ বুলডোজার

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৩ মার্চ : সকাল সকাল পুলিশের তৎপরতা। সরকারি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আর্থমুভার দিয়ে ভাঙা হচ্ছে একটি বাড়ি। আর সেটাই দেখতে ভিড় এলাকাবাসীর। বৃহস্পতিবার সকালে এমনই চিত্র দেখা গেল বুড়াগঞ্জের চরণাজোতে। কিন্তু কী কারণে ভাঙা হচ্ছে এই বাড়ি? সরকারি আধিকারিকদের এবিষয়ে একাধিকবার প্রশ্ন করা হলেও কেউই মুখ খুলতে চাননি।

পরে জানা গেল, এই বাড়িটি এলাকায় কুখ্যাত মাদক কারবারি দুলাল বর্মনের। সরকারি প্রায় ১০ কাঠা জমি দখল করে তিনি এই জায়গায় বাড়ি বানিয়েছিলেন। মূলত গাড়ি রাখার জন্যই তিনি এই বাড়িটি ব্যবহার করতেন। এনিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ যায়। অবশেষে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের নির্দেশে সরকারি জায়গায় থাকা বাড়িটি ভেঙে ফেলা হল। পরে সেই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়।

নকশালবাড়ির এসডিপিও নেহা জৈন বলেন, ‘মহকুমা শাসকের নির্দেশে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।’ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহের কথায়, ‘দুলাল প্রায় ১০ কাঠা সরকারি জমি দখল করে অবৈধ নির্মাণ করেছিল। প্রশাসনের কাছে এ নিয়ে একাধিকবার অভিযোগ জমা পড়ে। দুলালকে বিএলআরও দপ্তর থেকে নোটিশ করা হয়েছিল। সমস্ত সরকারি পদ্ধতি মেনে ওই সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে সরকারি বোর্ড লাগানো হয়েছে।’

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়ে সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে অভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন। তার পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে প্রশাসন। সেই অভিযানের অংশ হিসাবেই এদিনের অভিযান বলে প্রশাসনিক আধিকারিকদের অনেকে জানিয়েছেন।

যদিও এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ এবং বিএলআরও প্রতিমা। জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৭টা নাগাদ একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে বিরাট পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। সঙ্গে ছিলেন খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি দপ্তরের কর্মীরা। ছিল দুটি আর্থমুভার। সেই আর্থমুভার দিয়েই প্রথমে সীমানা প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়। পরে ভিতরে থাকা বাড়িটিও গুঁড়িয়ে দেয় প্রশাসন। অবৈধ নির্মাণ ভেঙে সরকারি জমি দখলমুক্ত করার পর সেই জমিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বোর্ড লাগিয়ে দেয় খড়িবাড়ি ভূমি দপ্তরের কর্মীরা। সাতসকালে এহেন ঘটনায় সবাই হতবাক।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে কৈলাস সিংহ বলেন, ‘কার জমি, কে বাউন্ডারি ওয়াল করেছে বলতে পারব না। সকালে দেখলাম, নির্মাণটি ভাঙা হচ্ছে। প্রচুর পুলিশও ছিল।’

খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে খবর, অবৈধভাবে সরকারি জমি দখল করা দুলাল একজন কুখ্যাত মাদক কারবারি। তার বিরুদ্ধে খড়িবাড়ি থানা, শিলিগুড়ি জিআরপি, ভক্তিনগর থানা সহ একাধিক থানায় মামলা রয়েছে। অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণ

পুলিশের উপস্থিতিতে আর্থমুভার দিয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছে অবৈধ নির্মাণ।

লাইভ লোকেশন শেয়ার করে নিস্তার আক্রামুলের

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : সম্ভবত নিজের লাইভ লোকেশন শেয়ার করাতেই আক্রামুল হককে ছেড়ে দেয় অপহরণকারীরা। অপহরণকারীদের কবল থেকে ফিরে আসা আক্রামুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আক্রামুল তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, অপহরণকারীরা তাঁকে গাড়িতে করে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকার বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে রেখেছে। যদিও ওই গাড়ির নম্বর বলতে পারেননি আক্রামুল। তবে দুজনের নাম আক্রামুল পুলিশকে বলেছেন। বুধবার সারারাত ওই দুজনের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। যদিও এখনও তাদের হদিস পাওয়া যায়নি। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, ‘আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আক্রামুলের জবানবন্দি নথিভুক্ত করাচ্ছি। আশা রাখছি, খুব তাড়াতাড়ি ওই দুজনকে ধরে ফেলব।’

পুলিশ সূত্রে খবর, আক্রামুল পাইকারি ব্যবসা করত। রেগুলেটেড মার্কেট থেকে সবজি কিনে কুশমণ্ডিতে নিয়ে যেত। আক্রামুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ বুঝতে পেরেছে, যাবতীয় ঝামেলাই হয়েছে বকেয়ার টাকাকে কেন্দ্র করে। যে গোষ্ঠীর সঙ্গে আক্রামুল কারবার করত তাদের সঙ্গে ধার নেওয়া-দেওয়াকে কেন্দ্র করেই অপহরণ করা হয়। পুলিশ জানতে পেরেছে, ১০ তারিখ আক্রামুলকে অপহরণ করা হয়। এরপর বিভিন্ন সময় পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। সহজে যাতে ধরা না পড়ে, সেকারণে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানো হয় আক্রামুলকে। হায়দরপাড়া থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনগর এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে আক্রামুলকে রাখা হয়। মঙ্গলবার কোনওভাবে নিজের মোবাইল পেয়ে গিয়েছিল আক্রামুল। সে নিজের লাইভ লোকেশন স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেয়। এরপরই সম্ভবত বিপদ বুঝে অপহরণকারীরা তাঁকে ছেড়ে দেয়।

পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, টাকা চাওয়ার পর আক্রামুলের স্ত্রী মৌসুমি আখতার তাঁর এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে অপহরণকারীদের দেওয়া একটি অ্যাকাউন্টে দেড় লক্ষ টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কেও খোঁজখবর চালাচ্ছে পুলিশ।

উদ্ধারের ফন্দি

- পুলিশের কাছে অপহরণকারী দুজনের নাম জানিয়েছেন আক্রামুল
- হায়দরপাড়া থেকে রবীন্দ্রনগর এলাকার একাধিক বাড়িতে রাখা হয় তাঁকে
- মঙ্গলবার নিজের মোবাইল হাতে পেয়ে যান আক্রামুল
- নিজের লাইভ লোকেশন শেয়ার করায় অপহরণকারীরা তাঁকে ছেড়ে দেয়

মাঝেরডাবরি চা বাগানে ফুল মুন প্লাকিং। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বিজেপিকে সময়সীমা জিএনএলএফের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বিজেপিকে ৫ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল শরিকদল জিএনএলএফ। এই দাবিকে সামনে রেখে নিজের মাথায় কালো কাপড় বেঁধে গোটা পাহাড়ে কালো পতাকা ঝোলানোর ঘোষণা করেছিলেন জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং। কিন্তু মনের দেওয়া সময় প্রায় শেষ হতে চলেছে। এখনও পাহাড় সমস্যা মেটাতে কোনও উচ্চবাচ্য করছে না কেন্দ্রীয় সরকার।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ বারবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে বলে দাবি করলেও সেই বৈঠক এখনও অধরা। এই সময়ের মধ্যে দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বাও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে একাধিকবার চিঠি দিয়ে দ্রুত পাহাড় নিয়ে পদক্ষেপ দাবি করেছেন। কিন্তু তাতেও সাড়া দেয়নি কেন্দ্র। সেকারণে মুখরক্ষায় ফের আন্দোলনের পথে হাঁটতে চলেছে জিএনএলএফ। তবে, সেই আন্দোলনের রূপরেখা কী হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। সূত্রের খবর, শীঘ্রই জেলা কমিটির বৈঠক ডেকে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন মন ঘিসিং। এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুধু বলেছেন, ‘আমরা বিষয়টি নিয়ে ভাবছি।’

পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে বহুবার কেন্দ্রের কাছে দরবার করেছে মোর্চা, জিএনএলএফ। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটেও জিএনএলএফ শুধুমাত্র স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ফের বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছিল বলে মন জানিয়েছেন। কিন্তু ভোট পেরোতেই এনিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ কেন্দ্রের।

গত বছর ২৭ জুলাই গোর্খা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পাহাড় সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রকে চরম বার্তা দেন জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং।

কার্সিয়াংয়ের লংভিউ চা বাগানে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, ‘কোনও দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বুঝি না, ৫ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে কেন্দ্রকে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে।’ এরপর দার্জিলিংয়ের বিধায়ক তথা জিএনএলএফের মহাসচিব নীরজ জিম্বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একাধিকবার চিঠি দিয়ে দ্রুত পাহাড় নিয়ে পদক্ষেপ দাবি করেন। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দাবি জানান।

আর আগে সাংসদ জানিয়েছিলেন, ‘দ্রুত ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে।’ কিন্তু সেটাও এখনও হয়নি। ফলে জিএনএলএফের অন্দরে ক্ষোভ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার সাংসদ অবশ্য বলেছেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ত্রিপাক্ষিকের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। শীঘ্রই বৈঠক ডাকা হবে।’

শিশুকন্যা অপহরণে অধরা মূল চক্রী

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ১৩ মার্চ : এক শিশুকন্যাকে অপহরণের অভিযোগে রাজা কুমার নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। তবে ঘটনায় মূল পান্ডা পঙ্কজ কুমার এখনও অধরা বলে জানা গিয়েছে। ধৃতকে জেরা করে মূল মাথার কাছে পৌঁছাতে চাইছে পুলিশ। এদিকে এখনও শিশুকন্যাটিকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া এলাকার বাসিন্দা এক মহিলা সোমবার কিশনগঞ্জের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান। সঙ্গে ছিল তাঁর পাঁচ বছরের শিশুকন্যা। ওই মহিলার দাবি, তিনি যখন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলছিলেন সেই সময় মেয়েটি চেম্বারের বাইরে খেলছিল। চিকিৎসকের চেম্বার থেকে বেরিয়ে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

এরপরই হাসপাতালে থাকা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে পাঞ্জিপাড়া পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। মঙ্গলবার পর্যন্ত মেয়ের কোনও খোঁজ না পেয়ে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়িতে গিয়ে অপহরণের অভিযোগ করেন তিনি। ওই মহিলার কথায়, ‘বারবার পুলিশের কাছে গিয়েও এখনও পর্যন্ত আমার মেয়ের কোনও খোঁজ পাইনি। মেয়ে কোথাও আছে, কী করছে জানতে পারছি না।’

বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন মহিলার প্রতিবেশীরা। তাঁরা শিশুকন্যাটির নিখোঁজের ঘটনায় দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি তুলেছেন। অবিলম্বে শিশুটিকে উদ্ধার করতে পুলিশের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। যদিও পুলিশের দাবি, অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্ত নেমে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন ওই হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল। শিশুটিকে বাইরে একা পেয়ে অপহরণ করে চম্পট দেয় সে। তাঁর সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। এখন পর্যন্ত শিশুটি সহ মূল পান্ডার কোনও খোঁজ মেলেনি। ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা জানান, মূল অভিযুক্ত সহ শিশুটিকে উদ্ধারের সবরকম চেষ্টা চলছে।

নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ১৩ মার্চ : নিখোঁজ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিহার থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার তার পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিল নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। গত মঙ্গলবার নকশালবাড়ির রায়পাড়ার ১৩ বছরের এক নাবালিকা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ওই দিন রাতেই এনিয়ে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার।

তদন্তে নেমে নাবালিকার মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারেন পুলিশ আধিকারিকরা। এরপরই নকশালবাড়ি থেকে পুলিশের একটি দল তড়িঘড়ি বিহারের উদ্দেশে রওনা দেয়। পরে বিহারের পূর্ণিয়ার সদর থানা এলাকা থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি নিয়ে আসে।

তদন্তকারী দলের এক আধিকারিক জানান, রাগ করে ওই নাবালিকা নকশালবাড়ি স্টেশন থেকে ট্রেনে বিহারে চলে গিয়েছিল। পরে তাকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত, ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ ইমতেয়াজ। ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা। বুধবার রাতে পুলিশ এনজেপি সংলগ্ন সাউথ কলোনি এলাকা থেকে ইমতেয়াজকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের কাছ থেকে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। অভিযোগ, স্কুলব্যাগের মধ্যে ব্রাউন সুগার নিয়ে ইমতেয়াজ সেগুলি খদ্দেরের কাছে বিক্রি করার জন্য অপেক্ষা করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ হাতেনাতে তাকে ধরে। অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক অভিযুক্তকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

দুর্ঘটনায় জখম

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : ফুলবাড়ির ধামনাগছের টার্নিংয়ে একটি চারচাকার গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে বৃহস্পতিবার বাইকের চালক গুরুতর আহত হন। এদিন দুপুরের দিকে বাইক নিয়ে ওই ব্যক্তি ফুলবাড়ি দিয়ে ফুলবাড়ি সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলেন। ধামনাগছের টার্নিংয়ের সময় তাঁর বাইকের সঙ্গে চারচাকার একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। জখম বাইকচালককে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ডাইরেক্টরেট অব কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস্
১৪, বেলেঘাটা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৫

প্রফেশন ট্যাক্স, (বৃত্তিকর) সম্পর্কিত ঘোষণা

জরুরি বিজ্ঞপ্তি !!

প্রফেশন ট্যাক্স-এর এনরোলমেন্ট আছে এমন ব্যক্তিদের জানানো হচ্ছে

আপনার এনরোলমেন্ট এর প্রেক্ষিতে চলতি এবং বিগত বছরগুলির জন্য কোন প্রফেশন ট্যাক্স বকেয়া থাকলে তা অবিলম্বে (অবশ্যই ৩১ শে মার্চ, ২০২৫ এর মধ্যে) জমা করুন। না হলে আইন মোতাবেক, এই ট্যাক্সের উপর ৫০% হারে জরিমানা ধার্য্য হতে পারে।

আপনার বকেয়া প্রফেশন ট্যাক্স দেখে নিন https://professiontax.wb.gov.in “My Payment Status” ট্যাব থেকে এবং সেই বকেয়া ট্যাক্স জমা করুন ওই ওয়েবসাইট থেকেই “Quick Pay” ট্যাবের মাধ্যমে।

পশ্চিমবঙ্গে কর্মচারী রয়েছে এমন নিয়োগকর্তা (employer)-রা জেনে রাখুন

সরকারী আধিকারিক ব্যতীত সকল নিয়োগকর্তা, যাঁদের এই রাজ্যে কর্মচারী রয়েছে তাঁরা, আইন মোতাবেক প্রফেশন ট্যাক্সের রেজিস্ট্রেশন নেবেন। এক্ষেত্রে প্রদেয় ট্যাক্স প্রতি মাসে জমা করতে হবে এবং বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

যে সমস্ত নিয়োগকর্তা আইন মোতাবেক দায়বদ্ধতা (liability) আসা সত্ত্বেও এখনও প্রফেশন ট্যাক্স রেজিস্ট্রেশন নেননি, তাঁরা রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নিন এবং চলতি ও বিগত বছর গুলির জন্য আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য বকেয়া ট্যাক্স সত্বর জমা করুন (অবশ্যই ৩১শে মার্চ, ২০২৫-এর মধ্যে) অন্যথায় জরিমানা ও আইনি জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে।

প্রফেশন ট্যাক্স সম্পর্কিত যেকোন পরিষেবা তৎক্ষণাৎ পেতে নিজেই লগ-ইন করুন এখানে ঃ
https://professiontax.wb.gov.in

কমিশনার, প্রফেশন ট্যাক্স, পশ্চিমবঙ্গ

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা গোপাল মালিক - কে 16.12.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46H 32315 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে অনেক স্বপ্ন ছিল যা আমি আর্থিক সমস্যার কারণে পূরণ করতে পারছিলাম না। এখন আমার আর্থিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই কারণ আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির মাধ্যমে একজন কোটিপতি হয়েছি। এখন আমি আমার স্বপ্ন পূরণের দিকে মনোনিবেশ করতে পারবো। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ভেষজ আবিরে উৎসব পড়ুয়াদের

খড়িবাড়ি, ১৩ মার্চ : রংয়ের উৎসব। ওরা যে সুনাগরিক হয়ে বেড়ে উঠতে চলেছে তা এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই ওরা রঙিন বার্তা দিল। খড়িবাড়ির গাইনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়ারা নিজেদের হাতে তৈরি ভেষজ আবিরে সবাইকে রাঙাল। খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জের আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রামে গাইনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষক সৌভিক চক্রবর্তী সহ অন্যান্য শিক্ষকদের সহায়তায় এই স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে জীবনে প্রথম এবছর আবির তৈরি করেছে। মাটির পাত্রে সেই আবির সাজিয়ে বৃহস্পতিবার ওরা দোল উৎসব পালন করল। এদিন খুদেরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহ শিক্ষকদের নিয়ে খড়িবাড়ি বিডিও অফিস, খড়িবাড়ি থানা সহ বিভিন্ন অফিসে গিয়ে কর্মী-আধিকারিকদের আবির দিয়ে প্রণাম করে। এছাড়াও তারা পথচলতি মানুষকেও আবির দেয়। সেই আবির মেখে সবাই খুব খুশি।

খুদেরা ঠিক কীভাবে এই আবির তৈরি করল? প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য, ‘বিভিন্ন রংয়ের ফুল শুকিয়ে গুঁড়ো করে, হলুদ গুঁড়ো করে বিট, গাজর, পাতা ও সবজির নির্যাস মিশিয়ে ছোট পড়ুয়াদের হাতেকলমে আবির তৈরি শেখানো হয়েছে। আগামীতে পড়ুয়াদের মায়েদের নিয়ে একটি কর্মশালার মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে ভেষজ আবির তৈরি শেখানোর পরিকল্পনা রয়েছে।’ খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ওলটাল গাড়ি, হোলির আগে লুট মুরগি

মালবাজার, ১৩ মার্চ : কথায় আছে 'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'। এই প্রবাদ বাক্যই যেন ফলে গেল মালবাজারে। কী ঘটনা? বৃহস্পতিবার ভোরে মুরগিবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান নিউ মাল টার্নিংয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। হোলির আগে এই সুযোগ কি কেউ হাতছাড়া করে? তাই গাড়ি উলটে যাওয়ার খবর চাউর হতেই নিমেষে ভিড় জমে যায় সেখানে। দেদারে চলল মুরগি লুট। যে যার মতো করে মুরগি নিয়ে ছুটলেন বাড়ির দিকে। কয়েকজন তরুণকে বলতে শোনা গেল, 'হোলিতে জমিয়ে পার্টি হবে।' আবার ঘটনার নিন্দাও করেছেন অনেকে।

এদিন ভোরে মালবাজার থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি। রাঙ্গামাটি পঞ্চায়েত অফিসের সামনে নিউ মাল টার্নিংয়ে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে আসেন। চালক ও সহযোগীকে উদ্ধার করে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সহযোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও, চালক আকবর বড়াইলি (৪০) হাসপাতালে ভর্তি। তাঁর হাতে চোট লেগে লেগেছে।

এদিকে, দুর্ঘটনায় কিছু মুরগি মারা গেলেও বেশিরভাগই জীবিত ছিল। চালক, সহযোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেই শুরু হয় মুরগি লুট। একাংশ লোকজনকে তখন পায় কে। হোলির আগে হাতের সামনে 'খাজানা' পেয়ে তখন তাঁদের পোয়াবারো! বাচ্চা, তরুণ-তরুণ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা- বাদ গেলেন না কেউই। অনেকে হাতে মুরগি নিয়ে দৌড়োলেন, আবার কেউ অতশত না ভেবে একেবারে বাজারের ব্যাগে পুরে ছুটলেন বাড়িতে। এমনই লুট চলল যে শেষপর্যন্ত পিকআপ ভ্যানের মধ্যে পড়ে ছিল মাত্র চার-পাঁচটি মুরগি। পরে পুলিশকর্মীরা গাড়িটি থানায় আসেন।

এক তরুণ মজা করে বললেন, 'হোলির আগে মেনুতে মুরগি বাড়তি পাওনা।' আবার আরেক পক্ষ বলছে, 'এটা তো কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ।' শহরের ব্যবসায়ী কৌশিক দে'র বক্তব্য, 'বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি, খাদ্যদ্রব্যবোঝাই গাড়ি উলটে গেলে কিছু লোক সেই সামগ্রী লুটের প্রতিযোগিতায় নামেন। কিন্তু ব্যবসায়ীর কতটা ক্ষতি হল, সেকথা কেউ চিন্তা করেন না।'

এদিকে, নিউ মালের টার্নিং বর্তমানে যানচালক ও পথচারীর কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝেমধ্যে ঘটছে দুর্ঘটনা। মোতায়েন করা হয়নি ট্রাফিক পুলিশ। মাল থানার তরফে জানানো হয়েছে, তারা প্রতিদিন নজরদারি চালাচ্ছে।

'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'

মুরগিবোঝাই গাড়িটিকে সোজা করার পর লুটপাট।

> বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি, খাদ্যদ্রব্যবোঝাই গাড়ি উলটে গেলে কিছু লোক সেই সামগ্রী লুটের প্রতিযোগিতায় নামেন। কিন্তু ব্যবসায়ীর কতটা ক্ষতি হল, সেকথা কেউ চিন্তা করেন না।
>
> **কৌশিক দে** *ব্যবসায়ী*

বিএসকে-তে সেরা উত্তরের তিন

কোচবিহার, ১৩ মার্চ : বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের (বিএসকে) মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হলেন কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক দপ্তরের বিএসকে কর্মী উমা দাম। একই দপ্তর থেকে রাজ্যে তৃতীয় হয়েছেন আর এক কর্মী বিশ্বজিৎ চন্দ। একই বিভাগে রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল পুরসভার বিএসকে কর্মী মিনারুল ইসলাম। উত্তরবঙ্গ থেকে তিনজন সেরা হওয়ার পাশাপাশি কোচবিহার সদর মহকুমা থেকে দুজন এই পুরস্কার পাওয়ায় খুশি দপ্তরের সকল আধিকারিক এবং কর্মীরা।

কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্য থেকে এবারই প্রথম এই বিভাগে পরিষেবা প্রদানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় দুজনই আমাদের দপ্তরের কর্মী। খুবই ভালো লাগছে।'

বিএসকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়। ভোটার লিস্টে নাম তোলা ও সংশোধন, যে কোনও সরকারি লাইসেন্স, সরকারি শুল্ক জমা দেওয়া, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন বিএসকে থেকে বিনামূল্যে করা যায়। এছাড়াও বিদ্যুতের বিল জমা, জমির খাজনা জমা, জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য আবেদন সহ বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়া যায় বিএসকে থেকে। কোচবিহারে জেলা শাসকের দপ্তর, সদর মহকুমা শাসকের দপ্তর ও কোচবিহার পুরসভায় দুজন করে মোট ছয়জন বিএসকে কর্মী রয়েছেন। কোচবিহার জেলায় এই কর্মীর সংখ্যা প্রায় দুশো।

জানা গিয়েছে, গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত কাজের নিরিখে রাজ্য থেকে মোট তিনজন বিএসকে কর্মীকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘোষণা করা হয়েছে। কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে এই দুই কর্মী নির্দিষ্ট এই সময়ের মধ্যে মোট ৫ হাজার মানুষকে পরিষেবা প্রদান করেছেন বলে জানা গিয়েছে। অনলাইনে আর্থিক লেনদেন করেছে মোট ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৬০ টাকা। এসব বিভিন্ন দিক বিচার করেই এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

> রাজ্য থেকে এবারই প্রথম এই বিভাগে পরিষেবা প্রদানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় দুজনই আমাদের দপ্তরের কর্মী। খুবই ভালো লাগছে।
>
> **কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়** *মহকুমা শাসক, কোচবিহার সদর*

হোলিতে ৭টি স্পেশাল ট্রেন

নিউজ ব্যুরো

১৩ মার্চ : হোলি উপলক্ষ্যে যাত্রীদের সুবিধার্থে সাতটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর কথা জানিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। মোট পাঁচটি রুটে এই সাতটি ট্রেন চলাচল করবে। বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ট্রেনগুলির রুট এবং সময়সীমা সম্পর্কে জানানো হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি মূলত নয়াদিল্লি থেকে কাটিহার, আনন্দ বিহার থেকে যোগবাণী, নয়াদিল্লি থেকে কামাখ্যা এবং চণ্ডীগড় থেকে কাটিহারের মধ্যে চলাচল করবে। এর মধ্যে নয়াদিল্লি থেকে কামাখ্যার মধ্যে পরপর দু'দিন দুটি ট্রেন, আনন্দ বিহার থেকে যোগবাণীর মধ্যে দুটি ট্রেন এবং বাকি রুটগুলিতে একটি করে ট্রেন যাতায়াত করবে বলে জানানো হয়েছে।

মতুয়া সম্মেলন

শামুকতলা, ১৩ মার্চ : অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের বাৎসরিক ভক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। শামুকতলা লোকনাথপুর ডাঙ্গি এলাকায় সেই সম্মেলনে ৮টি দলের অন্তত ৫০০ জন মতুয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে। সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক নির্মলকুমার বালা বলেন, 'মতুয়া মহাসংঘ একটি ধর্মীয় সংগঠন। এই সংগঠনের কেউ কেউ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। মতুয়াদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার আমরা বিরোধিতা করছি। আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটি কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় নেই।' তাঁর অভিযোগ, মতুয়াদের শিক্ষা এবং আর্থসামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি উদাসীনতা রয়েছে। প্রতিটি জেলায় একটি করে মতুয়া গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করার দাবি উঠেছে এদিন।

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide e-NIT No.-32(e)/EO/K-I PS of 2024-25 Dated-10.03.2025 by the E.O Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the website **www.wbtenders.gov.in/www.malda.gov.in** for details. Last date of Tender submission 21.03.2025 upto 15:00 hours.

Sd/-
Executive Officer, Kaliachak-I Panchayat Samity, Malda

NOTICE FOR INVITING QUOTATION

Sealed quotation is invited from reputed suppliers for supplying of 50 Sets of Toolkits for Embroidery Craft under O/o the DC(Handicrafts) Ministry of Textiles, Govt. of India. The last date of quotation submission is 29-03-2025 at M/s. KKVTC Handicrafts Producer Company, Mukdampur, Dist- Malda, PIN-732103 for details visit the website www.kkvtc.org or call 09932379093.

Sd/-
Assistant Director (H)

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 1164/KCK-IIIP SI No-01 to 4, e-NIT Memo No-1168/KCK-III Dated-13.03.2025, Sl. No-01 invited by the B.D.O Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. Last date of application on 20.03.2025 and 27.03.2025 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Development Block
Baishnabnagar, Malda

টেন্ডার নোটিস নং. সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-এমআইএস-২০২৫-০৪র বাতিলকরণ

প্রশাসনিক কারণে ০৪-০৩-২০২৫ তারিখের নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার(গণ)/ফার্ম(সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে আহ্বান করা মুক্ত টেন্ডার এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

ক্রম নং	টেন্ডার নং এবং কাজের নাম	আনুমানিক রাশি (টাকায়)	টেন্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ এবং সময়
১	টেন্ডার নোটিস নং সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-এমআইএস-২০২৫-০৪	২০৪৫৭৮২৪১.৯৭	১৮-০৩-২০২৫এর ১৪.৩০ টায় ১৮-০৩-২০২৫এর ১৫.০০ টায়

কাজের নামঃ রাণীনগর জলপাইগুড়ি জংশন - নিউ ময়নাগুড়ি খণ্ডের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার খণ্ড গতিবেগ বৃদ্ধির হেতু ট্র্যাকের ফেন্সিং।

সিপিএম/জিএস/এমএলজি/এন.এফ.রেলওয়ে
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Ministry of Culture
Government of India

BIRLA INDUSTRIAL & TECHNOLOGICAL MUSEUM
(A Unit of National Council of Science Museums)
Ministry of Culture, Government of India
19A, Gurusaday Road, Kolkata – 700 019

NOTICE INVITING E-TENDER
TENDER No : BM-6(195)/Adm/Cafeteria/Siliguri/2025

Online e-tenders are hereby invited from reputed and established restaurants, caterers and similar agencies having at least 5 years working experience, in operating Cafeteria for selling of food items at North Bengal Science Centre (NBSC), Transport Nagar, Matigara, Siliguri, Pin. 734 010. Interested agencies may download the tender paper from Central Public Procurement Portal (CPPP): http://eprocurement.gov.in/eprocure/app by using Tender ID : 2025_NCSM_853108_1

আজ টিভিতে

দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে আগামীকালের বিশেষ অনুষ্ঠান

অভিনেত্রী বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ আকাশ আট। এই পর্বে লোকশিল্পী **দীপান্বিতা আচার্য** রাঁধবেন বেরেস্তা বাটা মাটনের গ্রেভি।

জি বাংলা **সোনার সংসার** সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ময়না, ১০.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ বারুদ, সন্ধে ৭.৩০ সঙ্গী, রাত ১০.৩০ চ্যালেঞ্জ, ১.০০ বেদেনীর প্রেম

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রংবাজ, বিকেল ৪.১৫ আনন্দ আশ্রম, সন্ধে ৭.১৫ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.১০ রাধাকৃষ্ণ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ তোর নাম, দুপুর ৩.০০ আজকের সন্তান, ৫.৩০ চিতা, রাত ১.৩০ চকোলেট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মেঘ কালো

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতীক

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধর্ম অধর্ম

জি সিনেমা : সকাল ৯.৫৪ জওয়ান, বিকেল ৫.০৩ সূর্যবংশী, রাত ১১.০০ সিম্বা

অ্যান্ড পিকচার্স : বিকেল ৪.৪৭ ধমাল, সন্ধে ৭.৩০ কোই মিল গ্যয়া, রাত ১০.৫৮ মুন্না মাইকেল

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সন্ধে ৬.৩৪ বার বার দেখো, রাত ৯.০০ ঘুমর, ১১.২৮ বদলাপুর

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.০০ দিল বেচারা, ২.৪৫ মোহ মায়া মানি, বিকেল ৪.৩০ ডলি কি ডোলি, সন্ধে ৬.১৫ বাবুল, রাত ৯.০০ কলঙ্ক, ১১.৪৫ ডিয়ার ড্যাড

আনন্দ আশ্রম বিকেল ৪.১৫ **জলসা মুভিজ**

মনমর্জিয়াঁ বিকেল ৩.৫৬ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন বিকেল ৪.৪৯ **মুভিজ নাউ**

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
ADVERTISEMENT

1. Applications are invited with full Bio Data, attested copies of testimonials and passport size photograph for the following posts alongwith a demand draft of Rs 250/- in favour of Principal, Army Public School, Sukna payable at Siliguri on or before **24 Mar 2025**. Preference will be given to experienced candidates. Interview will be held on **28 Mar 2025 at 09.00 A.M** in the School. Age limit should not exceed 40 years in respect of candidates who do not have any work experience.

Ser No	Post	No of Post/ existing Vacancy	Term of Engagement	Qualification
(a)	LDC	01	Contractual	Graduate or ten years of service as a Clerk (for Ex-Servicemen). Computer literate. Typing with a minimum speed of 40 WPM. Knowledge of Computer MS Office (Speed 12000 key depression per hour) with a basic knowledge of accounting. Salary – Rs 16,100.00
(b)	Receptionist	01	Contractual	Graduate or ten years of service as a clerk (for Ex-Servicemen). Computer literate. Knowledge of Computer MS Office (Speed 12000 key depression per hour). Basic knowledge of accounting. Good communication skill. Salary – Rs 16,100.00
(c)	Science Lab Attendant	01	Contractual	10+2 with Science and Computer Literate. Salary – Rs 13,100.00
(d)	Group 'D'	13	Adhoc for 11 Months	Preferably matriculate or 10 years service for Ex-Servicemen. Salary- Rs 10,000.00

2. No Call letter for interview will be issued.
3. Computer Proficiency Test will be held at APS Sukna in the same day of the interview. Maximum 55 years and 57 years of ESM.
4. Applications duly completed should be sent direct to **Army Public School, Sukna, PO-Sukna, Dist-Darjeeling-734009.**

Case No : 155181/AS/Adv
Dated : 13 Mar 2025

Sd/ xxxxxxxxxxx
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

কমান্ডান্ট কার্যালয় : ৭২ বিএন বিএসএফ
পাঞ্জিপাড়া, উত্তর দিনাজপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অব্যবহারযোগ্য সরকারি দোকানের জিনিসগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম সংঘটিত হবে ২০ শে মার্চ ২০২৫ ১১.০০ ঘটিকায় ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার, ৭২ বিএন, বিএসএফ, গ্রাম - শান্তিনগর, পোস্ট ঃ পাঞ্জিপাড়া, উত্তর দিনাজপুর (পশ্চিমবঙ্গ), পিন - ৭৩৩২০৮-এ, নিম্নলিখিত শর্তাবলি অনুসরণের দ্বারা বিশদ বোর্ড আধিকারিকের উপস্থিতিতে ঃ-

শর্তাবলি ঃ-

১. সমস্ত অনুমোদিত সংস্থাগুলির আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের নির্ধারিত তারিখ এবং সময় অনুসারে উপস্থিত থাকতে হবে।
২. যদি, ২০ শে মার্চ ২০২৫ তারিখে, রাজ্যে কোনও প্রকারের বন্ধ/ধর্মঘট অথবা ছুটি ঘোষণা করা হয়ে থাকে তবে নিলামটি সংঘটিত হবে এর পরবর্তী দিনে।
৩. নিলাম শুরু করার আগে, প্রত্যেক দরদাতাকে নিলামের সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা আগে টাঃ ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) জমা দেওয়ার মাধ্যমে কমান্ডান্ট ৭২ বিএন বিএসএফ-এর কাছে নিবন্ধন করতে হবে। শুধুমাত্র, দোকানগুলির জন্য নিলাম শুরু হওয়ার আগে অগ্রিম জমাপ্রাপ্ত টাকা, অগ্রিম অর্থপ্রদানে নিলাম সমাপ্তির পর প্রত্যর্পণ/সমন্বয় সাধন করা হবে।
৪. যেই পরিমাণের অর্থমূল্য দরদাতাগণ একবার জমা করে দেবেন, সেই সমপরিমাণের অর্থমূল্য দর দেওয়ার সমস্ত প্রক্রিয়া সমাপ্তির পরে ফেরত দেওয়া হবে।
৫. বিক্রয় মূল্য অনুসারে জি.এস.টি. ধার্য/চার্জ করা হবে।
৬. দপ্তরের নিয়ম এবং শর্তাবলি অনুসারে, নিলামটি সংঘটিত হবে।
৭. দরদাতাদের যদি কোনওপ্রকারের সংশয়/জিজ্ঞাসা অথবা স্পষ্টতার প্রয়োজন হয় এই নির্দিষ্ট বিষয়ে, তবে, কমান্ডান্ট ৭২ বিএন বিএসএফ/বোর্ডের আধিকারিকরা দরদাতাদের প্রয়োজনীয়তা মান্যতা দিয়ে ওই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত দেবেন।
৮. দোকানগুলি নিলাম করা হবে, 'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে'।
৯. সর্বোচ্চ দরদাতা জি.এস.টি. সহযোগে নিলামের অর্থমূল্য নিলাম সম্পূর্ণ হওয়ার পর জমাপ্রাপ্তির পরমুহূর্তে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দোকানগুলি নিজের অধীনস্থ করবেন নতুবা, ভূমি কর এবং ক্ষমতায়ন কর তার জমাপ্রাপ্ত অর্থের উপর ধার্য করা হবে। দোকানগুলি স্থানান্তরে/অর্থমূল্য জমা করার জন্য ৭২ বিএন বিএসএফ-এর দ্বারা কোনওপ্রকার পরিবহণের ব্যবস্থা করা হবে না।
১০. যদি কোনোভাবে, দরদাতারা দোকানগুলির জন্য অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হন তবে, তার অগ্রিম জমাপ্রাপ্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১১. হঠাৎ কোনও ঘটে যাওয়া বিষয়ের উপর কমান্ডান্ট ৭২ বিএন বিএসএফের দ্বারা সমস্ত সিদ্ধান্ত মুখ্য সিদ্ধান্ত বলে ধার্য করা হবে।
১২. প্রত্যেক দরদাতাকে তাদের মালিকানাধীন পরিচয়পত্র, জিএসটি নং., আসল প্যান কার্ড সঙ্গে শেষ আয়কর রিটার্নের নথির প্রমাণপত্র, বাসস্থান প্রমাণপত্র জমা করতে হবে। এগুলি জমা দিতে তারা ব্যর্থ হলে তাদের নিলামে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না।
১৩. কমান্ডান্ট ৭২ বিএন বিএসএফের কোনোরকম কারণ না জানিয়ে দর গ্রহণ এবং প্রত্যাখ্যানের সমস্ত প্রকারের অধিকার রয়েছে।

(পি. এল. মিনা) ডিসি (কিউএম)
কমান্ডান্ট ৭২
বিএন বিএসএফের জন্য

CBC 19110/11/0125/2425

সিগন্যালিং ইকুইপমেন্টের লাইটনিং ও সার্জ প্রোটেকশন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এন-২০২৪-কে-৩৬, তারিখ: ১১-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনের রাঙ্গাপানি (আরএনআই) স্টেশনে আরডিএসও সাম্প্রতিক টিএএন গাই ডলাইন অনুযায়ী সিগন্যালিং ইকুইপমেন্টের লাইটনিং ও সার্জ প্রোটেকশন। টেন্ডার মূল্য: ৭৯,৬৬,৬৮২/-, বায়নার অর্থ: ১,৫৯,৩০০/-। ই-টেন্ডার ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/১/ডিবি/ডব্লিউ/১/সিএমসি এসি/২০২৪-২৫, তারিখ: ১০-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং: ইএল১ডিবিডব্লিউ১-সিএমসি-এসি-২৪-২৫-৭৯। কাজের নাম : ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে- তিন বছরের জন্য বিভিন্ন ক্ষমতার এবং তৈরির স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনারের জন্য সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২,৩৫,০৪৯.৮৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৭০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০২-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিইই/ডিবিডব্লিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER GAZOLE DEVELOPMENT BLOCK
GAZOLE: MALDA
email- gazole.bdo@gmail.com
ABRIDGED E-TENDER NOTICE
NIT No BDO/GZL/NIET- BDO/GZL/NIET- 19(e) of 2024-25, Dated- 12.03.2025

BDO, Gazole Dev.Block, Malda, invites E-tender for various Development work under, MPLADS-2023-24, from Eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature. Details of e-tender notice will be available in website www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in

Sd/- Block Development Officer
Gazole Development Block
Gazole, Malda

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : টিএসকে/ইলেক্ট/১৮০, তারিখ : ০৮-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রম. নং.-১; টেন্ডার নং : এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৮৯১-আর; অইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ২টি স্টেশনে (নিউ তিনসুকিয়া, তিনসুকিয়া) ডিস্ট্রিবিউটেড ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং এবং ৪টি স্টেশনে (শ্রীপুরিয়া গাঁও, শিমলুগুড়ি, আমগুড়ি ও টিটাবর) ইআই সহ প্রচলিত ধরণের প্যানেল ইন্টারলকিং প্রতিস্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১,৩৩,০৫,১১৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,১৬,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-০৪-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলা ০১-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-০৪-২০২৫ তারিখে ১৩০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

BOLERO ON SALE
BOLERO MAXI TRUCK PLUS BS IV, 2015, CLOSED BODY, GOOD RUNNING CONDITION, ON SALE IN SILIGURI. CON: 9678072087

ত্যাজ্যপুত্র

আমি শ্রী অচিন্ত বোস শ্রীমতী গোপা বোস আমার পুত্র শ্রীতন্ময় বোসকে ওর অসৎ ব্যবহারের জন্য গত ২৮/০২/২০২৫ তারিখ হইতে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করলাম। শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিড-এর মাধ্যমে, তারিখ -28/02/25. (C/115637)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No WB 7120080883789)-এ আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় ১১/০৩/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Krishna Biswakarma, পিতা-J. Biswakarma থেকে Kishan Singh, পিতা Jetha Singh হলাম। (C/115506)

Notice Inviting Quotation No. 07 (2024-2025)

Sealed Quotations are invited from the reputed suppliers/concerns for supply of stationary items to the office of the undersigned for the financial year 2025-2026. Details may be obtained from the office of the undersigned within 02/04/2025 during office hours. Last date of submission of quotation is 03/04/2025 upto 3 P.M.

Sd/-
District Educational Officer
Samagra Shiksha Mission,
Siliguri Educational District

e-Tender Notice

DDP/N-41/2024-25 & DDP/N- 41/2024-25

e-Tenders for 12 (Twelve) no. of works under 15th FC, BEUP, SBM (G) & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-41/2024-25 is 07.04.2025 at 12.00 Hours & NIT DDP/N-42/2024-25 is 02.04.2025 at 14.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৩০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৮৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিজ্ঞপ্তি

কর্মচারী ভবিষ্যৎ তহবিল সংস্থা, আঞ্চলিক কার্যালয়, জলপাইগুড়ির আওতাধীন তিনটি জেলার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের সমস্ত গ্রাহককে তাদের আধার মোবাইল নং লিংক করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইউএএন (UAN) এর সঙ্গে লিংক করুন। ইউএএন (UAN) সক্রিয় করুন, আপনার কেওয়াইসি (KYC) সম্পূর্ণ করুন এবং ই-নমিনেশন (E-Nomination) ফাইল করুন।
সমস্ত নিয়োগ কর্তাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাদের ভবিষ্যনিধি সদস্যদের এই বিষয় সম্পর্কে সচেতন করুন এবং তাদের সহযোগিতা করুন, যাতে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন (ই.পি.এফ.ও) প্রদত্ত ডিজিটাল পরিষেবাগুলি আরও সহজলভ্য এবং সুযোগগুলির লাভ পেতে পারেন।

আঞ্চলিক ভবিষ্যৎ তহবিল কমিশনার
আঞ্চলিক কার্যালয়, জলপাইগুড়ি

চেরলাপল্লী এবং নাহরলগুণের মধ্যে হোলী বিশেষ রেলের চলাচল

হোলী ২০২৫ এর সময়ে যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার অর্থে রেল নং. ০৭০৪৬/৪৭৬ চেরলাপল্লী-নাহরলগুণ-চেরলাপল্লী হোলী বিশেষ রেল (টিওডি) চালানোর জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্ন অনুসারে দেওয়া হলঃ

রেল নং ০৭০৪৬ — চেরলাপল্লী থেকে ১৫, ২২, ২৯ মার্চ ২০২৫ থেকে (শনিবার) ট্রিপস= ০৩ টি

রেল নং ০৭০৪৭ — নাহরলগুণ থেকে ১৮, ২৫ মার্চ, ১ এপ্রিল ২০২৫ থেকে (মঙ্গলবার) ট্রিপস= ০৩ টি

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
শনিবার	—	০৮.৪০	চেরলাপল্লী	২১.৩০	—	বৃহস্পতিবার
	১৪.২৫	১৪.৩৫	বিজয়ওয়াড়া জংশন	১৩.৪০	১৩.৫০	
রবিবার	০৮.১৫	০৮.২০	ভুবনেশ্বর	২৩.৫০	২৩.৫৫	বুধবার
	২৩.১০	২৩.২০	মালদা টাউন	০৮.৫৫	০৯.০৫	
সোমবার	০৩.০০	০৩.১০	নিউ জলপাইগুড়ি	০৩.৩৫	০৩.৪৫	
	০৭.৩৫	০৭.৪৫	নিউ বঙ্গাইগাঁও	২২.৩৫	২২.৪৫	মঙ্গলবার
	০৯.৫৫	১০.২০	রঙ্গিয়া জংশন	১৮.৩০	১৮.৫৫	
	১২.৫৫	১৩.০০	রাঙ্গাপারা নর্থ	১৫.৫০	১৬.০০	
	১৬.০০	---	নাহরলগুণ	---	১৩.০০	

গঠনঃ এসি-২ টায়ার (একটি), এসি-৩ টায়ার (পাঁচটি), স্লীপার শ্রেণী (দশটি), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনেরেটর কার (একটি), এসএলআরডি (একটি) = ১৮ টি কোচ।

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: নলগোণ্ডা, মিরয়ালগুডা, নাদিকুদে জংশন, সত্তেনাপল্লে, গুন্টুর জংশন, ইলুরু, রাজামুন্দ্রি, সামালকোট জংশন, এলামাঞ্চিলি, আনাকাপল্লে, দুয়াডা, সিমহাচলম নর্থ, কোত্তাবালাসা, বিজিয়ানগরম জংশন, শ্রীকাকুলাম রোড, পালাসা, ব্রহ্মপুরী, বালুগাঁও, খুর্দা রোড জংশন, কটক, জাজপুর কেওনঝার রোড, ভদ্রক, বালাসোর, খড়্গপুর জংশন, আন্দুল, ডানকুনি, বর্দ্ধমান, বোলপুর শান্তিনিকেতন, রামপুর হাট, কিশনগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, ধুপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, কোকরাঝার, বরপেটা রোড, গুলাগুড়ি, হারমটি।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর পরামর্শে উপকৃত হবেন। বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা দূর হবে। **বৃষ :** প্রেমের জটিলতা কাটায় মানসিক শান্তি। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। **মিথুন :** খেলাধুলোয় সফলতা আসবে। ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **কর্কট :** আর্থিক সমস্যা নিয়ে মানসিক অস্থিরতা বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। **সিংহ :** বিদেশ যাওয়ার সুযোগ মিলবে। দাঁতের সমস্যা বাড়বে। **কন্যা :** বাড়িতে পুজোর আয়োজনে মনে শান্তিলাভ। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। **তুলা :** ঠিকাদারি ব্যবসায় ভালো লাভ হবে। রাজনীতি থেকে সমস্যা আসতে পারে। **বৃশ্চিক :** কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **ধনু :** কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে যাবেন না। **মকর :** খুব শান্ত থাকুন। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। **কুম্ভ :** বাড়ি সংস্কারের কাজে নেমে পড়শির সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। মায়ের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখুন। **মীন :** কাউকে কটু কথা বলে ফেলে অনুশোচনা। কোনও বন্ধুর পরামর্শে জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ২৩ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ, ২০২৫, ২৯ ফাগুন, সংবৎ ১৫ ফাল্গুন সুদি, ১৩ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫২, অঃ ৫।৪১। শুক্রবার, পূর্ণিমা দিবা ১১।৩৫। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র প্রাতঃ ৫।৫৭। শূলযোগ দিবা ১।৮। ববকরণ দিবা ১১।৩৫ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।২৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, প্রাতঃ ৫।৫৭ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- দোষ নাই প্রাতঃ ৫।৫৭ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ১১।৩৫ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৮।৫০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৪ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। দিবা ১১।৩৫ মধ্যে দোলপূর্ণিমা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৫৬ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৪।১০ গতে ৫।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ৩।৮ গতে ৩।৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৮ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৪ গতে ৫।৫১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

STYLE BAAZAR
HELLO
STYLE BAAZAR
ফ্যাশন উৎসব
ফ্যাশন শুরু ₹149 থেকে
HOME FOCUS
₹229-এ
ফ্রাই প্যান
₹2499 শপিং করলেই
MRP 899
cello
₹299-এ
ডিনার সেট
₹4999 শপিং করলেই
MRP 1899
VIP
PRIORITY
₹1999-এ
হার্ড ট্রলি
₹7999 শপিং করলেই
MRP 10350 & above
CELEBRATING 200 STORES
Brands Available
FOR MEN
square up
FOR LADIES
FOR KIDS
Miss12
dozo
FOR HOME
HOME FOCUS
মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
শুভ উদ্বোধন: বর্ধমান-এ 19 মার্চ। আমরা এখন ব্যারাকপুর, ডোমকল ও বারুইপুর (শিবানী পিঠ)-এ আছি।
QR কোডটি স্ক্যান করুন
নতুন সামার কালেকশনের জন্য
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা। রায়গঞ্জ। রতুয়া
দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। কলকাতা (অ্যাক্রিস মল • গড়িয়াহাট • বাগুইআটি • বেহালা • মেটিয়াবুরুজ • মেট্রো সিনেমা হল • ঠাকুরপুকুর • হাতিবাগান)। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর। বহরমপুর। বাঁকুড়া। বারুইপুর
বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। মেমারী। মালঞ্চ। রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান

উচ্ছেদের আশঙ্কা গজলডোবায়

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৩ মার্চ : তিস্তা-জলঢাকা মেইন ক্যানালের ডানপ্রান্ত বরাবর গজিয়ে ওঠা স্থায়ী, অস্থায়ী দোকানগুলিকে সরিয়ে দিতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। আর এতেই ঘুম ছুটেছে এলাকার ছোট-বড় মিলিয়ে ৪০ জন ব্যবসায়ীর।

গজলডোবা ১০ নম্বর কালী মন্দির থেকে পূর্ত সড়ক ধরে তিস্তা ব্যারেজের দিকে এগিয়ে যাওয়া রাস্তার দু'ধারে দীর্ঘদিন ধরেই দোকান রয়েছে এলাকার কিছু বাসিন্দার। কেউ মুদি দোকান, কেউ গ্যারাজ, কেউ মিষ্টির দোকান বা পানের গুমটিতে ব্যবসা করছেন গত ১৫-২০ বছর। দোকানের আয়েই সংসার চলে তাঁদের।

স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় মিস্ত্রির সারাদিনে আয় গড়ে ৩০০ টাকা। তা দিয়ে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ সামলে পাঁচজনের সংসার চালান তিনি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সঞ্জয়ের দোকান থেকে একটু এগোতেই দেখা বয়স্ক দোকানি শৈলেন বিশ্বাসের সঙ্গে। দুজনেই বলেন, ১৫ বছর ধরে দোকান করছি। এখন যদি সরে যেতে হয় তবে যাব কোথায়?

গোপাল সরকার নামে এক হোটেল ব্যবসায়ী বলেন, 'এলাকায় যে ১০টি ভাতের হোটেল আছে সেগুলিরও মূল খরিদ্দার বাইরের মানুষজন। এই ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল সকলের পরিবার। উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে বিপদে পড়েছি। কী করব, ভেবে পাচ্ছি না।'

তিস্তা লেফট ব্যাংক ডিভিশনের অধীন সাব-ডিভিশন-৭'এ-এর এসডিও নারায়ণ সাহা কিছুদিন আগে দোকানদারদের নোটিশ জারি করে অবিলম্বে তাঁদের সমস্ত কাঠামো সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। আগেও তাঁরা এ ধরনের নোটিশ পেয়েছিলেন, কিন্তু কিছু হয়নি। এই ভেবে এবারও বিষয়টিকে ততটা গুরুত্ব দেননি এলাকার ব্যবসায়ীরা। কিন্তু গত ২ মার্চ ক্রান্তি আউটপোস্টের পুলিশ গজলডোবায় এসে দোকানিদের সরে যেতে বলার পর টনক নড়েছে সকলের। স্থানীয় তৃণমূল নেতা রঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'তিস্তা-জলঢাকা মেইন ক্যানালের ধারের এই জমি রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কোনও কাজে ব্যবহার করা হলে ব্যবসায়ীরা সরে যাবেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে যতটুকু জানতে পেরেছি, এই মুহূর্তে সড়ক সম্প্রসারণ বা উন্নয়নমূলক কোনও কাজের পরিকল্পনা এই এলাকায় সেচ বা পূর্ত দপ্তরের নেই। তবে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়ে এতগুলো পরিবারের পেটে লাথি মারার চেষ্টা কেন করা হচ্ছে বোধগম্য হচ্ছে না।'

বিষয়টিতে গ্রামপ্রধানের হস্তক্ষেপ দাবি করে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মৌমিতা ঘোষ বলেন, 'গজলডোবার বাসিন্দাদের স্মারকলিপি পেয়েছি। প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।'

সেচ দপ্তরের আধিকারিক নারায়ণ সাহা বলেন, 'এর আগেও ব্যবসায়ীদের আমরা সরকারি জমি থেকে সরে যেতে বলেছিলাম। এবার নোটিশ জারি করার পরও তাঁরা সরেননি। বাধ্য হয়ে আমরা পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছি। এখন পুলিশ তদন্ত করে দেখছে বিষয়টা। পরবর্তীতে কী হবে, তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে।'

উচ্ছেদ আতঙ্কে গজলডোবায় ক্যানালের ধারের দোকানদাররা।

উদ্বেগে ব্যবসায়ীরা

- তিস্তা-জলঢাকা মেইন ক্যানালের ডানপ্রান্ত বরাবর গজিয়ে ওঠা দোকানগুলি সরাতে তৎপর প্রশাসন
- এতেই ঘুম ছুটেছে এলাকার ছোট-বড় মিলিয়ে ৪০ জন ব্যবসায়ীর
- সংসার কীভাবে চালাবেন সেই চিন্তায় ব্যবসায়ীরা মগ্ন

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সবে মিলে করি কাজ।। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে ছবিটি তুলেছেন গঙ্গারামপুরের দীপক অধিকারী।

আধখাওয়া গোরু দেখে চিতাবাঘ আতঙ্ক

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ মার্চ : ফের কুচিয়াজোতে চা বাগানে মিলল গোরুর আধখাওয়া মৃতদেহ। ঘটনায় ঘোষপুকুরে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বারবার বন দপ্তরের কাছে আর্জি জানানো হলেও খাঁচা বসানো হয়নি বলে অভিযোগ। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পান্নালাল সিংহ। বৃহস্পতিবার ঘোষপুকুর রেঞ্জে লিখিত আকারে জানিয়েছেন তিনি। ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লালকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

কয়েকদিন আগে মতিধর চা বাগানে এক চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়। এদিকে, কুচিয়াজোতে চিতাবাঘ ধরতে বন দপ্তর কোনও পদক্ষেপ না করায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। পান্নালাল বলেন, 'হাঁস, মুরগি, ছাগল মেরে নিয়ে যাচ্ছে চিতাবাঘ। চা বাগান লাগোয়া লোকালয়ে মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন। অবিলম্বে চিতাবাঘটিকে খাঁচাবন্দি করা হোক।'

এদিন স্থানীয় বাসিন্দা সিউশ তিরকির গোরু মেরে খিদে মিটিয়েছে চিতাবাঘ। এমনটাই মনে করছেন স্থানীয়রা। কুচিয়াজোত ছাড়াও সংলগ্ন ত্রিহানা চা বাগানের মোহনলাল ডিভিশনে বেশ কয়েকটি চিতাবাঘ রয়েছে বলে খবর। সেগুলি মানঝা নদীতে জল খেতে এলে স্থানীয়দের অনেকে দেখতে পাচ্ছেন। বাড়ি থেকে শিশুদের বের করতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। আতঙ্ক নিয়েই বাগানে পাতা তুলতে যাচ্ছেন শ্রমিকরা। সন্ধ্যার পর কেউ বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছেন না। স্থানীয় বাসিন্দা তরুণ বর্মনের কথায়, 'গত এক মাসে এ নিয়ে তিনটে গোরু সাবাড় করেছে চিতাবাঘ।' তিনিও খাঁচা পেতে চিতাবাঘ ধরার আর্জি জানিয়েছেন।

১৫ দিনেই অচল প্লাস্টিক ক্র্যাশার মেশিন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা প্লাস্টিক থেকে দূষণ ছড়াচ্ছিল। আবর্জনার স্তূপে সংখ্যা বাড়ছিল প্লাস্টিক বোতলের। এই সমস্যা মেটাতে কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে একটি প্লাস্টিক বোতল ক্র্যাশার মেশিন বসানো হয়। কিন্তু এক মাস না পেরোতেই অচল হয়ে পড়ল সেই মেশিন।

এই মেশিনে ব্যবহার করা বোতল দিলে সেটি গুঁড়ো হয়ে নীচে জমা হয়। পরে সেই গুঁড়ো সংগ্রহ করে বিক্রি করা যায়। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনেই ক্র্যাশার মেশিন অচল হয়ে পড়ায় মেডিকেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মেডিকেলের সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরির উলটোদিকে করিডর সংলগ্ন বারান্দায় এই মেশিন বসানো হয়। মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত মেশিনটি দিয়েছিল। ঘটা করে উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকার সহ অনেকে। মেডিকেলে আসা রোগী এবং পরিজনকে প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহারের পর এই মেশিনে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। মেশিনে গুঁড়ো হওয়ার পর একটি সংস্থা সেই গুঁড়ো কিনে নেবে।

কর্তৃপক্ষ আশাবাদী ছিল, এই মেশিন সফলভাবে চালু হলে মেডিকেলের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্লাস্টিকের বোতল থেকে যে দূষণ হয়, তা অনেকটাই কমানো যাবে। কিন্তু ১৫ দিনও সেই মেশিন ঠিকঠাক চলেনি বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

বৃহস্পতিবার মেডিকেলে গিয়ে দেখা যায়, মেশিনটি রয়েছে। কিন্তু তার বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ। এক নিরাপত্তাকর্মী বললেন, 'মেশিনটি বসানোর এক সপ্তাহ পর থেকে এভাবে পড়ে রয়েছে। কীভাবে মেশিনটি ব্যবহার করতে হয়, সেটা তো রোগী বা পরিজনকে জানানো হয়নি। দেখানোর কেউ নেই। তাই এভাবে পড়ে নষ্ট হচ্ছে।'

উদ্বোধনের দিন মেডিকেলের তরফে একজন নিরাপত্তারক্ষীকে সেখানে মোতায়েন করার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু সেটাও বাস্তবের মুখ দেখেনি। কৃষ্ণ বলেন, 'একটি সংস্থা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মেডিকেলে এই মেশিন বসিয়েছিল। কিন্তু সেটা যে অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তা আমাদের কেউ জানায়নি। দ্রুত খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সুপারও ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। কবে তাঁরা ব্যবস্থা নেন, সেটাই এখন দেখার।

মেডিকেলে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে প্লাস্টিক ক্র্যাশার মেশিন।

বোতল-বিভ্রাট

- ১৭ ফেব্রুয়ারি মেডিকেলে প্লাস্টিক বোতল ক্র্যাশার মেশিন বসানো হয়
- মেশিনে ব্যবহার করা বোতল দিলে সেটি গুঁড়ো হয়ে নীচে জমা হয়
- কীভাবে মেশিনটি ব্যবহার করতে হবে, তা কাউকে জানানো হয়নি
- কয়েকদিনেই ক্র্যাশার মেশিন অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে
- বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন সুপার

টিএমসিপি'র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে

ফের আন্দোলন মেডিকেলে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : ২৪ ঘণ্টা পরেও চাপা উত্তেজনায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। নতুন করে বুধবারের মতো হাতাহাতির ঘটনা না ঘটলেও বৃহস্পতিবারও পড়ুয়াদের দুই পক্ষ নিজেদের অবস্থানে অনড়। একপক্ষ ডিনের পাশে দাঁড়িয়ে হাসপাতাল সুপারকে স্মারকলিপি দেয়। অন্যপক্ষ আবার পালটা পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ডিনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি ডিনের পক্ষ নেওয়াদের একাংশের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের মারধর করার অভিযোগ তুলেছে। সবমিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের দুই পক্ষের বিবাদ চরমে

ডিন ডাঃ অনুপম নাথ গুপ্তা বৃহস্পতিবার মেডিকেলে আসেননি বটে, কিন্তু ইন্টার্ন সানি মান্নাকে তাঁর শোকজ করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবারও নিজেদের শক্তি জাহির করার চেষ্টা করল দুই পক্ষ। ৯ মার্চ লেকচার থিয়েটার ৪০০-তে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল খেলা দেখানোর ঘটনায় ইন্টার্ন সানিকে শোকজ করেন ডিন। যাকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তেজনা ছড়ায় মেডিকেলে। হাতাহাতিতে জড়ায় দুই পক্ষ। ডিনকে ঘেরাওমুক্ত করে মাটিগাড়ার থানার পুলিশ। এদিনও রয়েছে তার রেশ। যথারীতি এদিন মেডিকেলে পা রাখেননি ডিন। না আসার কারণ নিয়ে টেলিফোনে ডিন বলেন, 'ব্যক্তিগত কারণে অফিসে যাইনি। আর কোনও কথা বলতে পারছি না।' একটি সূত্রে খবর, দুপুরে মাটিগাড়া থানায় যান ডিন। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ডিনের ঘরের বাইরে থাকা নেমপ্লেট উধাও হয়ে গিয়েছে। ঘটনার পিছনে কাদের হাত রয়েছে, তা অস্পষ্ট।

এদিন সকালে মেডিকেল স্বাভাবিক থাকলেও পরীক্ষা শেষে আসরে নামে দুই পক্ষ। ডিনের পাশে দাঁড়ানো পড়ুয়াদের পক্ষে সার্জারি বিভাগের হাউস স্টাফ শাহাদত ইসলাম বলেন, 'ডিনকে যারা হেনস্তা করেছে বা মেডিকেলের শান্তি বিঘ্নিত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ যাতে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেয়, তার জন্য সুপারকে স্মারকলিপি দিয়েছি। শোকজ কোনও শাস্তি নয়। ডিনের সঙ্গে কথা বললেই হত।' অন্যদিকে, ডিনের বিপক্ষে থাকা পড়ুয়ারা অধ্যক্ষের ঘরের বাইরে বিক্ষোভ দেখায়। ডাঃ রনিত সাঁই বলেন, 'সানি যুক্ত নয়, তবে কেন জবাব দিতে যাবে? কালকে মেয়েদের মারধর করা হলেও ডিন ম্যাডাম পাশে দাঁড়াননি।' তাঁর অভিযোগ, 'ডিনের মেয়ে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা দিচ্ছে। ফলে নিয়ম অনুযায়ী তিনি পরীক্ষা ব্যবস্থায় থাকতে পারেন না। কিন্তু বুধবার আন্দোলনের মাঝে ডিন বারবার পরীক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন।' পড়ুয়াদের তোলা অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে ডিনকে বিকালে ফোন করা হলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের নাম শুনে ফোন কেটে দেন তিনি। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, 'পরীক্ষার জন্য আলাদা একটি টিম থাকে। পরীক্ষা পরিচালনা হল ইনচার্জের কাজ।' বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার অধ্যক্ষর সঙ্গে কথা বলবেন বলে তিনি জানান।

মেডিকেলের অধ্যক্ষকে স্মারকলিপি পড়ুয়াদের। বৃহস্পতিবার। -সূত্রধর

মোষ, শুয়োর পাচারে গ্রেপ্তার

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৩ মার্চ : আলু, পেঁয়াজ বোঝাই ট্রাকের ভেতরে লোহা দিয়ে বানানো বাংকারের নীচে রাখা ছিল মোষ। সেই পাচারের ছক বানচাল করল খড়িবাড়ি পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ২২টি মোষ। তবে চালক পলাতক। গাড়ির মালিক ও চালকের খোঁজ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, ২৭টি মোষ সহ চারজনকে পাকড়াও করে বিএসএফ। ধৃত ফরমান আলি, মইসুর আলি, তমসুর আলম এবং হামিদ আলি বিহারের বাসিন্দা।

বুধবার রাতে ফুলবাড়ি টোল প্লাজার কাছে কনটেনার আটক করে মোষগুলি উদ্ধার করা হয়। চারজনকে এনজেপি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিকে, গবাদিপশু পরিবহণের বৈধ নথি না থাকায় লরিচালককে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। ২৪০টি শুয়োর নিয়ে যাওয়ার পথে বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা নিখিল সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার রাতে মোষবোঝাই কনটেনার আটক করে চোপড়া থানার পুলিশ। ২৮টি মোষ উদ্ধার হয়। চারজন গ্রেপ্তার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

টোটো আটকাতে গিয়ে জখম পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : রাতের শহরে ঝামেলা মেটাতে গিয়ে হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে পুলিশকে। এবার বৃহস্পতিবার দিনদুপুরে টোটো আটকাতে গিয়ে আহত হলেন ট্রাফিক পুলিশের এক সাব-ইনস্পেকটর। সেবক রোডের পায়েল মোড়ে টোটো আটকাতে গেলে ওই এসআইয়ের ওপর দিয়ে তিন চাকার যানটি চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে টোটোচালক। শুধু তাই নয়, কোনওরকমে টোটোর ওপর থাকা শেড ওই পুলিশকর্মী ধরলে ওই অবস্থায় টোটোচালক দ্রুতগতিতে টোটো চালিয়ে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

টোটোতে থাকা যাত্রীদের বক্তব্য, প্রায় একশো মিটার ঝুলন্ত অবস্থায় চলতে হয় ওই পুলিশকর্মীকে। যাত্রীদের চেষ্টায় টোটোচালক টোটো থামায়। শুধু তাই নয়, টোটোয় করে ওই চালককে ভক্তিনগর থানায় নিয়ে আসার সময় সে একাধিকবার পালাবার চেষ্টা করে। এসআই পদমর্যাদার ওই ট্রাফিককর্মী রূপম ঘোষকে বলতে শোনা যায়, 'ভুল রুটে টোটোটি চলছিল। দাঁড়াতে বলায় এমন অভিজ্ঞতার শিকার হতে হবে, ভাবিনি। ওই টোটোচালক আমাকে মারারই চেষ্টা করেছিল।' যদিও নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে ওই টোটোচালক। বর্তমানে ভক্তিনগর থানায় ওই টোটোচালককে আটক করে রাখা হলেও ট্রাফিকের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

নিজস্ব রুট ছেড়ে অন্য রুটে চলাচলকারী টোটো আটকাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ। মাটিগাড়া এলাকার টোটো সেবক রোডে দেখে আটকাতে গিয়েছিলেন ওই এসআই। সেসময়ই ঘটে এমন ঘটনা। ওই টোটোর যাত্রী প্রকাশ দত্ত বলেন, 'পায়েল মোড়ে আসার পরেই ওই পুলিশকর্মী টোটো দাঁড় করাতে বলেন। কিন্তু চালক টোটোর স্পিড বাড়িয়ে দেয়।'

সেসময়ই কোনওভাবে টোটোর সামনে থেকে সরে টোটোর ওপরে থাকা শেডের অংশটা ধরে ফেলেন ওই পুলিশকর্মী। তাঁর ধারণা ছিল, এমন অবস্থায় চালক টোটো দাঁড় করাবে। কিন্তু চালক গতি বাড়ায়। ওই এসআই যাতে পড়ে যান, তার জন্য আঁকাবাঁকাভাবে টোটো চালাতে থাকে। ট্রাফিককর্মী চিৎকার করলে যাত্রীরা চাবি ঘুরিয়ে টোটোটি দাঁড় করান।

নতুন রাস্তার মাপজোখ

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ মার্চ : বন্ধ থাকা আনারস উন্নয়নকেন্দ্রের জন্য নতুন রাস্তা তৈরি হবে। তার মাপজোখ হল বৃহস্পতিবার। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এসজেডিএ)-র এইও সঞ্জয় মালাকার, ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস, বিএলএলআরও শুভ্রজিৎ মজুমদার, এসজেডিএ বোর্ড মেম্বার কাজল ঘোষ। এতদিন সেখানে গাড়ি যাতায়াতের রাস্তা সংকীর্ণ থাকায় নতুন রাস্তা তৈরি হবে বলে জানা গিয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বলেন, 'জমির কিছু সমস্যা রয়েছে। সেটি মিটিয়ে রাস্তাটি তৈরি করা হবে।'

হাতে এল সমব্যথীর টাকা

নকশালবাড়ি, ১৩ মার্চ : ছয় মাস পর সমব্যথী প্রকল্পের টাকা হাতে পেলেন উপভোক্তারা। বৃহস্পতিবার মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৬৭ জন উপভোক্তাকে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ডেকে টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককে নগদ দুই হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ। টাকা হাতে পেয়ে খুশি বাসিন্দারা। প্রধান জানান, এদিন মোট এক লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ছয় মাস পর টাকা হাতে পেয়ে খুশি উপভোক্তারা।

বহুতল নির্মাণে ক্ষোভ দার্জিলিংয়ে

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : বিপদের মুখে দার্জিলিং। শৈলরানি তার শোভা হারাচ্ছে। কোপ পড়ছে ঐতিহ্যে। বহুতলের জন্য ঠিকমতো নজরে আসছে না কাঞ্চনজঙ্ঘা। চৌরাস্তা থেকে ম্যাল রোড যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে নীচের দিকে বৃক্ষচ্ছেদন চলছে। গড়ে উঠছে একাধিক বহুতল। এমনই সব অভিযোগ তুলে এর বিরুদ্ধে সরব হল পিপলস ফোরাম।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন পিপলস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ গুরুং, সহ সভাপতি নর্দেন ওয়াংদি প্রমুখ। তাঁরা জানান, ম্যাল রোড যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে নীচের দিকে বৃক্ষচ্ছেদন এবং অবৈধ নির্মাণ নিয়ে ২০২৪ সাল থেকে কলকাতা হাইকোর্টে চলছে মামলা। মুখ্যমন্ত্রীকেও বিষয়টি চিঠি পাঠিয়ে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনওকিছুতেই নির্মাণ বন্ধ করা যায়নি। তাই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলেই পুলিশ-প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে চৌরাস্তায় ধর্নায় বসবেন বলে জানিয়েছেন ফোরামের সদস্যেরা।

সম্পাদক প্রবীণ বলেন, 'ওই জায়গায় আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ডওয়াইড ফান্ড ফর নেচারের তরফে বহু দামি দামি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল। এখন সেই এলাকার গাছ কেটে ফুটপাথ দখল করে ম্যাল রোড সম্প্রসারণের নামে বহুতল গড়ে তোলা হচ্ছে।'

প্রবীণ আরও জানান, চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আদালতে এই মামলার শুনানি হয়। অবৈধ নির্মাণ সরানোর নির্দেশ দেয় আদালত। তারপরেও সেই নির্দেশ অমান্য করে চলছে বহুতল নির্মাণ। সম্পাদকের সংযোজন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েও কোনও লাভ হয়নি।' তাই এবার আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে সংগঠনটি।

এভাবে বহুতল নির্মাণ হতে থাকলে পাঁচ বছর পর দার্জিলিং থেকে আর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে না। শুধু বহুতল চোখে পড়বে। এমনটাই আশঙ্কা প্রবীণের। এছাড়াও দার্জিলিংয়ে বেশ কয়েকটি জায়গায় অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে বলে অভিযোগ করে ফোরাম।

আন্দোলনের ডাক

শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক পিপলস ফোরামের।

দোলে বন-বন্যপ্রাণ সুরক্ষায় বিশেষ দল

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : শুক্রবার দোলপূর্ণিমা। শনিবার হোলি। তারপর রবিবার ছুটির দিন। রংয়ের উৎসবে ইতিমধ্যেই মেতে উঠেছে আট থেকে আশি। আন্দাজ করাই যায়, আগামী তিনদিন বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস লক্ষ করা যাবে। কিন্তু এর মাঝেও দুশ্চিন্তা রয়ে যায়। দুশ্চিন্তা জনঅরণ্যে নয়। অরণ্যে। বন্যপ্রাণদের নিয়ে। কারণ, এই দিনগুলোয় বনে নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ লক্ষ করা যায়। অতীতে এমন ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সেগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে বনে অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে এবার বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশন বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। গঠন করা হয়েছে স্পেশাল টিম। শুক্র, শনি এবং রবিবার বনে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাবে এই টিম।

এই ডিভিশনের অন্তর্গত তরিবাড়ি, ডাবগ্রাম, শালুগাড়া, সরস্বতীপুর সহ বেশ কয়েকটি রেঞ্জে বিশেষ টিম নজরদারি চালাবে। শালুগাড়ার রেঞ্জ অফিসার স্বপনকুমার রায় বলেন, 'এই উদ্যোগ খুব জরুরি ছিল। রংয়ের উৎসবের দিনগুলোতে অনেকেই বনে ঢুকে অসামাজিক কাজকর্ম করে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমারা ইতিমধ্যেই নজরদারি চালানো শুরু করেছি।'

এর আগে দোল কিংবা হোলির দিন অনেকজনকে বনে ঢুকে নেশার আসর বসাতে দেখা গিয়েছে। মদ্যপানের পাশাপাশি সেখানে চলত মাদক সেবন। এমনকি অনেকে নেশার বশে বনে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। এবছর যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, তার জন্যে ৪০ জনের একটি দল গড়েছে ওই ডিভিশন। এই ৪০ জন আবার বেশ কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে বিভিন্ন রেঞ্জে। নজরদারি চালানো হবে সারাদিন।

এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু। তাঁর কথায়, 'এই ধরনের উদ্যোগ ভীষণ জরুরি। এতে বন এবং বন্যপ্রাণ দুটোই সুরক্ষিত থাকবে।' পূর্বের নানা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগাম ব্যবস্থা নিতে এবছর তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রের খবর। আগামী রবিবার পর্যন্ত স্পেশাল টিম কাজ করবে। বিশেষ টিমের নজরদারিতে বন এবং বন্যপ্রাণ সুরক্ষিত থাকে কিনা, তা বোঝা যাবে কয়েকদিন বাদেই।

দোলে নজরদারি চালাবে বনকর্মীদের বিশেষ দল।

নজরদারি ২৪/৭

- দোলে অনেকে বনে ঢুকে নেশার আসর বসায়
- অনেকে নেশার বশে বনে আগুন লাগিয়ে দেয়
- এবছর এমন ঘটনা এড়াতে ৪০ জনের দল গঠন
- এই ৪০ জন আবার বেশ কয়েকটা দলে ভাগ হবে
- বিভিন্ন রেঞ্জে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হবে

স্বীকার প্রসূনের

ট্যাংরা কাণ্ডে স্ত্রী, মেয়ে ও বৌদিকে তিনি খুন করেছেন। পুলিশের কাছে এই স্বীকারোক্তি দিলেন প্রসূন দে। দাদা প্রণয় দে'র কিশোর পুত্র প্রতীপ দে-কেও তিনি খুনের চেষ্টা করেছিলেন।

প্রায় ৯ কোটি

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬০৭ জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী।

২৯ মার্চ আসছেন শা

২৯ মার্চ রাজ্য সফরে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর কর্মসূচি চূড়ান্ত না হলেও সূত্রের খবর, নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতির 'অভিষেক' অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন শা।

গ্রেপ্তার ছাত্র

যাদবপুর কাণ্ডে সৌম্যদীপ মোহান্ত নামে এক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শিক্ষাবন্ধু সমিতির অফিসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় বুধবার রাতে ডেকে পাঠিয়েছিল যাদবপুর থানা।

হলদিয়া দখলে রাখতে মরিয়া শুভেন্দু

কলকাতা, ১৩ মার্চ : হাতছাড়া হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই খোলনোলচে বদলে হলদিয়া দখলের লড়াই শুরু করে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে সেই হলদিয়াকে ফেরাতে গড়রক্ষায় এদিন হলদিয়ায় কর্মীসভা করলেন শুভেন্দু। আর সেই সভা থেকেই তাপসীর উত্তরসূরি হিসেবে মলয় সিংহের নাম ঘোষণা করে দিলেন। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তমলুক জেলা সভাপতি নামের সিলমোহর এখনও পড়েনি।

একইসঙ্গে জেলার ৫ মণ্ডল সভাপতির মধ্যে হলদিয়া ৪ ও ৫ মণ্ডলের দুই সভাপতিরও পরিবর্তন করা হয়েছে। হলদিয়া ৪ মণ্ডলের সভাপতি ছিলেন দেবাশিস ভুঁইয়া। তাঁর জায়গায় মণ্ডল সভাপতি করা হয়েছে কেশবচন্দ্র দাসকে। আর ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি ছিলেন সূর্যকান্ত ভুঁইয়া। তাঁকে সরিয়ে নতুন সভাপতি করা হল কার্তিক চন্দ্র দাসকে। যিনি সম্প্রতি তাপসীর বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়ে শুভেন্দুর কাছে মণ্ডল সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন।

এদিন হলদিয়ায় দলের বর্ধিত কর্মীসভায় নতুন জেলা সভাপতির নাম জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'মলয় সিংহ দলের বিশ্বস্ত এবং পরীক্ষিত নেতা।' এদিন গোটা রাজ্যেই দলের জেলা সভাপতি মনোনয়নের দিন নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে তমলুক জেলা সভাপতি হিসেবে একটি নামই জমা পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই তাপসীর উত্তরসূরি হিসেবে মলয়ের নাম ঘোষণা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বিজেপি জেলা সভাপতির আচমকা দলবদলে হলদিয়ায় দলের কর্মীদের মধ্যে যে সংশয় তৈরি হয়েছে, মূলত সে ব্যাপারে কর্মীদের আশ্বস্ত করতে এদিন সভা করেন শুভেন্দু।

তাপসী তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় হলদিয়া সহ জেলায় যে কোনও প্রভাব পড়বে না, সেই বার্তা দিতে সভায় শুভেন্দু বলেন, 'কে এল, কে গেল তাতে কিছুই হবে না। লোকসভা ভোট থেকে হলদিয়া দখল করার জন্য পিসি-ভাইপো চেষ্টার কোনও কসুর করেনি। তারপরও তমলুকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও কাঁথিতে সৌমেন্দু অধিকারী জিতেছেন।' লোকসভা ফলের নিরিখে শুভেন্দুর জেলার ১৬টি বিধানসভার মধ্যে ১৫টি-তে এগিয়ে বিজেপি। দলে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ হিসেবে তমলুকের জেলা সভাপতির পদও পেয়েছিলেন তাপসী। তারপরও তাপসীর দলবদলে স্বাভাবিকভাবেই সংশয় তৈরি হয়েছে বিজেপির অন্দরে।

সেই সংশয় দূর করতেই এদিন সভা থেকে আগামী কয়েকদিনের হলদিয়া ও জেলাজুড়ে একগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু।

অন্যরকম। *রং নয়, ফুল দিয়ে একে অপরকে রাঙাল ওরা। কলকাতার একটি দৃষ্টিহীন স্কুলে আয়োজিত বসন্ত উৎসব। বৃহস্পতিবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

ফের শুভেন্দুকে ধর্ম নিয়ে চ্যালেঞ্জ

হুমায়ুনকে শোকজ তৃণমূল নেতৃত্বের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ মার্চ : বেলাগাম মন্তব্যের জন্য তৃণমূলের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে শোকজ করল দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হুমায়ুনকে তাঁর বক্তব্যের লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দিল তৃণমূল।

সম্প্রতি ধর্মীয় ইস্যুতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছিলেন হুমায়ুন। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূলের সংখ্যালঘু বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে ফেলে দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তারই পালটা হিসেবে হুমায়ুন বলেন, গুঁতো দেওয়া ও বিধানসভার বাইরে বুঝে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। বুধবার বিধানসভায় সেই প্রশ্নে বিজেপি সরব হওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিষয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। তারপরও বৃহস্পতিবার ফের বিধানসভার বাইরে শুভেন্দুকে নিশানা করেন হুমায়ুন।

এদিন হুমায়ুন বলেন, '৭২ ঘণ্টার মধ্যে মন্তব্য প্রত্যাহার না করলে বিরোধী দলনেতাকে মুর্শিদাবাদে ঢুকতে দেব না।' পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করে হুমায়ুন বলেন, 'শুভেন্দু এইভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে আক্রমণ

> শুভেন্দু এইভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে আক্রমণ করছেন অথচ পুলিশ কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে? আমার কাছে ধর্ম আগে, তারপর দল।
>
> **হুমায়ুন কবীর**

করছেন অথচ পুলিশ কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে? আমার কাছে ধর্ম আগে, তারপর দল।'

বিধানসভার বাইরে হুমায়ুনের এই মন্তব্যকে লুফে নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপিও। বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতে হুমায়ুনের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'ফিরহাদ হাকিম, হুমায়ুন কবীর, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, হামিদুর রহমানরা হিন্দু বিধায়কদের আক্রমণ করবেন আর মুখ্যমন্ত্রী ঘরে তাঁদের বকবেন এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে এই ঘটনার নিন্দা করতে হবে। ফিরহাদ হাকিম, হুমায়ুন কবীরদের ক্ষমা চাইতে হবে।'

এদিন হুমায়ুন শুভেন্দুকে আক্রমণ করতে গিয়ে সরাসরি পুলিশ প্রশাসনের সমালোচনা করায় সরাসরি তা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই সমালোচনা বলে তোপ দেগেছে বিজেপি। এই ঘটনা অস্বস্তি বাড়ায় তৃণমূল শিবিরে। শেষপর্যন্ত রাশ টানতে তৎপর হল দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় হুমায়ুনকে তাঁর বক্তব্যের জন্য শোকজ করেন। তৃণমূলের শোকজকে কটাক্ষ করে বিজেপির মুখ্য সচেতক বলেন, 'লোকসভা ভোটের সময় উনি যখন ৩০ শতাংশ হিন্দুকে কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তখন হুমায়ুনকে শোকজ করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে শোকজ করতে হল এই কারণেই, এবার তিনি বলেছেন দলের চেয়ে ধর্ম বড়। এতেই টনক নড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। আসলে তৃণমূলের কাছে দেশ নয়, দলই বড়।'

অবশেষে অ্যাডভান্সড লিস্টে ডিএ মামলার শুনানি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ মার্চ : আড়াই বছর ধরে চলা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলা এই প্রথম সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভান্সড লিস্টে এল। সেইদিক থেকে আগামী ২৫ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে। কারণ, ওইদিন ডিএ মামলার শুনানির দিন স্থির হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের অ্যাডভান্সড লিস্টে ডিএ মামলা ৯৫ নম্বরে আছে। স্বভাবতই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মনে নতুন করে আশার আলো দেখা দিয়েছে।

এতদিন সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার নিষ্পত্তি নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা কোনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না। আড়াই বছর অপেক্ষার পর সর্বোচ্চ আদালতের অ্যাডভান্সড লিস্টে ডিএ মামলা আসায় তাঁরা সুরাহার কথা মনে করছেন।

বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রের খবর, আগামী ২৫ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানির দিন চূড়ান্ত হওয়ায় রাজ্য সরকারি মহলে তৎপরতাও শুরু হয়েছে। এই মামলায় রাজ্য সরকারের পক্ষে দিল্লিতে যে ক'জন বিশিষ্ট আইনজীবী রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে নবান্নে প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকরা যোগাযোগ শুরু করেছেন। আইনজ্ঞদের সঙ্গেও রাজ্য সরকারের কথা হচ্ছে। কর্মচারী সংগঠনের পক্ষে মলয় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন পর সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি অ্যাডভান্সড লিস্টে এসেছে। সেদিক থেকে ২৫ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।

ক্ষমা চাইতে অস্বীকার শংকরের

ফের নথি পাবেন বিজেপি বিধায়করা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মার্চ : বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম দিন থেকেই উত্তপ্ত হচ্ছে বিধানসভা। পরপর চার দিন বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেছে বিজেপি। বিধানসভায় কাগজ ছেঁড়ার জন্য বিজেপি বিধায়কদের 'বিজনেস পেপার্স' না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি এই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তবে তাঁর শর্ত, বিজেপি বিধায়করা কাগজ ছিঁড়বেন না, তাঁদের এই ব্যাপারে কথা দিতে হবে। একইসঙ্গে বিধানসভায় 'অভব্য' আচরণের জন্য তাঁদের ক্ষমা চাওয়া উচিত বলেও জানিয়ে দিয়েছেন অধ্যক্ষ। সোমবার থেকে এই শর্তে তাঁদের বিধানসভার কাগজপত্র দেওয়ার জন্য কর্মীদের নির্দেশ দেন বিমান। কিন্তু বিধানসভায় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বা বিজেপি বিধায়করা অভব্য আচরণ করেননি। তাই তাঁরা ক্ষমাও চাইবেন না।

সোমবার বিধানসভায় তুমুল হইহট্টগোল করেন বিজেপি বিধায়করা। মঙ্গলবারও বিধানসভায় একইভাবে কাগজ ছোঁড়ায় বিজেপি বিধায়কদের কাগজ না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন বিমান। কিন্তু বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ চলাকালীন বিজেপি বিধায়করা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া কাগজ ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াকআউট করেন। এই ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ও অধ্যক্ষ। কিন্তু বিধানসভায় সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে বিজেপি বিধায়কদের ফের কাগজ দেওয়ার নির্দেশ দেন বিমান।

বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে বিমান বলেন, 'আপনারা বিধানসভার নিয়ম মানুন। রুলিং মানুন। আপনারা গণতান্ত্রিক নিয়ম মানুন। সোমবার থেকে কাগজ দেওয়া হবে। প্রত্যাশা করব কাগজ ছেঁড়া বন্ধ করবেন ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলবেন।' বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ ফের বিধানসভা ভাঙার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'যাঁরা বিধানসভায় চেয়ার টেবিল ভেঙেছেন, তাঁদের কেন বিধানসভায় বসতে দেওয়া হয়?' পরে শংকর বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন লোকসভায় উপাধ্যক্ষকে লক্ষ্য করে কাগজ ছুঁড়েছিলেন। তাঁরা কী করে কাগজ না ছোঁড়ার উপদেশ দেন? আমরা বিধানসভায় কোনও অসৌজন্যমূলক আচরণ করিনি। তাই ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। আমরা ক্ষমা চাইব না।'

তবে রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পরপর চার দিন যেভাবে বিরোধী দল ওয়াকআউট করে কক্ষ ত্যাগ করল তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।' এদিন বিজেপি বিধায়করা কক্ষত্যাগ করলেও একমাত্র বিরোধী বিধায়ক আইএসএফের নৌশাদ সিদ্দিকী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

হিরণকে দুঃখপ্রকাশের নির্দেশ

কলকাতা, ১৩ মার্চ : টাকার বিনিময়ে রাজ্য সরকার স্কচ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। এই মন্তব্য করার জন্য বিজেপি বিধায়ককে দুঃখপ্রকাশ করার নির্দেশ দিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এর জন্য আগেই হিরণের বিরুদ্ধে বিধানসভায় স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ দিয়েছিল তৃণমূল। সেই মতো বৃহস্পতিবার বিধানসভায় হিরণ তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তখনই অধ্যক্ষ বলেন, 'বিধায়ক এটা প্রথমবার ভুল করেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। তবে এই ধরনের অবাঞ্ছিত মন্তব্য করার জন্য বিধায়কের দুঃখপ্রকাশ করা উচিত।' তবে হিরণ অধ্যক্ষের নির্দেশ মেনে দুঃখপ্রকাশ করবেন কি না, তা এদিন স্পষ্ট করেননি। বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এই নিয়ে আমরা কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। যিনি এই কথা বলেছেন, এব্যাপারে যা বলার তিনিই বলবেন।'

ভারতীয় সেনাবাহিনী
www.joinindianarmy.nic.in
অগ্নিপথ পরিকল্পনার অধীনস্থ সেনাবাহিনীতে অগ্নিবীরদের নিয়োগের হেতু তথ্য প্রদান
(২০২৫-২৬ বছরের নিযুক্তিকরণের জন্য নিবন্ধীকরণের সূত্রপাত ১২ মার্চ থেকে ১০ই এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত

লক্ষণীয় বিষয়বস্তু
(নিম্নে উল্লেখিত তথ্যগুলি শুধুমাত্র সাধারণ সচেতনতা এবং প্রস্তুত গণনাকারীদের জন্য)
(নিয়োগ সংক্রান্ত নোটিফিকেশন প্রকাশিত হবে :- www.joinindianarmy.nic.in-এটি একমাত্র সরকারি বিজ্ঞপ্তির স্থান
অগ্নিবীর নিযুক্তিকরণের জন্য

<table>
<tr><th>শ্রেণিবিভাগ</th><th>বিবরণ</th><th>বিস্তারিত নোটিশের অনুচ্ছেদ নং</th></tr>
<tr><td>নিয়োগের প্রকার</td><td>১. অগ্নিবীর জেনারেল ডিউটি
২. অগ্নিবীর কারিগরি
৩. অগ্নিবীর ক্লার্ক/কারিগরি স্টোররক্ষক
৪. অগ্নিবীর ট্রেডসম্যান (দশম শ্রেণি এবং অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ)
৫. অগ্নিবীর মহিলা সাধারণ দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী সামরিক পুলিশের জন্য
দ্রষ্টব্য :- অগ্নিবীর আবেদনপ্রার্থীরা শুধুমাত্র দুটি শ্রেণিবিভাগের জন্য আবেদন করতে পারবেন (উপরে উল্লেখিত যোগ্যতা অনুসারে)</td><td>প্যারা-১ এবং নোট (এ)</td></tr>
<tr><td>বয়স</td><td>১৭½-২১ বছর (সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ বয়সের মানদণ্ড গণনা করা হবে, ০১ লা অক্টোবর ২০২৫ এর হিসেবে)। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সের মানদণ্ড শিথিলীকরণ করা হবে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত (প্রশিক্ষণে যোগদানের তারিখ অনুসারে) শুধুমাত্র কর্মকালীন সময়ে মৃত প্রতিরক্ষা কর্মীর বিধবা স্ত্রীর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।</td><td rowspan="2">প্যারা-১</td></tr>
<tr><td>শিক্ষাগত যোগ্যতা</td><td>প্রার্থীদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ভারত সরকার অনুমোদিত স্বীকৃত বিদ্যালয় শিক্ষার বোর্ডগুলি সঙ্গে ওয়েবসাইটে উপলব্ধ বোর্ডের তালিকায় থাকা যেকোনো একটি বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে।</td></tr>
<tr><td>দৈহিক পরিমাপগত মানদণ্ড (উচ্চতা, ওজন এবং বুকের সম্প্রসারণ)</td><td>অঞ্চল অনুসারে শিথিলীকরণ</td><td>প্যারা-৩</td></tr>
<tr><td>দৈহিক উপযুক্ততা পরীক্ষণ</td><td>দৈহিক উপযুক্ততা পরীক্ষণে (পিএফটি) যোগ্য হওয়া নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনিবার্য।
পুরুষদের জন্য ঃ ১.৬ কিমি দৌড়, বিম (পুল আপ) এবং ৯ ফিট ডিচ এবং ডিজজ্যাগ ব্যালেন্সে যোগ্য হওয়া অনিবার্য।
মহিলাদের জন্য ঃ ১.৬ কিমি. দৌড় এবং ১০ ফিট লং জাম্প এবং ৩ ফিট হাই জাম্পে যোগ্য হওয়া অনিবার্য।
দ্রষ্টব্য ঃ প্রার্থী যারা অগ্নিবীর প্রযুক্তিগত এবং অগ্নিবীর ক্লার্ক, স্টোররক্ষক প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আবেদন করেছেন তাদের সমস্ত পরীক্ষায় যোগ্য হওয়া অনিবার্য।</td><td>প্যারা-২৩ (এ)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">বৈবাহিক অবস্থা</td><td>পুরুষ ঃ অবিবাহিত শুধুমাত্র</td><td>প্যারা-১৮</td></tr>
<tr><td>মহিলা ঃ অবিবাহিত, বিধবা, আইনগতভাবে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত ডিভোর্সি মহিলা যার কোনো সন্তান নেই তারা এই যোগ্যতা পূরণ করতে যোগ্য বলে নির্বাচিত।</td><td>প্যারা-১৮ এবং প্যারা-১ (বি)</td></tr>
<tr><td>নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া</td><td>অনলাইন রেজিস্ট্রেশন -অনলাইন সিইই -রিক্রুমেন্ট র‍্যালি (পিএফটি এবং পিএমটি) - মেডিকেল - ডকুমেন্টেশন</td><td>প্যারা-১৯</td></tr>
<tr><td>প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ</td><td>আনুমানিক সময়সূচি জুন ২০২৫ এ (মুখ্য তারিখগুলি অবগত করা হবে আলাদাভাবে)</td><td></td></tr>
<tr><td>কমন এন্টান্স এগজাম</td><td>কমন এন্টান্স এগজাম (সিইই) অনুষ্ঠিত হবে ১৩টি ভাষায় (ইংরেজি, হিন্দি, মালয়ালম, কানাড়া, তামিল, তেলুগু, পঞ্জাবি, উড়িয়া, বাংলা, উর্দু, গুজরাটি, মারাঠি এবং অসমিয়া)</td><td>প্যারা ২১ (এফ)</td></tr>
<tr><td>প্রশিক্ষণের সময়কাল</td><td>৩১ সপ্তাহ</td><td></td></tr>
<tr><td>ছুটি</td><td>অগ্নিবীরদের জন্য ৩০ দিনের ছুটি বছরে ধার্য করা হবে। সঙ্গে অসুস্থতা হেতু ছুটির আবেদন করা যাবে উপযুক্ত স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শের উপর নির্ভর করে</td><td>প্যারা-১১</td></tr>
<tr><td>বেতন, বৃত্তি এবং এর সম্বন্ধযুক্ত সুবিধাগুলি</td><td><table>
<tr><th>বছর</th><th>কাস্টমাইজড প্যাকেজ (মাসিক)</th><th>হাতে (৭০%)</th><th>অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে অর্থপ্রদান (৩০%)</th><th>ভারত সরকারের দ্বারা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে অর্থপ্রদান</th></tr>
<tr><td colspan="5">সমস্ত সংখ্যাগুলি টাকা রূপে (মাসিক অবদান) (আনুমানিক)</td></tr>
<tr><td>১ বছর</td><td>৩০,০০০/-</td><td>২১,০০০/-</td><td>৯,০০০/-</td><td>৯,০০০/-</td></tr>
<tr><td>২ বছর</td><td>৩৩,০০০/-</td><td>২৩,১০০/-</td><td>৯,৯০০/-</td><td>৯,৯০০/-</td></tr>
<tr><td>৩ বছর</td><td>৩৬,৫০০/-</td><td>২৫,৫৫০/-</td><td>১০,৯৫০/-</td><td>১০,৯৫০/-</td></tr>
<tr><td>৪ বছর</td><td>৪০,০০০/-</td><td>২৮,০০০/-</td><td>১২,০০০/-</td><td>১২,০০০/-</td></tr>
</table></td><td>প্যারা-১৩ এবং ১৪</td></tr>
<tr><td>সেবানিধি</td><td><table>
<tr><td>মোট অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে চার বছর পর অর্থ প্রদান</td><td>টাঃ ৫.০২ লক্ষ</td><td>টাঃ ৫.০২ লক্ষ</td></tr>
<tr><td>চার বছর পর বেরিয়ে গেলে</td><td colspan="2">সেবানিধি প্যাকেজ অনুসারে আনুমানিক টাঃ ১০.০৪ লক্ষ (সম্পূর্ণ অর্থ সুদবিহীন)</td></tr>
</table></td><td>প্যারা-১৪</td></tr>
<tr><td>জীবনবিমা</td><td>তাদের কর্মের সময়কাল অনুসারে অগ্নিবীরদের অ-প্রদায়ক ৪৮ লক্ষ টাকার জীবনবিমা প্রদান করা হবে।</td><td>প্যারা-১৫</td></tr>
<tr><td>মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ</td><td>৪৮ লক্ষ টাকার জীবনবিমা পূরণের সহিত অনুগ্রহবশত এককালীন সময়ের জন্য ৪৪ লক্ষ টাকা মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হেতু প্রদান করা হবে, নিকট আত্মীয়দের (এনওকে)।</td><td>প্যারা-১৫</td></tr>
<tr><td>স্বাস্থ্য এবং সিএসডি সুবিধা</td><td>ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্মকালীন সময়ে অগ্নিবীরদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যেকোনও রকমের সুবিধা সি.এস.ডি এর বিধান অনুসারে পরিষেবা প্রদানকারী হাসপাতালগুলি থেকে দেওয়া হবে।</td><td>প্যারা-১২</td></tr>
<tr><td>অগ্নিবীরদের কর্ম মেয়াদ</td><td>০৪ বছর, ভারতীয় সেনাবাহিনী ০৪ বছরের কর্ম মেয়াদের অধিক সময়ের বেশি অগ্নিবীরদের কাজ করাতে বাধ্য নয়।</td><td>প্যারা-৮</td></tr>
<tr><td>সৈনিকরূপে নিয়োগ ক্যাডার নিয়মিত</td><td>চার বছরের কর্ম মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর এবং সংস্থার সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয়তা এবং নীতি সম্পূর্ণ হওয়ার পর নির্দিষ্ট ব্যাচ থেকে ২৫% অগ্নিবীর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে একজন নিয়মিত ক্যাডার হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।</td><td>প্যারা-৮</td></tr>
</table>

দাবি

বিজ্ঞপ্তিটির সমস্ত নিয়ম এবং শর্তাবলি এবং আদেশগুলি ভারত সরকারের দ্বারা সময় বিশেষে প্রকাশিত হবে। এটি শুধু যোগ্য প্রার্থীদের জন্য গ্রহণযোগ্য।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার যেকোনও স্তরে কোনও কারণ না জানিয়ে আবেদন খারিজ/সমস্ত নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া সংশোধনের অধিকার রয়েছে।

পরীক্ষার সময়কালে যদি কোনও পরীক্ষার্থীকে কোনওপ্রকার অসৎ আচরণ/অন্যায্য কার্যকলাপ করতে দেখা যায় তবে তাকে সেই মুহূর্তে চিরকালের জন্য পরীক্ষা দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা হবে। নিবন্ধীকরণের সময় আবেদনকারী সেই তথ্যগুলি দেবে সেটি চূড়ান্ত তথ্য হিসেবে গণ্য করা হবে এবং যার পরবর্তীতে কোনও রকম পরিবর্তন করা হবে না, ভুল তথ্য প্রদানের হেতু আবেদনকারীকে বাতিল করা হবে।

CBC 10601/11/0064/2425

হোলির কেনাকাটা। *বৃহস্পতিবার বড়বাজারে রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।*

নারী উন্নয়ন বোর্ডে তাপসী

কলকাতা, ১৩ মার্চ : সোমবারই বিজেপি ছেড়ে ঘাসফুল পতাকা ধরেছেন হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল। তিনদিনের মধ্যেই তাঁকে সরকারি পদ দেওয়া হল। নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনে থাকা নারী উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারপার্সন করা হয়েছে তাঁকে। এই বোর্ডে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও ৬ জন আইএএস এবং ডব্লিউবিসিএস অফিসার। তাপসীর তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ড্যামেজ কন্ট্রোলে বৃহস্পতিবারই হলদিয়ায় সভা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিধানসভায় শুভেন্দুকে নিশানা করে তাপসীর হুঁশিয়ারি, 'শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ছি। মিটিং করছেন করুন, কিন্তু তাঁকে কী করে হারাব তা আমি ঠিক করে রেখেছি।'

১ লক্ষ টাকা পেয়েও নিতে অনীহা

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৩ মার্চ : কাউকে ফোন করতে গেলে রিং ব্যাক টোনের বদলে প্রথমেই ভেসে আসছে সতর্কবার্তা। বড় অঙ্কের পুরস্কার সহ নানা প্রলোভন দেখানো সাইবার জালিয়াতদের খপ্পরে যেন কোনওমতেই মানুষজন না পড়েন, সেইজন্যই এই সতর্কবার্তা।

শুধু ফোন নয়, খবরের কাগজ, টিভি সহ সর্বত্রই সরকারের তরফে এই সতর্কবার্তা প্রচার করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকদিন প্রচার মাধ্যমে বহু সাইবার জালিয়াতির খবর সামনে আসছে। কিন্তু সাইবার জালিয়াতির আতঙ্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে পুরস্কার প্রাপ্তির খবর জেনেও ভয়ে যোগাযোগ করছেন না পুরস্কার প্রাপকদের পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও মনস্তত্ত্ব বিভাগে অনার্সে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথমদের পুরস্কার দেওয়া নিয়ে।

কলকাতার নামকরা ইউরো গাইনিকলজিস্ট মল্লিনাথ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বড় অঙ্কের টাকা দিয়েছেন ইংরেজি ও মনস্তত্ত্ব বিভাগে ছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহ দিতে। সেই টাকায় প্রতি বছর ওই দুই বিষয়ে ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর যিনি পাবেন, তাঁদের এককালীন ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে।

২০২৪ সালে অনার্স পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফোন পেয়েও ছাত্রীদের পরিবারের তরফে খবরটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। তাঁরা বারবার পালটা প্রশ্ন করেছেন, 'কে বলল আমার মেয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে? ছাত্রদের না দিয়ে কেন শুধু ছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে? এভাবে ফোনে বললে আমরা

সাইবার জালিয়াতির আতঙ্ক

বিশ্বাস করতে রাজি নই।' শেষমেশ কেউবা বলেছেন, 'ঠিক আছে পরে যোগাযোগ করব।' কিন্তু এপর্যন্ত কেউই যোগাযোগ করেননি।

ডাক্তার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমি বছর দেড়েক ধরে চেষ্টা করে তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দিতে পেরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দিতে গেলে তার অনেক নিয়মকানুন রয়েছে। সেই নিয়মের গেরো অনেক কষ্টে পার হয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪০ লক্ষ টাকা সম্প্রতি দিতে পেরেছি। ওই টাকা থেকে প্রতি বছর ইংরেজি ও সাইকোলজি অনার্সে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রীদের ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোন পেয়েও কেউ বিশ্বাস করে ওই টাকা নিতে আসছেন না।'

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অনেকেই মনে করছেন, এবিষয়ে উপযুক্ত প্রচার থাকা দরকার। প্রচার না থাকার জন্যই আচমকা এই ধরনের পুরস্কার পাওয়ার খবরে কেউ বিশ্বাস করতে পারছেন না।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৯ ফাল্গুন ১৪৩১

সংঘাতই যেন ভবিতব্য

ন যযৌ ন তস্থৌ! অমিত শা'র কড়া পদক্ষেপেও কাজ হয়নি। বরং বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো হয়ে আছে মণিপুর। সড়ক যোগাযোগ কিংবা জীবনযাত্রায় অচলাবস্থা রয়েই গিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার লক্ষণ নেই। আলোচনার মাধ্যমে জট কাটানোর পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উচ্চপদস্থ কর্তারা কুকি-জো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরপর দু'দিন বৈঠক করে ফেললেন। কিন্তু সমস্যার তিলমাত্র সমাধান হয়নি।

মূল দাবি ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী নয় কুকি-জো নেতৃবৃন্দ। সেই দাবিটি হল, মণিপুরের কুকি অধ্যুষিত অঞ্চলে পৃথক প্রশাসন কায়েম। সেই প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আপত্তি নেই। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনে একেবারেই আস্থা নেই কুকি-জো জনগোষ্ঠীর। যার ফলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ৮ মার্চ থেকে মণিপুরে স্বাভাবিক অবস্থা ফেরানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষত কুকি অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে দেয়নি সেখানকার সাধারণ মানুষই।

কিছু পণ্য পরিবহণ হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু মণিপুরের সাধারণ মানুষের রাজ্যের মধ্যে নির্বিঘ্নে চলাচলের উপায় নেই। সরকারি ফতোয়া চাপিয়ে দিলেই যে জাতিগত বিরোধের মীমাংসা হয় না, মণিপুর তার আরেকটি জ্বলন্ত প্রমাণ। মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর হিংসাত্মক সংঘাত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে অনেকদিন। মণিপুরের প্রশাসন মেইতেইদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ বলে কুকিদের অভিযোগ। ফলে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার মুডেই নেই কুকি-জো জনগোষ্ঠী। বরং সংঘাতের মুড অনেক বেশি স্পষ্ট।

দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করলেও মেইতেই ও কুকিদের বৈরিতা এখন চরমে। আলাদা রাজ্য দাবি না করলেও কুকিরা আর মেইতেইদের সঙ্গে একই প্রশাসনের অধীনে থাকতে নারাজ। এই বৈরিতার পিছনে ধর্মীয় উপাদান আছে বটে। কিন্তু জাতিগত শত্রুতা প্রধান হয়ে উঠেছে। যে কারণে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের ইস্তফা ও রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে এই ভয়ংকর সমস্যার সমাধান করা যায়নি।

ধর্মীয় ও জাতিগত সংঘাত প্রধান হয়ে উঠলে পরিস্থিতি যেমন হয়, মণিপুরে এখন ঠিক তাই চলছে। কোনও অবস্থাতেই সহাবস্থানের মানসিকতা আর নেই। দমনপীড়ন বা বলপ্রয়োগে সেই মানসিকতা বদল অসম্ভব। আলাদা প্রশাসনের দাবি থেকে কুকি-জো সম্প্রদায়কে সরাতে হলে শুধু নিয়মতান্ত্রিক বৈঠক ফলপ্রসূ হবে না। দরকার সহৃদয় আলোচনা। যাতে ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে মণিপুরের সমস্ত গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ জরুরি। এরকম একটি কাজ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে গীধগ্রামে প্রায় ৩০০ বছরের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এলাকার শিব মন্দিরে পুজোর অধিকার চেয়েছিলেন দলিতরা। তাঁরা হিন্দু। কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেদের সেই অধিকার দেওয়ায় ঘোর আপত্তি ছিল। শেষপর্যন্ত সংযতভাবে প্রশাসনের দু'পক্ষের সঙ্গে বারবার আলোচনায় জট কেটেছে। রাজনৈতিক ভূমিকাও ছিল সদর্থক। ফলে ওই মন্দিরে দলিতদের পুজোর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি গ্রামে সীমাবদ্ধ এই ঘটনাটি যে কোনও বৈরিতার সমাধানে মডেল হতে পারে।

অন্যথায় কতটা ভয়ংকর অবস্থা অপেক্ষা করে থাকতে পারে, হাতের কাছে তার বেশ কয়েকটি উদাহরণ মজুত। যেমন জাতিগত সংঘাতে পাকিস্তানে একটি ট্রেনের যাত্রীদের পণবন্দি করেছে বালুচ বিদ্রোহীরা। ওই ঘটনায় শামিল বিদ্রোহী ৩৩ জনকে পাক সেনা মেরে ফেলতে পারলেও সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু ঠেকানো যায়নি। ২১ জন ট্রেনযাত্রী ও কয়েকজন সেনা জওয়ানকে নিকেশ করেছে বালুচ জঙ্গি দল।

হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় বিরোধে আবার বাংলাদেশে খুন, মারামারি, ধর্ষণ, মন্দিরে হামলা ইত্যাদি হল বেশ কয়েকদিন। তীব্রতা কিছুটা কমলেও হিংসার বীজ বাংলাদেশে রয়েই গিয়েছে। বালুচিস্তান কিংবা বাংলাদেশে এই সমস্যায় নতুন করে বিস্ফোরণ অসম্ভব নয়। মণিপুরেও তাই। দোলপূর্ণিমার আগে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মেইতেই জনগোষ্ঠী যেমন প্রয়োজনে সংঘাতে প্রস্তুত, তেমনই যিশুর শান্তির বাণী উপেক্ষা করে ধর্মে খ্রিস্টান কুকিরা হিংসার পথে পা বাড়িয়েই আছে।

অমৃতধারা

এই পৃথিবীর কোনও কিছুই অকারণ নয়। সব কিছুরই কোনও-না-কোনও কারণ রয়েছে। সত্যি কথাটা হ'ল তোমার এই যে মানুষের শরীরে আসা এরও একটা কারণ তথা উদ্দেশ্য আছে। তুমি হয়তো তা না জানতে পার কিন্তু পরমপুরুষ জানেন। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলাই জীবন। যখন জড়বস্তু চেতনা পেল তখন এক স্তরের প্রগতি হল। আরও প্রগতি হ'তে থাকল যখন এককোষী জীব বহুকোষী, অসমজীবী সত্তায় (Metazoic) পরিণত হ'ল। অর্থাৎ জৈব-সংরচনা জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকল। কাঁকড়ার মধ্যে যে অপূর্ণতা তা সাপের মধ্যে নেই। মানুষ সর্বাধিক বিকশিত জীব, তারা পূর্ণাঙ্গ দেহ-সংরচনার অধিকারী। কিন্তু এটা মানব প্রগতির প্রথম ধাপ মাত্র।

-শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

সারা রা-রা থেকে ছন্দে ছন্দে রং বদল

দোল পালটেছে সময়ের সঙ্গে। দোলের খাবার ছিল মালপোয়া ও মাংস। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ হয়ে উঠত দোল।

রামসিংহাসন মাহাতো

আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে, ওগো আমার প্রিয়....। কবিরা বড় ভালোমানুষ। তাই সহজে তাঁরা এসব কথা বলতে পারেন। কিন্তু আমরা যাঁরা ট্রাফিক সিগন্যালের আইকন মার্কা ছাপোষা সাধারণ মানুষ, তাঁদের কবির কথা ধরে চললে হয় না। আমাদের রঙের ব্যাকরণ আমাদের সুবিধামতো। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা পালটে পালটে যায়।

স্কুলবেলায় রায়গঞ্জে দেখেছি দোলের দিন আমাদের বাড়িতে দুপুরে ভাত হত না। হত মালপোয়া আর মাংস। বড় কাঠের বারকোশ আর বড় বড় গামলাগুলোতে থাকত মালপোয়া, আর কড়াইতে ধরবে না বলে ভাতের হাঁড়িতে রান্না হত মাংস। তখন ব্রয়লার মুরগির চল হয়নি। আর কচি পাঁঠা আমাদের বাড়িতে আসত না। হোলির দিন রান্না হত প্রচুর চর্বিওয়ালা বড় বড় পিস করা খাসির মাংস। হাঁড়িতে শিলপাটায় বাটা শুকনো লংকা আর চর্বি মিলেমিশে টগবগ করে ফুটত লাল রং। এই রং আমাদের জীবনে এমন মর্মে মিশেছিল যে বাবা-মা আমি এবং ভাইয়ের জন্য অত মালপোয়া আর মাংস কেন, এই প্রশ্ন কোনওদিনও মাথায় আসেনি। শুধু দেখেছি, বাড়িতে দু'তিনটে যোগীরার দল আসত। তারা গোল হয়ে ঢোলক আর করতাল বাজিয়ে, আবির উড়িয়ে, নাচ-গান জুড়ে দিত। এই দলে জাকিরও থাকত। হিন্দুদের উৎসবে ওকে কখনও কুণ্ঠিতভাবে রং মাখতে বা মাখাতে দেখিনি। আধ ঘণ্টা ধরে চলত ওদের হুল্লোড়।

যোগীরা সারা রারা রারা।

এই গান শুধু বিহারের নয়, গোটা হিন্দি বলয়ের ফাগুয়ার লোকগান। ভোজপুরি, বেনারসি, অওধি, রাজস্থানি সহ এতে প্রায় পঞ্চাশটি আঞ্চলিক ভাষার উপাদান মিশে আছে। আর মালদার গম্ভীরায় যেমন নানা অর্থাৎ শিবকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন সামাজিক অনাচার তুলে ধরা হয়, তেমনি ফাগুয়ার এই গানেও কৌতুক ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সুবিধাবাদী রাজনীতি ও নানা সামাজিক অনাচারের কথা উঠে আসে। বসন্ত পঞ্চমী থেকে প্রতি রাতে খাওয়াদাওয়ার পর মহড়া চলত। উদযাপন হত হোলির দিন। চর্যাপদের বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য কবিরা যেমন হঠযোগ সাধনার জন্য সান্ধ্য ভাষায় পদ রচনা করতেন (কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল...) তেমনি বৈরাগ্যের অবস্থান থেকে এই যোগীরাও হঠযোগ সাধনার জন্যই এই সান্ধ্য পদগুলি রচনা করেন। সান্ধ্য মানে এর প্রকাশ্যে একটা অর্থ রয়েছে আর অন্তর্নিহিত অন্য অর্থ আছে। এই গানের একটি অংশ খুব ভালো লাগত। সেখানে প্রশ্নোত্তর ছিল। যে বৃত্ত ঘিরে গান চলত, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দলের একজন প্রশ্ন করতেন--

কেকরা খাতির পান বনল বা (কার জন্য পান সাজানো হয়েছে),

কেকরা খাতির বাঁশ (কার জন্য রাখা হয়েছে বাঁশ),

কেকরা খাতির পুরি-পুয়া (কার জন্য লুচি মালপোয়ার আয়োজন),

কেকর হোই সত্যানাস (কার সর্বনাশ হবে)? যোগীরা সারা রারা রারা রারা।

প্রশ্নকর্তা মাঝখান থেকে সরে যেতেই আর একজন লাফিয়ে মাঝখানে এসে তার উত্তর দিতেন--

নেতবন খাতির পান বনল বা (নেতাদের জন্য পান সাজানো হয়েছে),

পাবলিক খাতির বাঁশ (জনগণের জন্য বাঁশ),

অফসর খায়ে পুরি-পুয়া (অফিসাররা খাচ্ছেন পুরি ও মালপোয়া),

সিস্টেম ভইল সত্যানাস (আর বিধি ব্যবস্থার সর্বনাশ হচ্ছে)।

ফাগুয়ার গান আর প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে হুল্লোড় করে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ত যোগীরার দল। তাঁদের মালপোয়া আর মাংস দেওয়া হত। তার সঙ্গে থাকত কয়েক লোটা ভর্তি ভাংয়ের শরবত।

আমাদের জীবনে সেই হোলি আর নেই। এখন দোলপূর্ণিমা মানেই নিরামিষ সাত্ত্বিক আহার।

আগে বাড়ির আশপাশে ফাঁকা জায়গা বা খোলা মাঠের অভাব ছিল না। সেখানে দোলের আগের দিন হত বুড়ির ঘর পোড়ানো বা নাড়া পোড়া। কাঠখড় জোগাড় করে ফাঁকা মাঠে দুপুর থেকেই সেই ঘর তৈরির আয়োজন চলত। হিন্দি বলয়ে যেটা হোলিকা দহন নামে পরিচিত, বাংলায় সেটাই চাঁচর উৎসব বা নাড়া পোড়া। হোলি উৎসবের সঙ্গে আগুনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আসলে হোলি হল পৃথিবীর প্রাচীনতম উৎসবগুলির একটি। বেদের আমল থেকে চলে আসছে। আর তখন অগ্নি ছিলেন প্রধান দেবতা। অথর্ব বেদে এর উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধদেবের বাণীর সংকলন 'উদানবর্গ'-এও এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আর এই বর্ণনা দিয়েছেন বুদ্ধদেব নিজে। তার মানে তখন হোলি খেলার ভালোই প্রচলন ছিল। ২৩০০ বছর আগের ছত্তিশগড়ের সীতাবেঙ্গ গুহায় কাটা দেওয়ালের উপরের দিকে ব্রাহ্মী লিপিতে দুই লাইনের একটি শিলালিপি বর্ণনা থেকে বোঝা যায় এটা তখন মূলত মহিলাদের উৎসব ছিল। ২০০০ বছর আগে সাতবাহন রাজা হলের লেখা 'গাথাসপ্তশতী' গ্রন্থে তো একে অপরের দিকে রং এবং জল ছুড়ে হোলি খেলার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেখানেও দেখা যাচ্ছে পিচকারি মারছেন মহিলারা, পুরুষরা নন। মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দমিয়ে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবল হতেই রঙের পিচকারি মহিলাদের হাত থেকে চলে এসেছে পুরুষের হাতে।

ইতিহাস বলে, পশ্চিম ভারতের উৎসব 'হোলি' বঙ্গদেশে এসেছিল সেন রাজাদের আমলে। আদতে পশ্চিমী হোলি ছিল বিষ্ণুকেন্দ্রিক উৎসব। কিন্তু গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের হাত ধরে সেখানে কৃষ্ণের প্রবেশ ঘটে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে হোলি রূপান্তরিত হয়েছে কৃষ্ণের দোলে। পরবর্তীতে চৈতন্যদেব দোলকে নতুনভাবে সাজালেন। নৃত্য, গীত, কীর্তন, পদযাত্রায় উৎসবের ছোঁয়া লাগল। আবির, কুমকুমে দোল হয়ে উঠল রঙের উৎসব।

এই রঙের উৎসবে কতটা ধর্ম থাকবে, আর কতটা ব্যবসা, তা নিয়েই বিভিন্ন সময়ে নানা পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে এতে। হোলিকে কেন্দ্র করেও অন্য উৎসবের মতো বাণিজ্য চলে পুরোদমে। রং, আবির থেকে শুরু করে মিষ্টি বা জামাকাপড়ের বিক্রি তুঙ্গে ওঠে। কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স-এর হিসেব বলছে, হোলি উপলক্ষ্যে এবার দেশে ৬০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হতে পারে। গত বছর এই অঙ্ক ছিল ৫০ হাজার কোটি টাকা। গত বছরের তুলনায় এবার ব্যবসা বাড়বে প্রায় ২০ শতাংশ। এর মধ্যে রাজধানী দিল্লিতেই ব্যবসা হতে পারে ৮ হাজার কোটি টাকার। রাজধানী অনেক দূরের ব্যাপার, আমাদের কোচবিহারের উদাহরণ ধরা যাক। এ শহরের মানুষের জীবনযাত্রার প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তই মদনমোহনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এখানকার মানুষের শয়নে স্বপনে মননে আছেন মদনমোহন। তাঁকে উৎসর্গ না করে এ শহরের মানুষ আবির খেলেন না। সবাই দোলের দিন আবির দিতে যান মদনমোহনকে। আর মদনমোহনবাড়িতে তো শুধু আবির নিয়ে যাওয়া যায় না। দেবতার জন্য দুটো সন্দেশ নিয়ে যেতেই হয়। সব মিলিয়ে দোলে রাসমেলার মতো টন টন সন্দেশ বিক্রি না হলেও, যতটুকু হয় তা উত্তরবঙ্গের আর কোনও শহরে সারা মাসেও বিক্রি হয় না। তার মানে মদনমোহনের প্রতি কোচবিহারের মানুষের ভক্তি বাড়ছে এমনও নয়। হাতের মুঠোয় কথা বলা ও ছবি তোলার যন্ত্র চলে আসায় সোশ্যাল মিডিয়ায় জোয়ার শুরু হয়েছে। তাতে আমাদের উপস্থিতি জাহির না করলে মান থাকে না। সেজন্য সেখানে আগে পৌঁছানোর তাগিদ থাকে। তাই প্রি-হোলি ফেস্ট। এখন কোচবিহার শহরে মদনমোহনকে বাদ দিয়েই আগাম বসন্ত উৎসবে আবির উড়ছে। বদলে যাচ্ছে কোচবিহারের দোলের পরম্পরাও। আর শুধু কোচবিহার কেন, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, মালদা, বালুরঘাট সব শহরেরই দোলচিত্র বদলে গিয়েছে।

প্রথমেই বলেছি, আমাদের রঙের ব্যাকরণ সুবিধেমতো পালটে পালটে যায়। আগে লাল রঙের আবির মেখে আমরা ভাবতাম, সাম্যবাদ চলে এসেছে। আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির কোনও ভেদ নেই। এখন জানি ছন্দে ছন্দে সব রং বদলায়। তাই লাল নয়, গৃহলক্ষ্মীর হাত ধরে হাজার বারোশো যাই হোক, মাল আসুক ঘরে। সাধা লক্ষ্মী ঠেলে ফেলতে নেই।

আজ

১৮৭৯

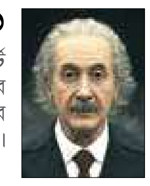

আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৫

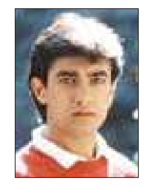

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা আমির খান।

আলোচিত

শেখ হাসিনা গদিচ্যুত হওয়ার পর অনুপ্রবেশের চেষ্টা ৮০ গুণ বেড়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে গত অক্টোবরে। ওই মাসে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় সীমান্তে ধরা পড়েছে ৩৩১ জন বাংলাদেশি। গত অগাস্ট থেকে ২০২৫-এর জানুয়ারি পর্যন্ত ধরা পড়েছে ১৫৮৪ জন।

- নিত্যানন্দ রাই

ভাইরাল/১

চেন স্মোকাররাও তার কাছে হার মানবে। চিনের নানিং চিড়িয়াখানায় গোরিলার ধূমপানের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। এক দর্শনার্থীর ছোড়া সিগারেট কুড়িয়ে চিড়িয়াখানার এক কোণে মনের সুখে সুখটান দিচ্ছে গোরিলা। দেখে নড়েচড়ে বসেছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।

ভাইরাল/২

বছর বারোর স্কুল পড়ুয়ার এসইউভি চালানোর ভিডিও ভাইরাল। থানের ভিড় রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছে স্কুল ইউনিফর্ম পরা ছাত্রটি। গাড়িতে বসে আরও ৫-৬ জন পড়ুয়া। বাচ্চার হাতে গাড়ি দেওয়ায় সমাজমাধ্যমে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জনমন জনমত

সংযোজিত ওয়ার্ডে ভোগান্তি

২৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত রূপায়ণ ভট্টাচার্যের লেখা 'নিস্পৃহতার মুখোশ খোলার দিন এল' শীর্ষক প্রতিবেদন পড়ে মনে হল, সত্যিই আমরা শিলিগুড়িবাসী কত নিস্পৃহ ও উদাসীন। শিলিগুড়িকে আলাদা জেলা করার দাবি কখনও সেভাবে ওঠেনি।

১৯৯৪ সালে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হয় ৪৭টি ওয়ার্ড নিয়ে। এই ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪টি ওয়ার্ড জলপাইগুড়ি জেলায়। এই ১৪টি সংযোজিত ওয়ার্ডের মানুষকে জমিজমা সংক্রান্ত বা অন্য যে কোনও সরকারি কাজে জলপাইগুড়িতে ছুটতে হয়। এই এলাকার এমএলএ এবং এমপি থাকেন জলপাইগুড়িতে। তাঁদের দেখাও মেলে না। রাজ্যের সরকার ও কর্পোরেশনের ক্ষমতাসীন দল বদল হল, মেয়র বদল হল, কিন্তু সংযোজিত এলাকার মানুষ যে অন্ধকারে ছিলেন, সেই অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছেন।

এনজেপি রেলওয়ে স্টেশন, সেবক রোডের অধিকাংশ, শিলিগুড়ি বাইপাস সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু শিলিগুড়িকে আলাদা জেলা করে এই সমস্যার সমাধানের দাবি কেউ তোলেননি। পশ্চিমবাংলায় জেলার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু শিলিগুড়ির নাম তার মধ্যে নেই। আসলে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের বাড়ি শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত ওয়ার্ডে। সেজন্যই কি তাঁদের গরজ কম?

দুর্জনেরা বলেন, উত্তরবাংলার নেতাদের দাবি কলকাতার বড় নেতা বা মন্ত্রীদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায় না। আবার বিধানসভার ভোট আসছে। কিছু নেতার মুখে উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করার দাবি উঠবে রাজনৈতিক স্বার্থে। উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের কথা হবে না। কিন্তু শিলিগুড়িকে আলাদা জেলা করে সংযোজিত এলাকার এত মানুষের সমস্যার সমাধানের কথা কেউ বলবেন না? শিলিগুড়ির সব মানুষ একযোগে এই দাবি না তুললে হবে না। একজন ভুক্তভোগী মানুষ হিসেবে, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সমাধানের আশা করছি।

আশিস রায়চৌধুরী, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

নেতাজিপল্লিতে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা

ইসলামপুর পুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত ১৫ নম্বর ওয়ার্ড শনিমন্দির সংলগ্ন নেতাজিপল্লি। এই পাড়ায় নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল। নর্দমায় আবর্জনা জমে তাতে মশা, মাছি ও নানান পোকামাকড়ের উপদ্রবে স্থানীয় মানুষজনের নাজেহাল অবস্থা। এমনকি নর্দমা থেকে পোকামাকড় ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ছে। ফলে এলাকাটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পরিণত হয়েছে। এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্থানীয় মানুষজনের জীবনধারণ কঠিন হয়ে পড়েছে। সারাবছরই জরাব্যাধি লেগে থাকছে। ঠিক কবে পুরসভার উদ্যোগে নর্দমা পরিষ্কার করা হয়েছে সেই কথা কেউই বলতে পারছেন না। অন্যান্য ওয়ার্ড বা এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলেও এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড উদাসীন।

পম্পা দাস
থানা কলোনি, ইসলামপুর।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ছাত্র নির্বাচন নিয়ে যে প্রশ্ন থেকেই যায়

যাদবপুরে অশান্তিতে ছাত্র নির্বাচন নিয়ে আবার প্রশ্ন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে একদলীয় ব্যবস্থা রাখার চেনা ছক বহু বছরের।

দীপালোক ভট্টাচার্য

সালটা ২০০১। বিধানসভা নির্বাচনে ১৯৬ আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল বামফ্রন্ট। এর বছর দুয়েক পর আমি কলেজে ভর্তি হই। উত্তরবঙ্গের এক জেলা সদরের কলেজ। ২০০৩ থেকে ২০০৬ – এই তিন বছর কলেজে পড়েছি। আমার ওই তিনটে বছর কলেজে পড়াকালীন সময়ে, যদি স্মৃতি আমার সঙ্গে প্রতারণা না করে, মাত্র একটি বছর ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

পেয়েছিলাম মানে, সে বছর অন্য সংগঠনের জনা কয়েক ছাত্র মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পেরেছিল। তবে এতসব কসরত করে লাভ খুব একটা হয়নি। নির্বাচনে গোহারা হেরে যায় তারা। আর মনোনয়নপত্র দাখিল করার 'সাহস' দেখানোর পরিণতি মোটেই ভালো হয়নি, এটুকু মনে আছে। বাকি দু'বছর ইলেকশনের বদলে সিলেকশন। মানে, একটিমাত্র ছাত্র সংগঠনের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কায়েমের সেই চেনা গল্প।

তবে আশ্চর্যজনক বিষয় হল, বামফ্রন্টের সেই প্রবল 'সুসময়'-এর সময়েও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সেরকম কোনও অস্তিত্বই ছিল না আমাদের কলেজে। শুধু আমাদের কলেজ নয়, এখন হয়তো অনেকে বিশ্বাস করবে না, সেসময় বামফ্রন্ট বিধানসভা কিংবা লোকসভা নির্বাচনে এতগুলো আসন পেলেও এসএফআই 'নমিনেশন ফাইল' করতে পারত না অনেক কলেজেই। ছাত্র পরিষদের 'দাপট' ছিল এতটাই। সেসময় বেশ কিছু পুরসভা ছিল বিরোধীদের দখলে। এসএফআই কর্মীরা ছাত্র পরিষদের হাতে মার খেয়েছে, এটা দেখে খুব একটা অবাক হত না কেউই।

২০০৬। বিধানসভা নির্বাচনে এবারেও বামের জয়জয়কার। ২৩৭টি আসন বামফ্রন্টের দখলে। তৃণমূল কংগ্রেস ৩১, কংগ্রেস ২৪। সেই বছরেই আমার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা। ২০০৬ থেকে ২০০৮ – এই দু'বছর কাটিয়েছি সেখানে। এই দু'বছরেও আমাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ হয়নি। এখানেও সেই একই চেনা গল্প। এসএফআই ছাড়া অন্য কোনও ছাত্র সংগঠন ভোটের আগে মননয়নপত্র জমা দিত না। হইহই করে আমরা ছাত্র প্রতিনিধি হয়ে গেলাম। কোনওরকম রাজনৈতিক সংঘর্ষ ছাড়া দিব্যি কাটিয়েছিলাম দুটো বছর।

তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে, আমার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট পাঁচ বছর সময়কালে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছিল একটিবার মাত্র। সে সময় প্রতি বছর নির্বাচন হওয়াটাই ছিল দস্তুর। কিন্তু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে একদলীয় ব্যবস্থা কায়েম রাখার চেনা ছবিটাই ঘুরেফিরে আসছে আমার স্মৃতিতে।

কাট টু বর্তমান সময়। ক'দিন আগে ধুন্ধুমার হল কলকাতায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার নতুন করে দাবি উঠছে, ছাত্র নির্বাচন নিয়ে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবি নিয়ে সরব বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি।

তো, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয়, এই দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে, তাহলেও আমার পুরোনো স্মৃতিগুলো আবার ফিরে আসছে কেন? সত্যিকারের নির্বাচন হবে তো নিয়ম মেনে, যেমনটা হওয়া উচিত?

যে কোনও দল এবং মতের ছাত্র সংগঠন মনোনয়ন দাখিল করতে পারবে তো কোনওরকম বাধা ছাড়া? নাকি মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন 'বহিরাগত অছাত্র'রা দাপিয়ে বেড়াবে ক্যাম্পাস? মার, পালটা মার, আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি, অধ্যক্ষ বা উপাচার্য ঘেরাও, তারপর সন্ধে হলেই ছাত্র সংগঠন কিংবা তাদের মূল দলীয় নেতৃত্বর নিউজ চ্যানেলের টক শো জুড়ে শব্দতাণ্ডব।

পরিত্রাণের কি কোনও উপায় নেই?

(লেখক জলপাইগুড়ির শিক্ষক ও সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৯

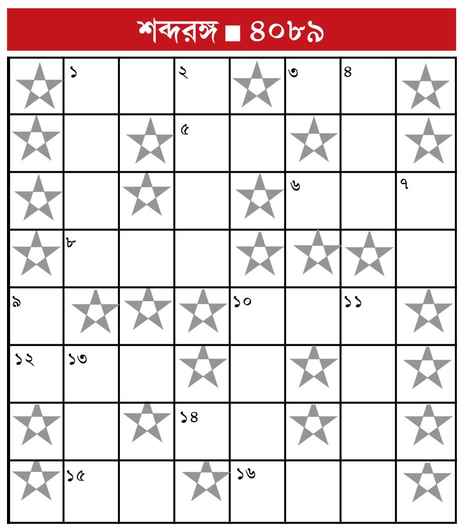

পাশাপাশি : ১। ঈশ্বর, দেবতা, পাচক বামুন, পুরোহিত ৩। ফলবিশেষ, সাধারণ ৫। শাঁখ, শঙ্খ ৬। বাদ্যকর হিন্দুজাতিবিশেষ ৮। কন্যা, অবিবাহিত মেয়ে, দুহিদা, কুমারী ১০। চমক, আড়ম্বর, জেল্লা, চড়াইপাখি ১২। লোপ, ক্ষয়, ধ্বংস, মৃত্যু ১৪। চুল, বৃহস্পতির পুত্র ও শুক্রাচার্যের শিষ্য ১৫। দুর্গার রূপবিশেষ, কোপনস্বভাবা স্ত্রী ১৬। নূপুর, মল, পায়ের অলংকারবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। ননদ ২। বিভিন্ন প্রকার, নানা রকম ৪। শস্য জমা রাখার বড় আধার, গোলা ৭। তিন ফোঁটাযুক্ত, তাস ৯। স্বত্ব, অধিকার ১০। ছানা ও ক্ষীরের তৈরি অল্পরসের মিঠাইবিশেষ ১১। অন্যকথা, কথা বলার ফাঁকে, কথা কাটাকাটি ১৩। বাতিল, রদ।

সমাধান ■ ৪০৮৮

পাশাপাশি : ১। গরদ ৩। বারিধারা ৪। গদর ৫। কোষাগার ৭। মউ ১০। লক ১২। কনকন ১৪। কবুল ১৫। দলাদলি ১৬। হন্দর।

উপর-নীচ : ১। গণ্ডগ্রাম ২। দগড় ৩। বারকোশ ৬। গাড়ল ৮। উদ্যান ৯। মানকলি ১১। কলেবর ১৩। কলহ।

বিন্দুবিসর্গ

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELIVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

এখনও হাওয়ায় শীতের ঘন কাঁপন লেগে আছে। ফাল্গুন পাততাড়ি গোটাবে গোটাবে করছে। তবু বসন্ত ঝেড়ে কাশছে না। তার রাজরূপ নিয়ে হাজির হচ্ছে না। তার সকল দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে ভরিয়ে তুলছে না শিলিগুড়ির দেহমন, লিখেছেন কবি রিমি দে

রং হাসে, বসন্ত আসে না

খোলা জানালা

শহরের বাগানে-টবে বর্ণময় ফুলেল শোভা ছড়ানো থাকলেও মাটিতে পড়ে আছে ভিজে কাতরতা। অন্তরের ও বাইরের রাঙা হাসির রাশি মুখ লুকিয়েছে। হাবেভাবে মলিনতা। সমাজমাধ্যমের স্থানীয় নিউজ চ্যানেল ও কাগজের পাতায় শুধু নেই রাজ্যের কাহিনী। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে পাওয়া পূর্বাভাসে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। শিলিগুড়ির বুকে টুপটাপ বৃষ্টিপড়ার শব্দ। কখনও বা ঝোড়ো গন্ধের হিমেল হাওয়া। অসময়ের বৃষ্টি। অস্থায়ী রোদ। নিশ্চিত স্বাস্থ্যকর নয়। প্রায় ঘরেই অসুখ। শিলিগুড়ির বসন্তের মন ভালো নেই। ওর মেঘকালো বিষণ্ণ মুখমণ্ডলের জন্য দায়ী কে? সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি। নাকি শিলিগুড়ি এগোচ্ছে।

এই শহরের ভূগোল এমনিতেই এক অপরূপের মাঝে আমাদের মিলিয়ে রাখে। মন খারাপ হলেই পাহাড় কিংবা মন ভালো হলেই জঙ্গল। সুকনা নয়তো লাটাগুড়ি। এক-আধ ঘণ্টায় মধুভ্রমণ শেষ হয়ে যায়। করোনার লকডাউনকালে আশপাশের ফাঁকা পাহাড়ে যেতাম বসন্ত দেখতে। ফড়িং আর প্রজাপতির অলৌকিক প্রেমের সঙ্গে বুনো গন্ধের উসকানি মনকে উতলা করেছিল বৈকি! বসন্ত অনুভবের। মন আর প্রকৃতি মিশে থাকে ওর শরীর জুড়ে। কিন্তু এই বছর বসন্তের কি সত্যিই গোসা হয়েছে। সত্যিই কি সে কোথাও বেদনায় মর্মাঘাতে আহত। কেন সে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারছে না।

এখনও শিলিগুড়ি কুহু ডাক শোনেনি। যে চড়ুই, শালিক আগে সামনের বাড়ির পাঁচিলে বসে কিচিরমিচির তুলে একে অপরের সঙ্গে খুনশুটি করত, আর আমি তা ঘরে বসেই উপভোগ করতাম, সে দৃশ্য এবার দুর্লভ হয়েছে। পাশে টাওয়ার বসেছে। তাই বুঝি পাখি আর আসে না। দু'চার বছর আগেও সবুজ রং ছড়ানো থাকত। কতদিন দূর্বাঘাস দেখিনি।

নবগ্রাম বাবুপাড়া লেকটাউন দেশবন্ধুপাড়ায় কোনও ফাঁকা জায়গা নেই। এদিক সেদিকের পতিত জমিতে এখন বহুতল ফ্ল্যাট। পাড়া ও কাছেপিঠে বেপাড়ায় হাঁটতে হাঁটতে দেখছিলাম পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুনভাবে বানানোর জন্য মানুষ বসন্তকেই পছন্দ করছে। ডিভোর্স হয়ে যাওয়া বাড়ির মালিক বৌ চলে যাবার পর মনের মতো করে ঘরবাড়ি সাজানোর জন্য এই বসন্তকে বেছেছে। সে বাছুক অসুবিধে নেই। যে যার মতো করে বসন্তকে ব্যবহার করুক। জীবনে রং রাখুক। মাখুক। কিন্তু পাড়ার রাস্তায় জমে থাকা জল, কাদা, যেখানে-সেখানে আবর্জনা, মূত্রগন্ধ- এ যেন শিলিগুড়ির বসন্ত মেনে নিতে চায় না।

অথচ রং দেখা যায় ফেসবুকের দেওয়ালে। সেখানে শিলিগুড়ি উজ্জ্বল। আশপাশের হোমস্টের মনোহর জমকালো বিজ্ঞাপন। গালে রং ভরা মুখোশের স্পর্শ। লালচে আভার রবীন্দ্র ঘ্রাণ ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। আমিই কেবল খুঁজে পাই না ভরা বসন্ত। এই শহরে সারাবছর উৎসব। ঠিক কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মতো। একটার পর একটা মেলা পালা করে ঘর বাঁধে। আজকের ভাষায় যাকে বলে ইভেন্ট, সেটা চলতেই থাকে। বিয়েও এখন ইভেন্ট। এই বসন্তে শিলিগুড়ির ক্লাবের মাঠগুলোতে বাসন্তিক বিবাহ ইভেন্টের ছড়াছড়ি।

> বসন্ত অনুভবের। মন আর প্রকৃতি মিশে থাকে ওর শরীর জুড়ে। কিন্তু এই বছর বসন্তের কি সত্যিই গোসা হয়েছে। সত্যিই কি সে কোথাও বেদনায় মর্মাঘাতে আহত। কেন সে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারছে না।

বহু ভাষাভাষীর শহর আমাদের শিলিগুড়ি। বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র। কাজেই অনুষ্ঠান চলমান। দোল মরশুম চলছে। গোটা শহরজুড়ে অর্গানিক রঙের বাহার। বিকিকিনি। হোলির ড্রেস কোড সাদা পোশাকে মোড়া থানা মোড়, মহাবীরস্থান, হকার্স কর্নার ও বিধান মার্কেট। এই রঙের দিনে ঘরে ঘরে পরিকল্পনা। হোটেল-রেস্তোরাঁয় বিশেষ খানাপিনার রহস্যময় ডাক। সিট বুকিং। ক্লাবে ক্লাবেও নাচ-গান-রংবাজি। ডিজে। নাকা চেকিং। শিলিগুড়ির হাওয়ায় যেন কড়ি ওড়ে, নেশা ভাসে।

বিষ্ণুর উপাসকেরা চৈতন্যদেবের জন্মদিনে আরাধনায় রত হয়েছেন। তাতে ভক্তরা শামিল এই দোলপূর্ণিমায়। চৈতন্যদেবকে যেহেতু রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমময় রূপের প্রকাশ ধরা হয়, তাই সেই যুগলকেও রং দিয়ে উপাসনা করা হয় এখানকার বৈষ্ণব মঠগুলিতে। কোনও কোনও ঘরে তাকে কেন্দ্র করেও আনন্দ জমায়েত।

আমার তরুণী সহায়িকা উচ্ছল ভঙ্গিমায় দোল ও তার পরের দিন আসবে না বলেছে। দোলের পরের দিন কেন আসবে না জানতে চাইলে দ্বিধাহীনভাবে উত্তর করে সে, 'পার্টি করব, আনন্দ করব কাকিমা, পরের দিন সকালে উঠতে পারব না!' মানে হ্যাংওভারের ছুটি!

আমি ব্যালকনির পাতাবাহারের রঙে হাত রাখি। তবু আমার বসন্ত আসে না। বাসন্তী আসে। সে বহু পুরোনো সহায়িকা। ওর স্বামী মাতাল হয়ে রাতভর চিৎকার করে মারধর করেছে। ভালোবাসা মোড়ে থাকে। তবু হাসিমুখে আঁচলের খুঁট থেকে কাগজে মোড়া আবির বের করে। গোলাপি। আমি ওর থেকে রং নিয়ে ওরই দুই গালে মাখাই। রং মৃদু হাসে, জীবনের দিকে তাকিয়ে! তবুও বসন্ত আসে না। তাকে রাখি সিংহাসনে বুকের ভেতরের ঘরে! গোপনে আপন করে..।

শিক্ষাঙ্গনে বসন্তের দোলা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : রঙের উৎসবের আগের দিনই রঙিন হয়ে উঠল গোটা শহর। চারিদিকে শুধু আবিরের মিষ্টি গন্ধ আর হাসির কলতান। বসন্তের রঙে ভাসল স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা। আবির মেখে নাচে-গানে-কবিতা-আবৃত্তিতে, সেলফি-রিলসে-নানা পোজে ছবি তুলে জমজমাট এক প্রাক বসন্ত উৎসব কাটল যেন শিলিগুড়িতে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলল জমজমাট আড্ডা।

শিলিগুড়ি কলেজ, সূর্য সেন কলেজ, মহিলা কলেজে বসন্ত উৎসব যেন মিলন উৎসবে পরিণত হল। প্রাক্তন-প্রাক্তনী, বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা সকলে একত্রিত হয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। একে অপরকে আবির লাগিয়ে, মিষ্টিমুখ করিয়ে গানের তালে নেচে ওঠে সকলে।

শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে দেখা গেল মোবাইলের ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে এবং হোলি স্পেশাল রিলস বানাতে ব্যস্ত অনেকেই। অনসূয়া দাসের সঙ্গে কথা বলতেই বলল, 'আজ সেজে এসেছি ছবি আর ভিডিও তৈরি করতেই। শুক্রবার তো আর এমন সেজেগুজে বেরোনো যাবে না। এছাড়াও বসন্ত উৎসবের ছবি, ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়তে হবে তো।'

স্কুল- কলেজে

- শিলিগুড়ি কলেজ, সূর্য সেন কলেজ, মহিলা কলেজে বসন্ত উৎসব মিলন উৎসবে পরিণত হয়
- কলেজের মাঠে অনেককে দেখা গেল ছবি তুলতে এবং হোলি স্পেশাল রিলস বানাতে
- মহিলা কলেজে বসন্ত উৎসবে মেয়েরা এসেছিল শাড়ি পরে, খোঁপায় ফুল লাগিয়ে
- প্রাক বসন্ত উৎসব উদযাপনে পিছিয়ে ছিল না শহরের প্রাথমিক স্কুলগুলোও

এবছর মহিলা মহাবিদ্যালয়ে তেমন কোনও বড় আয়োজন নেই। ছোট করেই বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। শাড়ি পরে, খোঁপায় ফুল লাগিয়ে বান্ধবীদের গালে হালকা করে আবির ছুঁইয়ে প্রথম প্রথম শুরু হল প্রাক বসন্ত উৎসব। তারপর যদিও দেদারে চলে আবির মাখানো। খুব বেশিক্ষণ সময়ের জন্য আয়োজন ছিল না। দুপুরের পরপরই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছিল। সূর্য সেন কলেজেও আজ প্রাক বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেও গানে-রঙে-অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে প্রাক্তন-প্রাক্তনীরা। রিলস তৈরি, ছবি তোলার ধুম ছিল সেখানেও। সুমন হালদার বলল,'আমি তো সব বন্ধুবান্ধবদের রিলসের ভিডিও তৈরি করে দিচ্ছি।'

প্রাক বসন্ত উৎসব উদযাপনে পিছিয়ে ছিল না শহরের স্কুলগুলোও। জগদীশ বিদ্যাপীঠ, সাউথ শান্তিনগর হাউজিং কলোনি কমপ্লেক্স প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি বাঘা যতীন পার্কের মাঠে থাকা ডাবগ্রাম ২ নম্বর জিএসএফপি স্কুলের পড়ুয়ারাও আবিরের রঙে মেতে ওঠে।

জগদীশ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা রায় ভৌমিক বলেন, 'বৃহস্পতিবার ভেষজ আবির নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয় পড়ুয়াদের নিয়ে। পথে নেমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আবির খেলায় মেতে ওঠে ওরা। এরপর স্কুলে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এদিন স্কুলের পক্ষ থেকে এলাকার আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মীদেরও স্কুলে ডেকে তাদের সঙ্গে প্রাক বসন্ত উৎসবে মেতে ওঠা হয়।'

স্কুলে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে সাউথ শান্তিনগর হাউজিং কলোনি কমপ্লেক্স প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ডাবগ্রাম ২ নম্বর জিএসএফপি স্কুলের পড়ুয়ারাও।

সূর্য সেন পার্কের বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পীরা। (নীচে) শিলিগুড়ি কলেজে বসন্ত উৎসবে পড়ুয়ারা। ছবি : তপন দাস ও সূত্রধর

৪৪ কোটির জিএসটি ফাঁকি

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : প্রায় ৪৪ কোটি টাকা জিএসটি ফাঁকি দিয়ে পরিবার সহ পলাতক শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ী। তাঁকে ধরতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল সিজিএসটি শিলিগুড়ির কমিশনার জিতেশ নাগোরি। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সির মাধ্যমে জোরকদমে অভিযুক্তের তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ীর নাম ব্রিজেশকুমার চৌরাসিয়া। পানমশলার ব্যবসা তাঁর। ওই ব্যবসায়ী শুধু কাগজে-কলমে তাঁর ব্যবসার সামগ্রী কেনাবেচা দেখাতেন। তবে আসলে কোনও জিনিসই কেনাবেচা করা হত না। কিন্তু সেই ভুয়ো বিল দেখিয়ে ইনপুট রিটার্নের দাবি করা হত। এভাবেই সরকারকে কোটি কোটি টাকার ট্যাক্স ফাঁকি দেন ওই ব্যবসায়ী বলে অভিযোগ। সম্প্রতি ব্রিজেশকুমারের অ্যাকাউন্টে কিছু সন্দেহজনক লেনদেন দেখা যায়। এরপরই তদন্ত করে আসল বিষয়টি সামনে আনা হয়। ঘটনার আভাস পেতেই পরিবার সহ গা-ঢাকা দিয়েছেন ওই ব্যবসায়ী। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্রিজেশ কুমারকে ধরতে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

Recipient of
INDIA'S TOP 100 PRE-SCHOOL
We Teach, We Care
Bright Academy
AN ISO 9001:2008 CERTIFIED SCHOOL
www.worldofbright.com
BRIGHTER ! HIGHER ! STRONGER!
Punjabipara: 9832095334
Khalpara: 9832113888

চর্ম ও শিল্প মেলা কাম ট্রেড ফেয়ার 2025
সগৌরবে চলিতেছে
সময় ঃ বেলা ২.৩০ টা থেকে রাত্রি ৯ টা
স্থান ঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম মেলা ময়দান, শিলিগুড়ি

নালার ওপর নির্মাণ, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

বাগডোগরা, ১৩ মার্চ : তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে নিকাশিনালা দখল করার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রেখা মল্লিক। তিনি জানালেন, সামান্য বৃষ্টি হলে হোটেলের পেছনে জল জমে থাকে। নালা পরিষ্কার না হলে জল জমে ভোগান্তি হবে। এজন্য স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা আমাকে অনেকবার অভিযোগ করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মেডিকেলে ঢোকার পুরোনো গেটের কাছে সূর্য সেন মার্কেটের সামনে রয়েছে রফিকুল ইসলাম নামে ওই তৃণমূল নেতার হোটেল। তার সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে একটি নিকাশিনালা। ওই নেতা নালার ওপর দিয়ে কংক্রিটের ঢালাই দিয়েছে। এতে নালা পরিষ্কার করতে সমস্যা হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যবসায়ীরা জানালেন, নালার দুই দিক পরিষ্কার করা হচ্ছে ঠিকই। অথচ ওই নেতার হোটেলের সামনের অংশ পরিষ্কার করা যাচ্ছে না। শাসকদলের নেতা বলে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ মুখ খোলার সাহস করছেন না। রফিকুল বলেন, 'এক বছর আগে ওই জায়গায় নালার ওপর ঢালাই করা হয়েছে। এতদিন পরে কেন এমন অভিযোগ আসছে।'

স্কুটার সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : দার্জিলিং মোড়ে নাকা চেকিং চলাকালীন স্কুটার সহ এক দুষ্কৃতীকে পুলিশ পাকড়াও করল। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন এক তরুণ একটি স্কুটার নিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চালিয়ে যাচ্ছিল। নম্বর প্লেটে থাকা নম্বর অনলাইন অ্যাপে সার্চ করার সূত্রে ওই স্কুটারের আসল মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। গণেশ ঘোষ কলোনির বাসিন্দা ওই ব্যক্তি পুলিশকে জানান, চার্চ রোডে নিজের স্কুটার দাঁড় করিয়ে তিনি একটি কাজে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন সেটি চুরি গিয়েছে।

ভূতুড়ে ভোটার সমীক্ষা

সরকারি কর্মীদের দুষছেন গৌতম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : নির্বাচনের কাজে যুক্ত সরকারি কর্মচারীদের অনেকেই পক্ষপাতদুষ্ট। যার ফলে ভুয়ো ভোটার থেকে শুরু করে একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের মতো ঘটনাগুলি ঘটছে। বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এই মন্তব্য করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ডে প্রচুর ভুয়ো ভোটার রয়েছে। আগে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁদের কারসাজিতেই এই নামগুলি উঠেছিল বলে আমার ধারণা।' প্রাক্তন মেয়র বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য পালটা বলেছেন, 'ভুয়ো নাম তালিকায় ঢোকালে আমরাই ক্ষমতায় থাকতাম। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা মিলেই ভোটার লিস্টের কাজ করেন। যদি কেউ সুবিধা পেয়ে থাকে তাহলে তৃণমূল এবং বিজেপি পেয়েছে।'

এদিনই সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ শিলিগুড়ির বেশ কিছু ভুয়ো ভোটারের তথ্য পেশ করেছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে গৌতম নিজের পাড়ায় (১৭ নম্বর ওয়ার্ড) কাউন্সিলার মিলি সিনহাকে নিয়ে ভোটার তালিকায় স্ক্রুটিনি করতে বের হয়েছিলেন। কয়েকটি বাড়ি ঘুরে ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগও পান মেয়র। মেয়রের দাবি, শিলিগুড়ি শহরেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রচুর ভুয়ো ভোটার রয়েছে। কিছু পক্ষপাতদুষ্ট বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) সহ নির্বাচনের কাজে যুক্ত আধিকারিককে ব্যবহার করে এর আগে ক্ষমতাসীন দল, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এসব কারসাজি করেছেন।

এদিনই দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া বলেছেন, নির্বাচনের কাজে যুক্ত সরকারি কর্মচারীরা ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। রাম-বাম মনোভাবাপন্ন কর্মচারীরা এখনও সরকারি দপ্তরে বসে এসব করে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেন পাপিয়া। তিনি বলেন, 'জেলাজুড়ে ভুয়ো ভোটার খুঁজে বের করতে আমাদের সমীক্ষা চলছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৯ জন ভুয়ো ভোটার পাওয়া গিয়েছে। ৫৫৯ জন মৃত ভোটারের নাম এখনও তালিকায় রয়েছে। আবার ২৪০ জন প্রকৃত ভোটার বাদ গিয়েছেন। বাদ যাওয়া ভোটারদের মধ্যে তৃণমূল মনোভাবাপন্নই বেশি। এই সমীক্ষার কাজ নিয়মিত চলবে।

পাড়ায় ঘুরে বৈধ ভোটারদের সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন মেয়র। ছবি : তপন দাস

রংদার

রং বেরং
দোল চলে গেলে তার চিহ্ন থেকে যায় সর্বত্র। পথে, ঘাটে, হাটেবাজারে। এই দু'দিন বাদে রং হয়ে ওঠে কোনও রাজনৈতিক পার্টি বা খেলার দলের প্রতীক। সবুজ মানে এক দলের, গেরুয়া মানে এক দলের, লাল মানে অন্য দলের। রংই হয়ে ওঠে বিভাজনের উৎস। প্রচ্ছদে সেই নিয়ে চর্চা।
প্রচ্ছদ কাহিনী : সৈয়দ তানভীর নাসরীন, শ্যামলী সেনগুপ্ত ও সন্দীপন নন্দী
ছোটগল্প : মাধবী দাস
ট্রাভেল ব্লগ : শৌভিক রায়ের কলমে- বারাণসীতে লুকিয়ে কোচবিহারের ইতিহাস
কবিতা : অরণি বসু, অজন্তা রায় আচার্য, সুবীর সরকার, বাপ্পাদিত্য রায় বিশ্বাস, মৌসুমী মজুমদার, আশিস চক্রবর্তী, হৃষীকেশ ঘোষ ও স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

এনগেজমেন্টের আগে উধাও পাত্র

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : দশ বছর ধরে এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক। দুই পরিবারের বড়রাও রাজি হয়ে যাওয়ায় শুরু হয়েছিল এনগেজমেন্টের প্রস্তুতি। যদিও এনগেজমেন্টের আগের দিনই ঘটল বিপত্তি। কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই উধাও হয়ে গেলেন পাত্র অভিষেক দাস। নয়দিন পেরিয়ে গেলেও ওই তরুণের খোঁজ না মেলায় উদ্বেগে পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন সকালে বেরোনোর সময় পেশায় ব্যবসায়ী অভিষেক কিছু জামাকাপড়, মোবাইল চার্জার, আধার কার্ড নিয়ে বেরিয়েছিলেন। পরে তা পরিবারের নজরে আসে। হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন, তা নিয়ে রহস্য ঘনাতে শুরু করেছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, কোনও চাপেই হয়তো এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই তরুণ। ওই তরুণের খোঁজ করছে পুলিশ।

অভিষেকের বাড়ি বাবুপাড়া এলাকায়। তাঁর দাদা অনিকেত দাস বলেন, 'চলতি মাসের ৬ তারিখ এনগেজমেন্ট ছিল ভাইয়ের। তারজন্য আমরা গত কয়েকদিন ধরেই ব্যস্ত ছিলাম। হাসিখুশি ছিল ভাইও। ৫ তারিখ রহস্যজনকভাবে বদলে যায় সবকিছু। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এই এনগেজমেন্টে রাজি কি না। স্বাভাবিকভাবেই ওদের মতেই এনগেজমেন্ট হওয়ায় ভাই খুব খুশিই ছিল।' এদিকে, মোবাইলের চার্জার নিয়ে গেলেও মোবাইল সুইচড অফ থাকায় রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে। তাহলে কি সিম পরিবর্তন করে নিয়েছেন অভিষেক, এমন সন্দেহও রয়েছে পুলিশের। মোবাইল সুইচড অফ হওয়ার পর একবারও ওই সিম অন না হওয়ায় ট্র্যাকিং করতেও যথেষ্ট সমস্যায় পড়ছে পুলিশ।

টেলিস্কোপে চোখ রেখে বিস্ময়

আকাশ ভরা, সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ/ তাহারই মাঝখানে... একটা টেলিস্কোপ। অনেকগুলো খুদে চোখ আর, বিস্ময়!

প্রথমবার টেলিস্কোপে চোখ রেখে গ্রহনক্ষত্র দেখার অনুভূতিটা ঠিক কেমন, তা যারা দেখেছে তারাই জানে। এই যেমন গত মঙ্গলবার। অনু, নন্দিতা, রৌনকরা প্রথমবার টেলিস্কোপে চোখ রাখল। 'ওই তো চাঁদ!' উৎফুল্ল কণ্ঠে এসবই বলতে শোনা গেল খুদেদের। যেন স্বপ্নপূরণের স্বাদ পেয়েছে ওরা। পাবে না-ই বা কেন, বইয়ের পাতায় মহাকাশ পড়া, আর চাক্ষুষ করার মধ্যে পৃথিবী আর ইউরেনাসের ফারাক।

যারা সেদিন চাঁদ দেখল, তারা সকলেই নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। বিজ্ঞানে উৎসাহ দিতে স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ বেঙ্গল (সোয়ান) স্কুলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তার ফল এই কর্মসূচি। 'এত কাছ থেকে চাঁদ দেখব!' বিস্ময়মাখা ছোট ছোট মুখ সন্ধ্যায় হাজির হয় স্কুল প্রাঙ্গণে। শুধু স্কুল নয়, এলাকার কচিকাঁচারাও কোলাহল করে টেলিস্কোপের কাছে। সামনে রাখা ইয়া বড় টেলিস্কোপ। প্রথমবার যন্ত্রটা দেখেই পড়ুয়াদের মধ্যে উত্তেজনা দ্বিগুণ। 'কখন দেখানো হবে?' যেন আর তর সইছে না। এবার এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। একে একে গ্রহ-তারা দেখে ফেরার পর চোখেমুখে যেন যুদ্ধজয়ের আনন্দ। তবে প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া রৌনক পাল টেলিস্কোপ দেখে কিছুটা ভয় পায়। সে বলে, 'পরে দাদা-দিদিদের দেখাদেখি লেন্সে চোখ রাখি। চাঁদকে অনেক কাছে মনে হল।' চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী নন্দিতা দত্ত বইয়ে টেলিস্কোপের ছবি দেখেছিল। এদিন প্রথমবার সামনে থেকে দেখে আনন্দে টইটুম্বুর এই খুদে।

পড়ুয়াদের আনন্দ দিতে পেরে খুশি স্কুলের শিক্ষক হিরণ্ময় হাজরা। বললেন, 'সেদিন শুধুমাত্র চাঁদ দেখানো হল। মহাকাশ সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে।' এরপরে এমন উদ্যোগ আরও নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। বেশিরভাগ পড়ুয়ার আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে উঠে আসা। তারা কোনওদিন উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রেও যায়নি। তাই তাদের কাছে টেলিস্কোপ দেখতে পাওয়া বাড়তি পাওনা। স্কুলের এই উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরা।

(তথ্য : তমালিকা দে)

'কড়া পাহারায়' শিশু সংসদের ভোট

ঘরের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন। দরজায় হাতে 'আগ্নেয়াস্ত্র' নিয়ে দাঁড়িয়ে 'জওয়ান'রা। 'ভোটকেন্দ্র'-র ভেতরে বসে অবজার্ভার এবং রিটার্নিং অফিসাররা। এক এক করে 'ভোটার'রা কেন্দ্রে ঢুকছে, ব্যালট পেপার সংগ্রহ করে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে সেটা বাক্সে ফেলে বেরিয়ে আসছে। কোথাও কোনও অশান্তির আঁচ নেই।

এই ভোট সংসদ, বিধানসভা বা স্থানীয় প্রশাসনের জনপ্রতিনিধি বেছে নেওয়ার নয়, বিদ্যালয়ের শিশু সংসদ গঠনের। ভোটার থেকে প্রার্থী- সকলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক। শিশু। এখানে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সহ অন্য মন্ত্রীরা সুষ্ঠুভাবে স্কুল পরিচালনা করতে শিক্ষকদের সাহায্য করবে।

বুধবার শিশু সংসদের ভোট হয়েছে ইসলামপুর ব্লকের স্টেট ফার্ম কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আসল নির্বাচনের মতো পরিবেশ তৈরি করতে আয়োজনে কোনও ত্রুটি ছিল না।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৫ জন প্রার্থী অর্থাৎ পড়ুয়া নিজেদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়। সেসব যাচাই করে ১০ জনকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এতদিন তারা প্রচার চালিয়েছে নিজেদের মতো করে। পঠনপাঠনের সরঞ্জাম, যেমন- চক, ব্ল্যাকবোর্ড, বই এবং ডাস্টার ইত্যাদি প্রার্থীদের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এদিন নির্বাচনি প্রক্রিয়ার অবজার্ভার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভঙ্কর নন্দী। কেন্দ্রের পাহারায় থাকা পড়ুয়াদের পরনে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর মতো পোশাক আর হাতে খেলনা বন্দুক। পড়ুয়াদের ভোটে বেছে নেওয়া হয়েছে পাঁচজনকে। ঝুমঝুমি দাস ৬৩ ভোট পেয়ে তার নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী দীপ দাসকে ১১ ভোটে পরাজিত করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা, খাদ্য ও পরিবেশ সহ অন্য মন্ত্রক ভাগ করে দেওয়া হবে তাদের মধ্যে।

স্টেট ফার্ম কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকাশ দাস জানালেন, যেভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোট হয়, ঠিক সেই পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের শিশু সংসদের নির্বাচন পরিচালনা করতে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রস্তাব দিয়েছিলেন। খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা তৈরি করা এবং নেতৃত্ব দানে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য ছিল।

(তথ্য : শুভজিৎ চৌধুরী)

উচ্চমাধ্যমিকের পর?

ঠান্ডা মাথায় প্রশ্ন করো মনকে

মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল
শিক্ষক, কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুল

'এটাই তো পড়ার সময়। আর মাত্র কয়েকটি পরীক্ষা, ব্যাস তারপর মুক্তি।'- ছোটবেলায় বাবা-মায়ের কাছ থেকে এমন মিথ্যে আশ্বাস মনে হয় কমবেশি সবাই শুনেছে। সেই ক্লাস ওয়ান, থুড়ি এখন তো এলকেজি থেকে যে লড়াই শুরু হয়, আদতে সেটা থামে না কখনও। জীবনে কি শেখার শেষ আছে! উচ্চমাধ্যমিককে পড়ুয়াদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলা যেতে পারে। এরপর যে পথ তারা বেছে নেবে, সেটাই ঠিক করে দেবে তাদের পেশা তথা ভবিষ্যৎ জীবন। সুতরাং এটাকে টার্নিং পয়েন্ট বলতে পারি আমরা।

এই সময়ে দাঁড়িয়ে বহু ছেলেমেয়ে আর তাদের অভিভাবক বিভ্রান্তির শিকার হন। সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারলে ভবিষ্যতে আফসোস করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কোন পথে গেলে নিশ্চিত গন্তব্যের খোঁজ মিলবে, সেটা ভাবতে ভাবতে ঘুম উড়ে যায় অনেকের। আগে যে নিয়োগের ওপর বাঙালি সবথেকে বেশি ভরসা করত, সেই এসএসসি'র পরীক্ষা বা প্রাথমিকের টেট এখন অনিয়মিত। নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে নানা জটে। এখনও পর্যন্ত 'দাগহীন' নিয়োগ অর্থাৎ ব্যাংক ও বিমাক্ষেত্রে পদসংখ্যা কমছে ক্রমশ। আশার আলো দেখাচ্ছে কম্পিউটার এবং ভোগ্যপণ্য ক্ষেত্র। সেখানে নতুন নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

তবে হতাশ হওয়ার মতো পরিস্থিতি নয় একেবারে। বিজ্ঞান, কলা বা বাণিজ্য- যা নিয়েই তুমি পড়াশোনা করো, অর্থকরী পেশা অর্জনের দিশা মিলবে সবখানে। হয়তো কিছু জীবিকা গতানুগতিক নয়। সেজন্য এগুলো অনেকের কাছে অজানা, অচেনা এবং স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি তো যুগের দাবি। তরুণ প্রজন্মের অধিকাংশ অবশ্য এর জন্য তৈরি। গতে বাঁধা কাজের প্রত্যাশায় সময় ও শ্রম নষ্ট না করে তারা নতুন পথে পা রাখছে সাহস করে। দিন শেষে দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগই সফল।

প্রথমেই যেটা বলার, উচ্চমাধ্যমিকের পর অনার্স বা সাধারণ গ্র্যাজুয়েশন করলে পিএসসি'র ডব্লিউবিসিএস বা ইউপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষায় বসতে পারবে। তাই যারা প্রশাসনিক, পুলিশ বা আয়কর বিভাগের উচ্চপদে চাকরি করতে চাও, তাদের সায়েন্স, আর্টস এবং কমার্সের ভাগ নিয়ে ভাবার দরকার নেই। প্রয়োজন শুধু স্নাতক ডিগ্রি। একই কথা খাটে পিএসসি'র মিসলেনিয়াস পরীক্ষা ও কেন্দ্রীয় সরকারি অধীনস্থ সংস্থার ক্ষেত্রে। এসব পেশায় যারা যেতে চাও, তারা কলেজে পড়ার পাশাপাশি চাকরির পরীক্ষার জন্যও তৈরি হতে শুরু করো।

স্কুলে চাকরির সুযোগ চাহিদার তুলনায় কম। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে আসন সংখ্যা কম হলেও পরীক্ষা ততটা অনিয়মিত নয়। তাই যারা উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে যেতে চাইছ, তারা পছন্দের বিষয়ে অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে যাও। ওই বিষয়ে গভীর জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য রাখতে হবে। কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় সফল হওয়া মোটে সহজ নয়। এছাড়া আইন নিয়ে পড়লে নিয়োগের ভরসায় বসে থাকতে হয় না। দক্ষতা থাকলে চেম্বার খুলে চাকরির থেকে বেশি আয় করা যেতে পারে। সাংবাদিকতা, বিজ্ঞাপন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট আর মনোবিদ্যার মতো ভিন্নধারার বিষয় নিয়ে ডিগ্রি অর্জন করলে নিশ্চিত কাজের সুযোগ রয়েছে পড়ুয়াদের সামনে।

সাধারণ বিষয় নিয়ে এগোতে যারা অনিচ্ছুক এবং সৃজনশীলতায় আগ্রহী, তারা গান, নাচ, আঁকা, ফ্যাশন ডিজাইনিং, অ্যানিমেশন, ফিল্ম মেকিং অ্যান্ড এডিটিং ও কনটেন্ট ক্রিয়েশন নিয়ে ভাবতে পারো। আজকাল অনেকেই নার্সিংকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে সরকারি নিয়োগের ভরসায় থাকতে হয় না। নার্সিংহোম বা ক্লিনিকে চাকরি মিলতে পারে সহজে। অর্থনীতি নিয়ে পড়ার আগ্রহ এখনও খুব বেশি দেখি না। অথচ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছাড়াও কর্পোরেট সেক্টর, ব্যাংক সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বড় পদে চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় বিষয়টির ওপর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে। তাছাড়া আগে থেকে এই সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট থাকলে রাজ্য বা সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় বাড়তি সুবিধা মেলে।

অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে পড়লে আধুনিক জীবনে প্রচুর কাজের সুযোগ রয়েছে। তবে এই বিষয়টির গুরুত্ব খুব কম সংখ্যক পড়ুয়া ও অভিভাবক জানেন। তাই কমার্স নিয়ে পড়তে কিংবা পড়াতে তাদের মধ্যে অনীহা কাজ করে। অথচ জীবিকার সুযোগ আর ব্যাপ্তি জানা থাকলে বা প্রচার হলে ছবিটা অন্যরকম হতে পারত। একজন সিএ বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের আয় শুনলে চোখ কপালে উঠবে। এছাড়া ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট, ট্যাক্স কনসালট্যান্ট, কস্ট অ্যাকাউন্ট, মার্কেট রিসার্চ অ্যানালিস্ট, বিজনেস কনসালট্যান্ট, ডিজিটাল মার্কেটারের মতো একাধিক পেশার বিকল্প রয়েছে। হয়তো নিজের শহর বা গ্রাম ছাড়তে হবে পড়া বা কাজের স্বার্থে। তবে ঝাঁ চকচকে জীবন থাকবে তোমার অপেক্ষায়।

মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সর্বাধিক চর্চিত বিজ্ঞান বিভাগের জন্য। সেটা বাদ দিয়েও বহু নিয়োগে অগ্রাধিকার পাওয়া যায় সাবজেক্ট কম্বিনেশনে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি বা অঙ্ক থাকলে। বরাবরই অধিকাংশ মেধাবী পড়ুয়ার লক্ষ্য থাকে এই বিভাগ। অন্যদিকে, কৃষি নিয়ে পড়লে উঁচু পদে নিয়োগের সুযোগ পাওয়া যায়।

ডিজিটাল যুগে আরেকটি বিষয়ের দাপট ক্রমে বাড়ছে। সাড়া ফেলছে পড়ুয়াদের মধ্যে। কথা হচ্ছে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে। এটা নিয়ে আগ্রহীরা এগোতে পারে। ভবিষ্যতে চাহিদা বাড়বে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সবশেষে ছাত্রছাত্রীদের এটুকুই বলার, মাথা ঠান্ডা রেখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি তোমরা নাও। কোন বিষয়ে আগ্রহ সবচাইতে বেশি বা ভবিষ্যতে কোন পেশায় নিজেকে দেখতে চাও, সেই সিদ্ধান্ত আগে নিতে হবে। অবশ্যই বাবা-মা, শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়লে খরচ কম। তোমার পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতিও দেখা দরকার। উচ্চমাধ্যমিকের পর তুমি যে রাস্তায় পা রাখবে, সেটা ধরেই হয়তো এগোতে হবে গোটা জীবন। তাই ওই পথ যেন আতঙ্কের বা অপছন্দের না হয়।

জীবনযাপন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা

ন্যায়সংগত ব্যবসা এবং টেকসই জীবনধারার গুরুত্ব কতটা? ব্যবসা ন্যায়সংগত আর জীবনধারা টেকসই করতে করণীয় কী? এসব নিয়েই আলোচনা হল বিবেকানন্দ কলেজের উপভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ক সেমিনারে। উপস্থিত ছিলেন কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাকটিসেস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ডঃ পবিত্র বসাক।

তিনি পড়ুয়াদের সামনে ব্যাখ্যা করেন, 'ন্যায়সংগত ব্যবসা মানে নৈতিকভাবে সঠিক উপায়ে বাণিজ্য করা। সেখানে কর্মীদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত থাকে।'

অন্যদিকে তাঁর মতে টেকসই জীবনধারা মানে, এমনভাবে জীবনযাপন করা, যা পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব কমায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে।

বর্তমান প্রজন্মের জন্য ন্যায়সংগত ব্যবসা এবং টেকসই জীবনধারা, দুই-ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁরাই ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। সঠিক নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবসা এবং পরিবেশবান্ধব জীবনধারাকে প্রাধান্য দিলে সামাজিক ভারসাম্য বজায় থাকবে।

পবিত্র জানালেন, তরুণদের উচিত সমাজে সচেতনতা বাড়ানো। প্লাস্টিক ব্যবহারে সংযম রাখা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিস ব্যবহার করা। নীতি মেনে চলা, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয় তাঁদের।

কলেজের সেমিনারে অংশ নেন দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্রী রূপঙ্কিতা রায় ও রিমঝিম সরকার। রূপঙ্কিতা জানালেন, এই সেমিনারে অংশ নিয়ে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য জানতে পেরেছেন। জিএসটি কী, এর কার্যকারিতা, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী কীভাবে অতিরিক্ত জিএসটি ধার্য করে গ্রাহকদের প্রতারণা করছে ইত্যাদি। এধরনের প্রতারণার শিকার হলে ক্রেতাদের অভিযোগ জানানোর অধিকার রয়েছে, সেই কথা পরিবার-পরিজনদের বোঝাবেন রূপঙ্কিতা।

রিমঝিম মনে করেন, এধরনের সচেতনতামূলক সেমিনার ক্রেতাদের নিজস্ব অধিকার রক্ষা এবং ন্যায্য অধিকার আদায় সম্পর্কে অবগত করে। অনলাইনে কেনাকাটা করতে গিয়ে সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারানোর উদাহরণ কম নয়। তাই গ্রাহকদের জাগতে হবে।

(তথ্য : দামিনী সাহা)

পলাশেরও নেশা মাখি চলেছি দুজনে... বালুরঘাট চকভৃগু মধুসূদন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবির খেলায় মেতেছে দুই শিশু। ছবি : মাজিদুর সরদার

রাঙা হাসি রাশি রাশি...

কবিতায় স্বাগত বসন্ত

চারপাশ গাছ দিয়ে ঘেরা, বিদ্যালয়ের বাগানে ফুটে হরেকরকমের ফুল, বইছে হালকা বাতাস- এমন পরিবেশে রং ছড়াচ্ছে কচিকাঁচার দল।

রমণীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত বসন্ত উৎসব খুদেদের কাছে হয়ে উঠল প্রতিভা মেলে ধরার মুক্তমঞ্চ। উদ্বোধনী সংগীতের পর অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল নাচ, আবৃত্তি, বার্ষিক দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ, সমাজসচেতনতামূলক নাটক ও বিদায় সংবর্ধনা। মূল অনুষ্ঠানের শেষে একে অপরকে আবিরে রাঙিয়ে দেয় রাজদীপ, রাশিয়ারা।

প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ভেলাপেটা হাইস্কুলের শিক্ষক জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও শ্যামগঞ্জ হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবাশিস সাহা। তারপর উদ্বোধনী সংগীত 'মঙ্গলদীপ জ্বেলে'তে গলা মেলায় রাজদীপ বর্মন, রাশি চক্রবর্তী, সুজয় শীল, মনোজিৎ বর্মন ও কোয়েল কার্জি।

সেদিনই দেওয়াল পত্রিকা 'ধানসিঁড়ি' প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে খুদেদের লেখা কবিতা, কালার পেপার কেটে বানানো প্রাণীদের মিনিয়েচার। অনামিকা দেবনাথ নামে এক ছাত্রীর 'আমার কবিতা'য় ফুটে উঠেছে মুকুল ভরা আম গাছে বসে কোকিলের প্রাণ জুড়িয়ে যাওয়া গানের কথা। নিজের লেখা 'বসন্ত কাল' কবিতায় শীতের শেষে বসন্তকালের আবির্ভাবের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছে শ্রীজিতা বর্মন। এছাড়া শিক্ষক সৌরভ কুন্ডার 'নীরব' কবিতা, তুফানগঞ্জ ২ নম্বর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রিয়ংবদা মুখোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছাবার্তা রয়েছে পত্রিকায়। দায়িত্বে থাকা শিক্ষক সৌরভ চক্রবর্তী ও প্রণয় বর্মন বললেন, 'খুদেরাই দেওয়াল পত্রিকাটির নকশা করেছে। আমরা কবিতা বাছাই করে দিয়েছি মাত্র।'

এরপর একে একে নৃত্য পরিবেশন করে পড়ুয়ারা। 'বসন্ত বহিল সখী' গানে চতুর্থ শ্রেণির রিয়া মোদক, 'খেলব হোলি রং দেব না'য় দ্বিতীয় শ্রেণির মেঘা বর্মনের নৃত্য প্রশংসিত হয়েছে। 'ওরে গৃহবাসী' গানে নৃত্য পরিবেশন করে পঞ্চমের আরফিনা পারভিন। রাকেশ মোদকের 'সৎপাত্র', জুয়েল দাসের 'সারাদিন' কবিতা পাঠ মন জয় করে নেয় সকলের।

স্কুলের সহ শিক্ষক অভিজিৎ সরকারের রাজবংশী ভাষায় লেখা সমাজসচেতনমূলক নাটক 'বসন্তের ফুল'

ছিল আকর্ষণীয়। নারীশিক্ষা, খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ না করা, মশারি টাঙিয়ে ঘুমোনো, সাপে কামড়ালে ওঝার বদলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া, চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয় নাটকে।

সবশেষে ২০২৪ সালে পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এগারোজন পড়ুয়াকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। তাদের রাখি পরিয়ে ও চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে মানপত্র ও বকুলের চারা দেওয়া হয় উপহার হিসেবে। প্রধান শিক্ষক দ্বিজেন রায় জানালেন, তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯৯৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল এই স্কুল। বর্তমানে প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮১।

(তথ্য : গৌতম দাস)

দুই স্কুলের মিলিত উৎসব

ভাগ করে নিলে বেড়ে যায় আনন্দ, এই প্রবাদ মেনে চলে চ্যাংরাবান্ধা পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুল ও চ্যাংরাবান্ধা পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দুই প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মাঠটাই ভাগ করে নেয়নি, যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠান তারা পালন করে একসঙ্গে। যেমন হল বুধবার। বসন্ত উৎসবে মেতে উঠল দুই স্কুলের পড়ুয়া-শিক্ষকরা। নাটক, নাচে, রঙিন আবিরে বসন্ত বরণে খামতি ছিল না।

সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শাড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পড়ুয়ারা শামিল হয় উৎসবে। পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভূগোল শিক্ষিকা লাবণি পাল অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'কচিকাঁচারাই পৃথিবীর রং। তাদের ছাড়া বসন্ত উৎসব বেমানান। গত এক মাস ধরে দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে ওদের তালিম দিয়েছি অনুষ্ঠানের জন্য।'

সেদিন রবি ঠাকুরের 'ফাল্গুনী' নাটকটি সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করে পড়ুয়ারা। বসন্তকে স্বাগত জানাতে নৃত্য পরিবেশন করেছে একদল খুদে। 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে...' গানে নাচের তালে পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ছাত্রী অনামিকা রায় তার বন্ধু অণিমা রায়ের গাল রাঙিয়ে দেয় আবিরে। অনুষ্ঠান শেষে দুজনে বলছিল, 'বন্ধু, শিক্ষকদের সঙ্গে আবির খেলা এক্কেবারে অন্যরকম অনুভূতি আমাদের কাছে। অনেকদিন ধরে উৎসবের অপেক্ষায় ছিলাম।'

নাটকে অন্ধ বাউলের চরিত্রে অভিনয় করে সকলের প্রশংসা পেয়ে উচ্ছ্বসিত পড়ুয়া ধনেশ্বর রায়। কবিশেখরের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টুম্পা রায়কে। সে জানাল, এটাই প্রথম নাটকে অভিনয় তার।

পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেনের কথায়, 'বসন্তকাল মানেই বদলের দিন। তাই বসন্ত উৎসবে মেনুতে বদল।' ভাত, ডাল, পাঁপড় ভাজা, মুরগির মাংস আর চাটনি দিয়ে জমিয়ে

পেটপুজো সেরেছে খুদেরা। দুই বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন পড়ুয়াও এসেছিল উৎসবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিপ্লব রায় সম্প্রতি অন্য স্কুলে বদলি হয়ে চলে গিয়েছেন, সেদিন বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয় তাঁকে।

(তথ্য : শতাব্দী সাহা)

নাটক, নাচে রঙিন ক্যাম্পাস

বসন্তকালকে স্বাগত জানাতে ডালিমপুর এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছিল প্রাক বসন্ত উৎসবের। পড়ুয়াদের নাচ, গান এবং নাটকে রঙিন রইল স্কুলের পরিবেশ।

মঞ্চস্থ হল 'জুতো আবিষ্কার' নাটক। ছাত্রীদের নৃত্য পরিবেশনায় মুগ্ধ হলেন দর্শক। কলকাকলি, হইহুল্লোড় আর আনন্দ-উদ্দীপনায় মেতে উঠল নিকিতা-মানিকরা। আনন্দে শামিল হলেন তাদের অভিভাবকরাও।

'আজ ফাগুনে আগুন লাগে', 'বসন্ত এসে গেছে'-র মতো গানে নৃত্য পরিবেশন করেছে স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির একদল পড়ুয়া। তাদের তালিম দিয়েছিলেন শিক্ষিকা শিউলি সরকার। তিনি বললেন, 'প্রায় দশদিন ধরে পড়ুয়াদের নাচ শেখানো হয়েছিল। সবাই খুব সুন্দরভাবে মঞ্চে পরিবেশন করল। আমি ওদের জন্য গর্বিত। ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ভীষণ মজা করেছি।'

নৃত্যে অংশগ্রহণ নেয় তৃতীয় শ্রেণির নিকিতা রায়, অঙ্কিতা বর্মন ও অনুষ্কা বর্মনরা। অনুষ্কার কথায়, 'আমাদের স্কুলে প্রথম বসন্ত উৎসব হল। বেশ ভালো লাগছে। স্যর-ম্যাডামদের বলেছি, প্রতিবছর যেন এমন অনুষ্ঠান হয়।'

'জুতো আবিষ্কার' নাটকটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন সহকারী শিক্ষক রাজা গোপ। চতুর্থ শ্রেণির মানিক বর্মন তাতে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেছে। মানিকের অভিজ্ঞতা, 'সবাই খুব প্রশংসা করছে। স্যররা সবটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাই অসুবিধে হয়নি।' সেনাপতির ভূমিকা ছিল তৃতীয় শ্রেণির হিমাদ্রিশেখর রায়। দর্শকদের হাততালি পেয়ে সে যারপরনাই খুশি।

প্রধান শিক্ষক নীহারবিন্দু বর্মন হিমাদ্রির উচ্ছ্বাস দেখে একগাল হেসে বললেন, 'পড়ুয়াদের জন্যই তো এই আয়োজন। পঠনপাঠনের পাশাপাশি ওরা যাতে নিজেদের প্রতিভা চিনতে পারে এবং সেটা সকলের সামনে মেলে ধরার সুযোগ পায়, সেই চেষ্টা সবসময় করা হচ্ছে।'

(তথ্য : শান্ত বর্মন)

মোহালিতে পড়শির ঘুসিতে মৃত্যু বাঙালি বিজ্ঞানীর

চণ্ডীগড়, ১৩ মার্চ : বাড়ির সামনে গাড়ি রাখার জায়গায় বচসায় জড়িয়ে পড়ে শোচনীয় মৃত্যু হল মোহালির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইআইএসইআর)-এর বাঙালি বিজ্ঞানী অভিষেক স্বর্ণকারের (৩৯)। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার রাতে। নিহত অভিষেক বাঙালি হলেও আদতে ছিলেন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। সম্প্রতি কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছিল তাঁর। সঙ্গে চলছিল ডায়ালিসিসও।

মঙ্গলবার মোহালিতে ভাড়াবাড়ির সামনে পার্কিং নিয়ে মন্টি নামে এক পড়শির সঙ্গে অভিষেকের বচসা বাধে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওই পড়শি তরুণ তাঁকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেন এবং মারধর করেন। ঘটনার পর থেকেই অভিষেকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং পরে তিনি মারা যান।

সিসিটিভি ভিডিওতে দেখা যায়, রাস্তার আলো-আঁধারিতে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা একটি মোটরসাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এরপর অভিষেক সেখানে গিয়ে দু'চাকার গাড়িটি সরিয়ে দেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এক পড়শি তরুণের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি শুরু হয়। সেই ব্যক্তি অভিষেককে জোরে ধাক্কা দিলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। ওই অবস্থায় ফেলে মারধর করা হয় অভিষেককে। পরিবারের সদস্যরা তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করলেও বিজ্ঞানী আর উঠে দাঁড়াতে পারেননি এবং সেখানেই লুটিয়ে পড়েন। পরে এসে তাঁকে ঘিরে ধরেন এলাকাবাসীরা।

এই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে। দোষী তরুণের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে অভিষেকের পরিবার ও পড়শিরা। সিনিয়ার পুলিশ আধিকারিক গগনদীপ সিং জানিয়েছেন, অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর ১০৫ নম্বর ধারায় (অনিচ্ছাকৃত খুন) মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত ঘটনার পর থেকে পলাতক এবং তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

পুত্রের সঙ্গে পার্কিং নিয়ে কী ঘটেছিল, সে কথা জানিয়েছেন অভিষেকের মা মালতী দেবী। তাঁর অভিযোগ, বাইক পার্কিং নিয়ে প্রতিদিন অভিষেক এবং তাঁদের নানাভাবে হেনস্তা করতেন মন্টি এবং তাঁর পরিবার। মঙ্গলবার রাতে কর্মস্থল থেকে ফিরে বাড়ির সামনে বাইক রাখেন অভিষেক। একটু পরেই সেখানে মন্টি আসেন। চিৎকার করে অভিষেককে ডাকতে থাকেন। মালতী দেবী বলেন, 'আমার ছেলেকে হুমকি দিয়ে মন্টি বলে, এখনই বাইক সরান এখান থেকে, না হলে আগুন জ্বালিয়ে দেব। এ কথা শুনে আমিও পালটা বলেছিলাম, তোমাদের সামনেই রয়েছে বাইক, দাও জ্বালিয়ে।'

মালতী দেবীর দাবি, মন্টি যখন হুমকি দিচ্ছিলেন, সেটা শুনে অভিষেকের বাবা নীচে নেমে মন্টিদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। অভিষেকও রেগে গিয়ে বাবার পিছনে পিছনে যান। তারপর অভিষেক বাইকটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান এবং মন্টিদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যেখানে বাইকটি পার্ক করতে বলছেন তাঁরা,

নিহত অভিষেক আইআইএসইআর-এর প্রোজেক্ট সায়েন্টিস্ট। ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের বাসিন্দা বাঙালি তরুণ মোহালিতে আসার আগে কর্মরত ছিলেন সুইৎজারল্যান্ডে। বহু আন্তর্জাতিক জার্নালে নিবন্ধ প্রকাশিত হত তাঁর। সম্প্রতি আইআইএসইআর-এ যোগ দিয়েছিলেন অভিষেক।

সেখানে পার্ক করার কত সমস্যা। এরপরই মন্টিকে সতর্ক করে দিয়ে অভিষেক বলেন, এভাবে লাগাতার হয়রানি করা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হবে। এ কথা শুনেই মন্টি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে ওঠেন, 'আমাদের নামে অভিযোগ জানাবি? দেখাচ্ছি, দাঁড়া।' এ কথা বলতে বলতে অভিষেককে ধাক্কা মারতে থাকেন মন্টি। তাঁর কথায়, 'আমার ছেলে রাস্তায় পড়ে যায়। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু ডাক্তাররা বলেন মৃত্যু হয়েছে অভিষেকের।'

তাঁদের হেনস্তা করা হচ্ছে, এই অভিযোগ আগেই কেন পুলিশের কাছে করেননি? মালতী দেবী বলেন, 'আমরা ভাড়াবাড়িতে থাকি। অশান্তি হোক, এটা চাইনি। তাছাড়া যতই রাগারাগি হোক, পড়শির বিরুদ্ধে থানায় যাওয়া যায় না। সেটা কেমন দেখায়। প্রতিদিন বাইক সরাতে বাধ্য করা হত অভিষেককে। যেখানে বাইক রাখত আমার ছেলে, সেটা মন্টিদেরও জায়গা নয়। তারপরেও ওরা আপত্তি জানাত।'

লাগল যে দোল... রাত পোহালেই রং খেলা। তার আগে অকাল হোলিতে পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার সিমলায়।

ইসলামাবাদকে সতর্কবার্তা দোভালের

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বারবার সরব হয়েছে ভারত। ইদানীং সেই পাকিস্তানেই একের পর এক নাশকতার ঘটনা ঘটছে। তালিকায় নবতম সংযোজন বালুচিস্তানে বিদ্রোহীদের ট্রেন ছিনতাই। বৃহস্পতিবার পাকিস্তান সরকারকে সতর্ক করলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। তাঁর হুঁশিয়ারি, পাকিস্তান যদি মুম্বই হামলার মতো ঘটনা ফের ঘটানোর চেষ্টা করে, তাহলে ভারত আক্রমণাত্মক রণকৌশল নেবে। তখন গোটা বালুচিস্তান পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গ বালুচিস্তান

দোভাল বলেন, 'পাকিস্তানের দুর্বলতা ভারতের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। যখন তারা জানতে পারবে যে ভারত রক্ষণাত্মক কৌশল ছেড়ে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণের দিকে ঝুঁকছে, তখন ওদের পক্ষে অবস্থা সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে।' তিনি আরও বলেন, 'আপনারা একটি মুম্বই ঘটনা ঘটাতে পারেন, কিন্তু সেজন্য আপনাদের বালুচিস্তান হারাতে হবে। এর জন্য কোনও পরমাণু যুদ্ধ হবে না। সেনার ব্যবহার হবে না। আপনারা যে কৌশল নেবেন, সেই কৌশল আমাদেরও জানা আছে।'

১৬ সুড়ঙ্গের দখল নিয়ে সফল পাক সেনা

কোয়েটা, ১৩ মার্চ : শেষপর্যন্ত বালুচ বিদ্রোহীদের কাছ থেকে জাফর এক্সপ্রেসের দখল নিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বুধবার সারা রাত ধরে চলা অভিযানে কমপক্ষে ৩০ জন বিদ্রোহীর মৃত্যু হয়েছে বলে সেনার তরফে দাবি করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ৩৪৬ জন পণবন্দিকে। তবে উদ্ধারকাজের 'সাফল্য' নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলি। উদ্ধার হওয়া যাত্রী এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠী বালুচ লিবারেশন আর্মির বয়ানের সঙ্গে পাক সেনার বক্তব্যের ফারাক লক্ষ্যণীয়। বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে সামরিক বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি এবং নিহত ট্রেনযাত্রীদের সংখ্যা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

পাক সেনার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিদ্রোহীদের গুলিতে আধাসামরিক বাহিনীর ৪ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। সেনাবাহিনীর অভিযানে ৩০ জন হামলাকারী প্রাণ হারিয়েছে। ৩৪৬ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও সেনার অন্য একটি সূত্র দাবি করেছে, সেনা ও আধাসেনা মিলে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের অনেকেই জাফর এক্সপ্রেসের যাত্রী ছিলেন। সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে তাদের মেরেছে বিদ্রোহীরা। এছাড়া ট্রেনটির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ৬ সেনাকর্মীকেও বিদ্রোহীরা খুন করেছে। পাক সংবাদমাধ্যমের একাধিক প্রতিবেদনে শতাধিক যাত্রীর প্রাণহানির কথা জানানো হয়েছে।

বুধবার সকালে বালুচ লিবারেশন আর্মি জানিয়েছিল, সেই সময় পর্যন্ত তাদের হাতে ৫০ জন ট্রেনযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ওই বিবৃতির পর ট্রেনকে বিদ্রোহী-মুক্ত করতে আরও প্রায় ২০ ঘণ্টা লেগেছে পাক সেনার। অভিযান যখন চূড়ান্ত পর্বে, তখনও শতাধিক যাত্রী বিদ্রোহীদের আত্মঘাতী বাহিনীর ঘেরাটোপে বন্দি ছিলেন। ওই যাত্রীদের অধিকাংশ নিহত হয়েছেন বলে

বালুচ বিদ্রোহ দমন

আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার বা সেদেশের রেল দপ্তর থেকে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি।

জাফর এক্সপ্রেস ছিনতাইয়ের জন্য লিবারেশন আর্মির ৪টি আলাদা দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ট্রেনের ভিতরে যাত্রীদের পণবন্দি করে রেখেছিল বিদ্রোহীদের আত্মঘাতী বাহিনী মজিদ ব্রিগেড। এছাড়া পাক সেনার সরাসরি হামলা ঠেকাতে ট্রেনের আশপাশের সুড়ঙ্গ ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ের অবস্থানগুলিতে ঘাঁটি গেড়েছিল ফতে স্কোয়াড, জারাব ইউনিট এবং স্পেশাল ট্যাকটিকাল অপারেশনস স্কোয়াড নামে আরও ৩টি দল। বুধবার গভীর রাতে বিদ্রোহীদের এই ৩টি দলকে প্রথমে নিশানা করেছিল পাক সেনা। অ্যাটাক হেলিকপ্টারের সাহায্যে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় তারা। ভোরের দিকে শুরু হয় মূল অভিযান। যে ৮ নম্বর সুড়ঙ্গে জাফর এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে ছিল, সেটি বাদে বাকি ১৬টি সুড়ঙ্গের দখল নেয় সেনার স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ। শেষ ধাপে ট্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়ে কমান্ডোরা। পণবন্দিদের উপস্থিতিতেই আত্মঘাতী বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। ওই সময় বিদ্রোহীদের সঙ্গে বহু পণবন্দি প্রাণ হারিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে যেসব উদ্ধার হওয়া ট্রেনযাত্রীর বয়ান প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের সবাই জানিয়েছেন, হয় তাঁরা বিদ্রোহীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছেন, নয়তো বিদ্রোহীরাই তাঁদের ছেড়ে দিয়েছে। যাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের প্রত্যেকে বালুচ সম্প্রদায়ের। সেনাবাহিনী উদ্ধার করেছে এমন কথা কেউই বলেননি। প্রাণে বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের দাবি, বিদ্রোহীরা বেছে বেছে পাক পঞ্জাবের বাসিন্দাদের পণবন্দি করেছিল। তাঁদের অনেককে গুলি করে মেরে ফেলা হয় বলে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত ৭

ভোপাল, ১৩ মার্চ : গ্যাস ট্যাংকারের সঙ্গে দু'টি চার চাকার ধাক্কায় ৭ জনের মৃত্যু হল। আহত হয়েছেন ৩ জন। বুধবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের বদনাওয়ার-উজ্জয়িনী হাইওয়েতে। ঘটনাস্থলের কাছে বমনসুতা গ্রাম। ধরের পুলিশসুপার মনোজকুমার জানিয়েছেন, গ্যাস ট্যাংকারটি ভুল দিক দিয়ে যাচ্ছিল। সেটি বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়ি ও জিপকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই চারজন মারা যান। হাসপাতালে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে সাহায্য করেছেন। গাড়ির মধ্যে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধারে ক্রেন ব্যবহার করা হয়েছে। মৃতরা মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের বাসিন্দা।

বিদেশিনী গণধর্ষণ, ধৃত ২

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্ব হওয়া এক ভারতীয় ও তাঁর শাগরেদের হাতে ধর্ষিতা হলেন একজন ব্রিটিশ মহিলা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানীর মহিপালপুরের একটি হোটেলে। পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। নয়াদিলির ব্রিটিশ হাইকমিশনে বিষয়টি জানানো হয়েছে। রাজধানীর এক পদস্থ পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, মহিলা লন্ডননিবাসী। বন্ধু থাকেন দিল্লিতে। তিনি বন্ধুর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিল্লিতে এসেছিলেন। কৈলাস মহিলাকে দিল্লিতে আসার আমন্ত্রণ জানান। ঘটনার দিন কৈলাস তাঁর বন্ধু ওয়াসিম প্রচুর মদ্যপান করেছিলেন। তিনজনে নৈশভোজ করেন। ঘটনাটি ঘটে তারপর। অপর একটি ঘটনায় ওই একইদিনে দিল্লির সদরবাজারে আট বছরের কন্যাকে তার বাবা ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ।

আরও দেরি সুনীতাদের

ওয়াশিংটন, ১৩ মার্চ : আশা পূরণ হল না। ফের বাতিল হল দুই নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোরের মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফেরার মিশন। বুধবার নাসার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শেষ মুহূর্তে যান্ত্রিক ত্রুটি হওয়ায় স্পেস এক্স-এর ফ্যালকন-৯ মহাকাশ যানকে মহাকাশে পাঠানোর জন্য উৎক্ষেপণ করা গেল না। ১২ মার্চ সন্ধ্যায় কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে মহাকাশ যানটির ওড়ার কথা ছিল। উৎক্ষেপণের ঠিক চার ঘণ্টা আগে মহাকাশ যানের হাইড্রলিক সিস্টেমে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। ফলে উৎক্ষেপণ বাতিল হয়ে যায়। এই বিষয়ে পরবর্তী কোনও তারিখ নাসার তরফে জানানো হয়নি।

মুদ্রার চিহ্নে হিন্দি মুছে তামিল প্রতীক

চেন্নাই, ১৩ মার্চ : কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রিভাষা নীতির প্রতিবাদে এবার নতুন বিতর্কে জড়ালেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। শুক্রবার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট পেশ করা হবে তামিলনাড়ু বিধানসভায়। তার আগে বৃহস্পতিবার রাজ্য বাজেটের লোগোতে ভারতীয় মুদ্রার 'র' প্রতীক মুছে তাতে তামিল 'রু' প্রতীক লেখা হয়েছে। তামিল ভাষায় রুপিকে 'রুবাই' বলা হয়। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের এহেন সিদ্ধান্ত ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে আন্নামালাই ভারতীয় মুদ্রার প্রতীক বদলের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রীকে মূর্খ বলে আক্রমণ করেছেন।

বেশ কিছুদিন ধরেই জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় ত্রিভাষা ফর্মুলা নিয়ে কেন্দ্র বনাম তামিলনাড়ু বিরোধ চলছে। সম্প্রতি লোকসভায় দাঁড়িয়ে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সাংসদদের অসভ্য এবং অগণতান্ত্রিক বলে আক্রমণ করেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ভাষা বিতর্কে দ্রাবিড় রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপকে আরও চড়িয়ে এদিন স্ট্যালিন এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্য বাজেটের একটি টিজার শেয়ার করেছেন। তাতে তিনি হ্যাশট্যাগ 'দ্রাবিড়িয়ান মডেল' এবং

র বনাম রু

'টিএনবাজেট ২০২৫' লোগোটি প্রকাশ করেন। ওই লোগোতে ভারতীয় মুদ্রার প্রতীকের বদলে তামিল 'রু' প্রতীক ছিল। এর আগে ২০২৪-২৫, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেটের লোগোতেও ভারতীয় মুদ্রার প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এবার উলটো পথে হাঁটার নেপথ্যে যে কেন্দ্রের সঙ্গে ভাষা-বিতর্ক ইন্ধন জুগিয়েছে, তাতে কোনও সংশয় নেই রাজনৈতিক মহলের। ২০১০ সালে ভারতীয় মুদ্রার স্বতন্ত্র প্রতীকটি তৈরি করেছিলেন গুয়াহাটি আইআইটি-র অধ্যাপক উদয় কুমার ধর্মালিঙ্গম। তাঁর বাবা এন ধর্মালিঙ্গম ছিলেন ডিএমকের বিধায়ক। এই প্রথমবার কোনও রাজ্য ভারতীয় মুদ্রার প্রতীককে খারিজ করে নিজেদের পৃথক প্রতীক হাজির করল।

যদিও ডিএমকের মুখপাত্র এ সরাবনান বলেছেন, তাঁরা মোটেও ভারতীয় মুদ্রার সরকারি প্রতীককে খারিজ করেননি। বরং 'রু'-র ব্যবহারের মাধ্যমে তামিল ভাষার প্রসারের চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও ডিএমকের এই সাফাই মানতে পারেনি বিজেপি। রাজ্য বিজেপির সভাপতি আন্নামালাই বলেন, 'ডিএমকে সরকারের ২০২৫-২৬-এর রাজ্য বাজেটে একজন তামিলনাড়ুর ভূমিপুত্রের তৈরি করা ভারতীয় মুদ্রার প্রতীক বদলে দেওয়া হয়েছে।' উদয় কুমারের পিতৃপরিচয় উল্লেখ করে আন্নামালাই লিখেছেন, 'এমকে স্ট্যালিন আপনি এতটা মূর্খ কীভাবে হলেন? উনি তামিলনাড়ুর বাসিন্দাদের গোটা দেশের কাছে হাস্যাস্পদে পরিণত করেছেন।' বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যের খোঁচা, '২০২৫-২৬ তামিলনাড়ু বাজেটের দলিল থেকে মুদ্রার প্রতীক সরিয়ে তামিলদের অপমান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একজন এতটা অদ্ভুত কীভাবে হতে পারেন?' প্রাক্তন রাজ্যপাল তামিলিসাই সৌন্দরাজন বলেন, 'ডিএমকে যা করেছে তা সংবিধানবিরোধী। তারা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে।'

মৃত্যু মাগুরার শিশুর

ঢাকা, ১৩ মার্চ : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা বিফলেই গেল। টানা পাঁচ দিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানির পর বৃহস্পতিবার মৃত্যুর কাছে পরাজিত হল মাগুরার ৮ বছরের নির্যাতিতা শিশু 'আছিয়া'। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া যেমন নেমে এসেছে তেমনই ধর্ষক, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবিতে ফুঁসে উঠেছেন প্রতিবাদীরা। এদিন দুপুরে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) মৃত্যু হয় আছিয়ার। ৫ মার্চ মাগুরায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল আছিয়া। মাগুরা, ফরিদপুর এবং ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে ৮ মার্চ সংকটাপন্ন অবস্থায় সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল তাকে।

নির্যাতিতার মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এই মামলার আসামিদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে। শিশুটির পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও। যে কোনও প্রয়োজনে তাঁদের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছে সেনা। ধর্ষণের অভিযোগে ইতিমধ্যে শিশুটির ভগ্নীপতি, বোনের শ্বশুর,

ইউনূসের শোক

শাশুড়ি এবং ভাসুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাগুরার ঘটনায় দেশজুড়ে নিন্দা এবং প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে। পরে সন্ধ্যায় সেনাবাহিনীর কপ্টারে মাগুরায় নিয়ে যাওয়া হয় আছিয়ার নিথর দেহ। সেখানে ততক্ষণে ভিড় জমিয়েছিল স্থানীয় মানুষজন। আছিয়ার মরদেহের সঙ্গে হেলিকপ্টারে মাগুরায় যান তার মা এবং মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

মসজিদে মাইকে না

লখনউ, ১৩ মার্চ : শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর রাজ্যে মন্দির, মসজিদ চত্বরে স্থায়ীভাবে শব্দদূষণ প্রতিরোধে লাউডস্পিকারের ব্যবহার বন্ধ করতে উদ্যোগী হলেন।

বুধবার লখনউয়ের সার্কিট হাউসে রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্প ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কাজকর্ম পর্যালোচনা করেছেন তিনি। সেই সময়ই ধর্মীয় স্থানগুলিতে লাউডস্পিকারের ব্যবহার ও তা নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ ওঠে। আগামীকালের হোলি উৎসবেও উচ্চস্বরে ডিজে বাজানো চলবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বিষয়টির মোকাবিলা কড়া হাতে করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালে বলেছিল, ধর্মীয় কাজে লাউডস্পিকারের ব্যবহার অপরিহার্য নয়। শব্দদূষণের কারণে উপাসনালয়গুলিও শাস্তি এড়াতে পারবে না। এবার বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

এদিকে, রমজান মাসের জুম্মাবারে পড়েছে হোলি উৎসব। হিন্দুদের উৎসব হোলির দিনেই জুম্মার নমাজ পড়বেন মুসলিমরা।

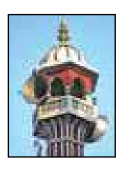

বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের সমস্ত মসজিদ প্লাস্টিকের চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সম্ভালের ঐতিহাসিক জামা মসজিদেও পড়েছে চাদরের আচ্ছাদন। শুধু জামা মসজিদই নয়, সম্ভালের আরও ৯টি মসজিদকেও টারপোলিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। জামা মসজিদের সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে গত নভেম্বরে হিংসায় সম্ভালে পাঁচজন মারা গিয়েছিলেন। আহত হন ২০জন পুলিশকর্মী।

ইসরোর সাফল্য

বেঙ্গালুরু, ১৩ মার্চ : স্পেডেক্স মিশনের অন্তর্গত 'আনডকিং' পরীক্ষাতেও সফলভাবে উতরে গেল ইসরো। বৃহস্পতিবার ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, স্পেডেক্সের 'ডকিং' অর্থাৎ দুটি মহাকাশযানের সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় সাফল্যের পর এবার 'আনডকিং' অর্থাৎ দুটি মহাকাশযানের বিচ্ছিন্নকরণের প্রক্রিয়াটিও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।

ইসরো জানিয়েছে, স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্ট (স্পেডেক্স) মিশনের অংশ হিসেবে দুটি উপগ্রহ, এসডিএক্স-০১ ও এসডিএক্স-০২-কে সফলভাবে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এটি ভারতের মহাকাশ গবেষণায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, স্পেডেক্সের প্রযুক্তিগত পরীক্ষার এহেন সাফল্য আগামীদিনে চন্দ্রযান-৪ মিশনের পথ আরও প্রশস্ত করে দিল বলেও জানিয়েছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। এছাড়া চাঁদে ও মহাকাশে মানুষ পাঠানো, নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তৈরির মতো যে-সব স্বপ্ন রয়েছে ইসরোর, তা পূরণের ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগোল ভারত। কীভাবে দুই মহাকাশযানের 'আনডকিং' প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, তার একটি ভিডিও এদিন ইসরো প্রকাশ করেছে।

ইসরোর সফল আনডকিংয়ের কৃতিত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে

স্পেডেক্স আনডকিং

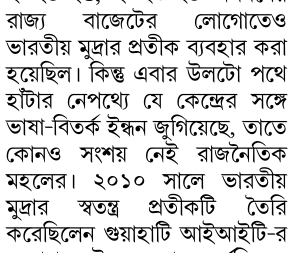

বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি বলেন, 'অভিনন্দন টিম ইসরো। প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক খবর। আগামীদিনে ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন, চন্দ্রযান-৪, গগনযান সহ সমস্ত মিশনের সাফল্যের অপেক্ষায় থাকব।'

লীলাবতীতে তছরুপে ব্ল্যাক ম্যাজিকের জল্পনা

মুম্বই, ১৩ মার্চ : মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে বিপুল আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনায় নতুন মোড়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, শুধু অর্থ তছরুপই নয়, প্রতিষ্ঠানের অন্দরে 'কালা জাদু' চর্চারও প্রমাণ মিলেছে।

প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা অর্থ আত্মসাতের পাশাপাশি ব্ল্যাক ম্যাজিক চর্চার অভিযোগ তুলেছেন হাসপাতালের ট্রাস্টি বোর্ডের (পরিচালন সমিতি) বর্তমান সদস্যরা। পরিচালন সমিতির পুরোনো সদস্যরাই ১২০০ থেকে ১৫০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার সঙ্গে জড়িত বলে তাঁদের অভিযোগ। তাঁদের অভিযোগের আঙুল মূলত হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা কিশোর মেহতার ভাই বিজয় মেহতা এবং তাঁর আত্মীয়দের দিকে।

মঙ্গলবার রাতেই তহবিল তছরুপ এবং কালা জাদুর চর্চা সংক্রান্ত জোড়া অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। পরিচালন সমিতির বর্তমান সদস্যদের দাবি, হাসপাতালে পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সদস্যদের দপ্তরের নীচে চিতাভস্ম রাখার আটটি পাত্র পাওয়া গিয়েছে। সেগুলিতে হাড় এবং মানুষের চুল মিলেছে। যা কালা জাদু চর্চার ইঙ্গিত দেয়।

বর্তমান ট্রাস্টিরা আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে পুলিশের কাছে একাধিক অভিযোগ দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে তিনটি এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে এবং চতুর্থ মামলাটি বিচারাধীন। ট্রাস্টের স্থায়ী ট্রাস্টি প্রশান্ত মেহতা জানান, 'আমরা লীলাবতী ট্রাস্টের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। হাসপাতালের রোগীদের কল্যাণে বরাদ্দ অর্থ যাঁরা আত্মসাৎ করেছেন, তাঁরা কেবল আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করেননি, একইসঙ্গে ধ্বংস করতে চেয়েছেন হাসপাতালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেও।'

একটি ফরেন্সিক অডিট তদন্তে ১,৫০০ কোটিরও বেশি টাকার

দুর্নীতি ধরা পড়েছে বলে অভিযোগ করেন মেহতা। তাঁর কথায়, 'অবৈধভাবে নিযুক্ত এই প্রাক্তন ট্রাস্টিরা বিদেশে, বিশেষ করে দুবাই ও বেলজিয়ামে বসবাস করেন। তাঁরা হাসপাতালের কেনাবেচা সংক্রান্ত চুক্তিতে দুর্নীতি করেছেন এবং ট্রাস্টের অর্থ ব্যক্তিগত কাজে উড়িয়েছেন।'

লীলাবতী হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ও মুম্বই পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার পরমবীর সিং বলেন, বর্তমান ট্রাস্টিরা যখন হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন কিছু কর্মচারী জানান, তাঁদের অফিসের মেঝের নীচে কিছু কালা জাদুর সামগ্রী রাখা হয়েছে। পরে প্রত্যক্ষদর্শীদের উপস্থিতিতে এবং ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে মেঝে খোঁড়া হলে মানবদেহের হাড়, চুল, চাল সহ কালা জাদুর নানাবিধ উপকরণ পাওয়া যায়।

কালা জাদুর অভিযোগ নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হলেও প্রথমে পুলিশ সেটি নিতে অস্বীকার করেছিল। পরে আদালতে মামলা হলে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সম্প্রতি লীলাবতী হাসপাতালের আর্থিক নথিপত্রের অডিট করা হয়। সেইসময়ই হাসপাতালের তহবিলে নয়ছয়ের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। এই ঘটনায় হাসপাতালের প্রশাসনিক কাঠামো ও আর্থিক পরিচালনা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, তহবিল তছরুপ এবং ব্ল্যাক ম্যাজিকের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং শাস্তি পাবেন দোষীরা।

পথ আটকে গজরাজ।। চিলাপাতার রাস্তায় বৃহস্পতিবার।

দেড় শতাব্দীতে সর্বনিম্ন উৎপাদন

দার্জিলিংয়ে বন্ধ ১২টি বাগান, জলবায়ুর পরিবর্তনে সমস্যা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ: 'উই ওয়ান্ট গোর্খাল্যান্ড' আওয়াজ এখন আর ধাক্কা খায় না পাহাড়ের গায়ে। বনধ ভুলেছে শৈলরানি। কিন্তু দার্জিলিংয়ের 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশে' এখন ঘনঘটা। দিনকয়েকের বৃষ্টিতে ফার্স্ট ফ্লাশ নিয়ে যখন আশার আলো ডুয়ার্সে, তখনই চরম ধাক্কা লাগল পাহাড়ি চায়ে। টি বোর্ডের তথ্যে স্পষ্ট, বনধের ২০১৭-কে বাইরে রাখলে গত বছরই ১৬৯ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে কম উৎপাদন হয়েছে দার্জিলিং চায়ের। এমন হতাশাজনক পরিস্থিতির জন্য কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অনিচ্ছা, উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া, একের পর এক বাগান নতুন গোষ্ঠীর হাতে চলে যাওয়া, ১২টি চা বাগান বন্ধকে বড় করে দেখানো হলেও মূল কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে আগামীর সঙ্গে যুঝবে দার্জিলিং চা?

দার্জিলিংয়ে উৎপাদিত 'সিলভার নিডেল হোয়াইট টি' কিছুদিন আগে এক কেজি পাঁচ হাজার মার্কিন ডলারে বিক্রি হওয়ায় কম হইচই হয়নি। বিশ্বের বিরলতম এমন চা উৎপাদনে চীনের ফুজিয়ানকে টেক্কা দিয়েছে ভারতের শৈলরানি, সে সময় বক্তব্য ছিল অনেকের। কিন্তু বাস্তব ছবিটা যে ভিন্ন, স্পষ্ট হয়ে গেল টি বোর্ডের প্রকাশিত তথ্যে।

ওই তথ্য অনুসারে, '২৪-এ দার্জিলিংয়ে চা উৎপাদিত হয়েছে ৫.৬ মিলিয়ন কেজি। যা '২৩-এ ছিল ৬ মিলিয়ন কেজির কিছুটা বেশি। '১৭ সালকে বাইরে রাখলে এত কম উৎপাদন সর্বকালীন রেকর্ড। রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিমল গুরুংদের বিবাদে '১৭-তে পাহাড় সাক্ষী থেকেছে নজিরবিহীন টানা ১০৪ দিন বনধের। ফলে ওই বছর দার্জিলিংয়ে চা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.২১ মিলিয়ন কেজি। যা পাহাড়ের চা বাগানে অশনিসংকেত ডেকে এনেছিল।

গত শতাব্দীর সাতের দশকেও দার্জিলিংয়ে চা উৎপাদন হত ১০ মিলিয়ন কেজির বেশি। অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ দশকে প্রায় ৫০ শতাংশ উৎপাদন কমেছে।

এখন পাহাড়ের শাসকদলের সঙ্গে রাজ্য সরকারের মধুর সম্পর্ক। নেই পৃথক রাজ্যের দাবিতে কোনও আন্দোলন বা টানা বনধ। তাহলে কেন উৎপাদনে মার খাচ্ছে দার্জিলিং? চা শিল্পপতিদের একাংশের বক্তব্য, আন্দোলন না থাকলেও শ্রমিকদের মানসিকতায় পরিবর্তন এসেছে। এখন বাগানের কাজে অনিচ্ছুক শ্রমিকরা। ইচ্ছে হলে তাঁরা বাগানে আসেন, অন্যথায় ঘরে বসে থাকেন। এ কারণে আগে যেখানে বছরে ২৫-৩০ বার চা পাতা তোলা হত, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৬-১৮'তে। এছাড়াও রয়েছে পরিচর্যার খরচ বৃদ্ধি। এক সময় পুরোনো চা গাছ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি খরচ হত ৫ লাখ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১০ লাখ টাকা। এমন সমস্যার সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তন বিপদ ডেকে এনেছে বলে মনে করছেন চা শিল্পপতিদের বড় অংশ। সিসিপিএ'র সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলছেন, 'অন্য সমস্যা রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন। যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।' তবে এমন পরিস্থিতির জন্য শ্রমিকদের একাংশ মনে করছেন, মোট উৎপাদনে ঘাটতির মূলে রয়েছে বন্ধ ১২টি চা বাগানও। তাঁদের একাধিক চা বাগান এখন পরিচালিত হচ্ছে নতুন মালিকের হাতে। ফলে পরিচর্যার দিকে তাঁরা সেভাবে নজর দিচ্ছেন না। তবে আবহাওয়ার পরিবর্তন যে পরিস্থিতির বদল ঘটিয়েছে, তা অস্বীকার করছেন না তাঁরা।

অন্য সমস্যা রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন। যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।
অরিজিৎ রাহা, সেক্রেটারি জেনারেল, সিসিপিএ

তুষারে বন্ধ ছাঙ্গুর রাস্তা

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ: আবহাওয়ার পট পরিবর্তন ঘটেছে দার্জিলিংয়ে। বৃষ্টির সৌজন্যে স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে পারদ পতন। কিন্তু দিনের পর দিন প্রতীক্ষাই সার, ঘটছে না তুষারপাত। উলটো দিকে দফাওয়ারি তুষারপাত হয়ে চলেছে পাশের সিকিম পাহাড়ে। বুধবার রাত থেকে এতটাই ভারী তুষারপাত হয়েছে পূর্ব সিকিমে যে, বন্ধ হয়ে গিয়েছে ছাঙ্গুর মতো পর্যটনকেন্দ্রের রাস্তা। যথারীতি গাড়ির চাকা গড়াচ্ছে না নাথু লা এবং সিল্ক রুটে। এমন পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাঙ্গুর পারমিট দেওয়া বন্ধ রেখেছে সিকিম প্রশাসন। হোলির ছুটিতে অনেকেই এখন সিকিমে বেড়াতে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একটা অংশ বেছে নিয়েছিল ছাঙ্গু, নাথু লা বা সিল্ক রুট। যান চলাচল বন্ধ থাকা বা পারমিট ইস্যু না হওয়ায় তাঁদের হোটেলে থাকতে হচ্ছে বা অন্য জায়গা বেছে নিতে হয়েছে। প্রশাসনিক এক কর্তার বক্তব্য, রাস্তার কিছু এলাকায় এতটাই বরফ জমেছে যে পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে। ফলে যান চলাচল যথেষ্ট ঝুঁকির। এদিকে তুষারপাত শুরু হয়েছে উত্তর সিকিমের লাচেন, লাচুং সহ বেশ কয়েকটি এলাকায়। পাহাড়ের পাশাপাশি হিমালয় সংলগ্ন সমতল উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই কম রয়েছে তাপমাত্রা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

কলেবর বৃদ্ধি

প্রথম পাতার পর

নাকি সাংগঠনিক বিষয়ে মতামত বা নির্দেশ দেবেন তৃণমূলের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা? মমতা এই বৈঠক সম্পর্কে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত নীরবতা বজায় রেখেছেন। অন্য সিনিয়ার নেতারাও কিছু বলেননি। ফলে দলের মধ্যে আলোচনায় নানা বিষয় উঠে আসছে। কারও কারও মতে দলের পর এই বৈঠক তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। যদি মমতার বৈঠকের বিকল্প হিসাবে অভিষেকের সভা উঠে আসে, তাতে মমতার সভার গুরুত্ব লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা থাকতে পারে। যদিও দলের অন্য কারও কারও মতে তৃণমূল নেত্রীর সম্মতি না নিয়ে এই সভা হচ্ছে না। তাঁর অনুমতি না থাকলে এই বৈঠক তিনি স্থগিত করে দিতেন। যেমন তাঁর সঙ্গে কথা বলে গঠন করা হয়নি বলে জেলা স্তরে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া তিনি আটকে দিয়েছিলেন।

কোনও জল্পনার সমর্থন বা বিরোধিতায় দলীয় নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া অবশ্য মেলেনি। তবে ভুতুড়ে ভোটার যাচাইয়ের কাজ কতটা এগিয়েছে, তা সময়ে খতিয়ে দেখবেন অভিষেক। এই বৈঠক থেকে জেলা স্তরে কমিটি গঠন হবে কি না, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে দলে। তৃণমূলের সমস্ত সিদ্ধান্ত তিনি এখন নেবেন বলে তৃণমূল নেত্রীর ঘোষণার পর অভিষেকের বৈঠকে তাই চোখ থাকবে গোটা দলের। অভিষেকও আবার কতটা সক্রিয় হন, নজর থাকবে সেদিকে।

কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা বিজিবি'র

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৩ মার্চ: সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে বিজিবির বাধার মুখে পড়ল বিএসএফ। বৃহস্পতিবার ভুলকিপুরে কাঁটাতার দিতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় বিএসএফ নিয়োজিত শ্রমিকদের। ওই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর পদস্থ আধিকারিকরা। এই নিয়ে এখনও সীমান্তে রয়েছে তীব্র উত্তেজনা।

এটি কেন্দ্র সরকার ও বিএসএফের বিষয়। তাই ওই নিয়ে কিছু মন্তব্য করা উচিত নয়। তবে গ্রামবাসীদের বলেছি, তারা যাতে কোনও প্ররোচনায় পা না দেন। বিএসএফকে সহযোগিতার জন্য জানিয়েছি।
দেবদূত বর্মন, প্রধান
অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত

এলাকার মানুষকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। অরক্ষিত সীমান্তে বিএসএফের তরফে বাড়তি নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বিএসএফ ও জেলা পুলিশ প্রশাসন। শুরু হয়েছে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে আলোচনা।

বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকিপুর গ্রাম। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে রয়েছে সেই গ্রামটি। যেখানে প্রায় ৫৭টি আদিবাসী পরিবার বাস করে। সকলের জীবিকা কৃষিকাজ। ওই এলাকায় অধিকাংশ জায়গায় কাঁটাতার থাকলেও কয়েকশো মিটার অরক্ষিত আছে। এক কথায় কাঁটাতারবিহীন। সেই জায়গা ঘেরা এবং ওপারে থাকা ভারতীয় গ্রামকে এপারে নিতে গ্রামের ওপার দিয়ে কাঁটাতার দেওয়ার চিন্তাভাবনা করে বিএসএফ। এর জন্য বেশ কয়েকবার মাপজোখ হয়।

এদিন সকালে শ্রমিকরা কাজ করতে গেলে তা বন্ধ করে দেয় বিজিবি। তাদের দাবি, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে কোনওরকম নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তাই সীমান্তে কাঁটাতার কোনওভাবেই দেওয়া যাবে না। এই বলে তারা কাজ বন্ধ করে দেয়। উত্তেজনা তৈরি হতেই ঘটনাস্থলে যান ১২৩ ব্যাটেলিয়নের বিএসএফের আধিকারিকরা। আপাতত কাজ বন্ধ রয়েছে।

এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা হেমন্ত মুর্মু বলেন, 'আজ সকাল থেকেই কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল শ্রমিকরা। সেই সময় কাজ বন্ধ করে দেয় বিজিবি। এখন সীমান্তে কাউকেই যেতে দিচ্ছে না বিএসএফ।'

এবিষয়ে স্থানীয় অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবদূত বর্মন জানিয়েছেন, 'আজ সকালেই বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানতে পারি।'

অন্যদিকে, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।' উল্লেখ্য, এর আগে বালুরঘাটের শিবরামপুরে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাধা দিয়েছিল বিজিবি। সেই ঘটনাতেও ছড়িয়েছিল উত্তেজনা।

টোটো নিয়ন্ত্রণে

প্রথম পাতার পর

তার জন্য টোটো পলিসি তৈরি করা হচ্ছে। শিলিগুড়িতে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের সামনে থেকে বেসরকারি বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে প্রধাননগরে নিয়ে যাওয়া হবে। যানজট রুখতে অস্থায়ীভাবে বাস চালানোর জন্য একটি নতুন টার্মিনাসের কথাও ভাবা হচ্ছে।' পরিবহণমন্ত্রী বলেন, 'সব জায়গায় টোটো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। সেই অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। তার জন্য এই গাইডলাইন তৈরি করা হচ্ছে।' গাইডলাইন কী হবে, তা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'টোটো কতদূর পর্যন্ত যাবে, কোন কোন রাস্তা তারা ব্যবহার করতে পারবে, নির্দিষ্ট রুটের বাইরে গেলে জরিমানা হবে কি না তা ওই গাইডলাইনে থাকবে। একটি কমিটি গাইডলাইন ঠিক করবে। সেখানে পুরসভা, ট্রাফিক পুলিশ, নোডাল এজেন্সি, টোটো ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা থাকবেন। মাথায় রাখতে হবে, যানজট হচ্ছে বলে রাতারাতি সব টোটো বন্ধ করে দেওয়া যায় না। কারণ, এর মধ্যে অনেকের রুটিরুজির বিষয় রয়েছে।' শংকর বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে টোটোই শিক্ষিত তরুণের কর্মসংস্থানের মাধ্যম হয়ে উঠছে। এই রাজ্যে কর্মসংস্থান কোন পর্যায়ে রয়েছে তা এই ছবিতেই পরিষ্কার।'

দিন-দিন বাসের সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়েও পরিবহণমন্ত্রী বলেন, 'করোনার পরে অনেক রুটের বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তা ঠিক। কোন রুটে বাসের প্রয়োজন তা বিধায়করা আমাদের জানালে আমরা পর্যালোচনা করে সেখানে বাস নামানোর ব্যবস্থা করব।' তবে যাত্রী না থাকলে বাস চলবে কী করে বলে তাঁর প্রশ্ন।

যুদ্ধবিরতিতে রাজি পুতিন

নিউজ ব্যুরো

১৩ মার্চ: আমেরিকার প্রস্তাব মেনে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তবে তার আগে দু'দেশের যুদ্ধের মূল কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে, শর্ত পুতিনের। এব্যাপারে বৃহস্পতিবার ক্রেমলিনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি। সেই ২০২২ সাল থেকে ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে। তাঁর ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে দুই দেশই রাজি হবে বলে বুধবার হোয়াইট হাউস থেকে আশা প্রকাশ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

হিন্দু সুরক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ: আগামী সপ্তাহে বেঙ্গালুরুতে আরএসএসের বার্ষিক সম্মেলন। সেখানে বাংলাদেশে হিন্দুদের সুরক্ষা নিয়ে রেজোলিউশন পাশ করা হবে বলে সংগঠন সূত্রের খবর। মার্চ মাসের ২১ থেকে ২৩ তারিখ বেঙ্গালুরুতে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা (এবিপিএস)-র বার্ষিক বৈঠক হবে। সেখানে হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে হিন্দুদের যে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা হবে। আলোচনা হবে কানাডায় খালিস্তানিদের সক্রিয়তা নিয়েও। সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও।

অধীরের কটাক্ষ

কলকাতা, ১৩ মার্চ: বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। এদিন তিনি বলেন, 'রাজ্যের ভবিষ্যৎ, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও আলোচনা নেই বিধানসভায়। তার বদলে হিন্দু-মুসলিম নিয়ে তরজা চলছে। আর মুখ্যমন্ত্রী সেটা উপভোগ করছেন।'

গ্রেপ্তার ২

বাগডোগরা, ১৩ মার্চ: অবৈধভাবে মদ বিক্রির অভিযোগে ২ জনকে গ্রেপ্তার করল বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতরা হল বাগডোগরার ভুজিয়াপানির বাসিন্দা স্বপন রায় এবং কেষ্টপুরের অজয় সিংহ। তারা বাড়িতে মদের অবৈধ কারবার চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার পুলিশ ওই দুই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিয়ার এবং দেশি মদ।

বান্ধবীকে ঘরে ডেকে ধর্ষণ

ধূপগুড়ি, ১৩ মার্চ: জলপাইগুড়ির রানিনগরে আধাসেনার ক্যাম্পের আবাসনে এক স্কুল ছাত্রীকে দু'দিন ধরে আটকে রেখে মাদক খাইয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। ঘটনায় অভিযুক্ত আধাসেনার এক জওয়ানের ছেলে। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে। ওই নাবালিকা ছাত্রীকে মাদক খাইয়ে নেশায় আচ্ছন্ন করে কয়েকজন মিলে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। আধাসেনা জওয়ানের ওই নাবালক ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। নাবালিকাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

ছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়ে সে বান্ধবীর বাড়িতেই থাকবে বলে জানিয়ে যায়। এর আগেও এমন হওয়ায় পরিবারের কারও কিছু মনে হয়নি। কিন্তু বুধবার রাতে মেয়েটি তার বাবাকে ফোন করে জানায়, তাকে রানিনগর বিএসএফ ক্যাম্পের একটি কোয়ার্টারে আটকে রাখা হয়েছে এবং তার উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। মেয়ের ফোন পেয়ে ভীত ওই পরিবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্যা মমতা সরকার বৈদ্যকে গোটা ঘটনা জানায়। তখনই ফোনে মমতা ওই ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলেন।

জেলা পরিষদ সদস্যার সক্রিয়তায় বুধবার রাতেই জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী সহ ক্যাম্পের গেটে যায়। কিন্তু তাদের কাউকেই ওই রাতে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উলটো একাধিক প্রোটোকল রয়েছে বলে টানা চার ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেনা জওয়ানের ছেলের অ্যাকাউন্ট থেকে একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে মাদক খাওয়ার ভিডিও ছিল। (যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি।) তদন্তের স্বার্থে পুলিশ সমস্ত ভিডিও নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে।

ওই ছাত্রীর বাবা বলেন, 'এর আগেও ও বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে থেকেছে। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেনি। এবারে কী এমন ঘটল যে এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল।' পুলিশ সূত্রে খবর, ছেলেকে ক্যাম্পের আবাসনে রেখে ওই আধাসেনা জওয়ান তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বিহারে গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলেন। ছেলে একাই আবাসনে ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব হওয়ার সূত্রে সে ওই ছাত্রীকে আবাসনে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানেই মাদক খাওয়ানো এবং ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকে সারা সকাল আধাসেনা ক্যাম্পের কোয়ার্টারগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়। নির্যাতিতার পরিবার ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে, কয়েকজন মিলে ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

জিটিএ'তে নিয়োগ

বিচারপতি বসুর এজলাস থেকে মামলা সরানোর আর্জি

কলকাতা, ১৩ মার্চ: পাহাড়ে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাস থেকে সরিয়ে নেওয়ার আবেদন করল রাজ্য। এই মর্মে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে আবেদন করে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি এই মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বিচারপতি বসু। কিন্তু প্রধান বিচারপতি সেই মামলা আবার তাঁর এজলাসে ফেরত পাঠান।

বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। তখন রাজ্যের আবেদন সম্পর্কে অবগত করানো হয় বিচারপতিকে। তারপর মামলার শুনানি না করে স্থগিত রাখা হয়। তবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নোটিশ না দেওয়া নিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে বিচারপতি বসুর এজলাসেই। ২১ মার্চ পুনরায় মামলাটির শুনানি রয়েছে।

এই মামলায় প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এই দুর্নীতিতে নাম জড়ায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় তামাং সহ সাত প্রভাবশালীর। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে বিধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু অভিযুক্তদের নোটিশ দেওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের গড়িমসি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। এদিনের শুনানিতে সিআইডির আইনজীবীকে তিনি নির্দেশ দেন, পরবর্তী শুনানির দিন সিআইডির তরফে ব্যাখ্যা দেওয়া হবে যে, কেন অভিযুক্তদের ৪১এ নোটিশ দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টে আরনেস কুমার বনাম বিহার রাজ্য সরকারের মামলার রায় অনুযায়ী, অভিযুক্তদের নোটিশ না দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করবে তাও জানাতে হবে।

এএসআই-কে পিটিয়ে খুন, গ্রেপ্তার ৬

কিশনগঞ্জ, ১৩ মার্চ: এএসআই-কে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের আরারিয়া জেলার ফুলকাহা বাজারে। মৃতের নাম রাজীবরঞ্জন মল্ল। তিনি মুঙ্গেরের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আনমোল যাদব নামে পলাতক এক দুষ্কৃতী খৈরাচন্দা গ্রামে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আসতে পারে। এই খবর পেয়ে সেখানে হানা দেয় ফুলকাহা থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। এরপর পুলিশের পিছুধাওয়া করে একাংশ গ্রামবাসী। তারা ধৃতকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিলে তারা এএসআই রাজীবরঞ্জন মল্লকে ধরে লাঠি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে ব্যাপক মারধর করে। এতে তিনি মারাত্মক জখম হন। অন্য পুলিশকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে ফরবেশগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে, এএসআই খুনে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ আনমোল সহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্য ধৃতদের নাম প্রভুকুমার যাদব, প্রমোদকুমার যাদব, শম্ভু যাদব, কুন্দন যাদব ও লালনকুমার যাদব। ১৮ জনের নামে এফআইআর দায়ের হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের আরারিয়া আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আরারিয়ার পুলিশ সুপার অঞ্জনি কুমার জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।

আগুন কাবাড়ির গোডাউনে

প্রথম পাতার পর

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গোডাউনটি বেশ কয়েক বছর আগে তৈরি। এদিন আগুন লাগার পর মুহূর্তের মধ্যে আগুনের শিখা ছড়িয়ে যায় চারদিকে। কাবাড়িতে জমে থাকা সামগ্রীর কারণে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। প্রথমে ডাবগ্রাম অগ্নিনির্বাপণকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন আসে। একসময় স্টোর জল শেষ হয়ে যায়। এরমধ্যে গোডাউন সংলগ্ন বাড়ির দেওয়াল ছুঁয়ে ফেলে আগুন। শুরু হয় চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। তাড়াহুড়ো করে ঘর থেকে সামগ্রী নীচে নামাতে শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। একজন কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠেন, 'এমন কিছু ঘটবে, বহুদিন ধরে সেই আশঙ্কায় ছিলাম। জানি না ভাগ্যে কী লেখা আছে।'

কিছুক্ষণ পর দমকলের আরেকটি ইঞ্জিন পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। কর্মীদের চেষ্টায় হাঁফ ছাড়েন কান্নায় ভেঙে পড়া ওই ব্যক্তি। একে একে সাতটিরও বেশি ইঞ্জিন এসেছিল। সহযোগিতা নেওয়া হয় শিলিগুড়ি দমকলকেন্দ্রের। আসেন ভক্তিনগর থানার পুলিশ, ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা।

আনা হয় দুটি ডোজার। দমকলের ইঞ্জিন যাতে গোডাউনের ভেতরে ঢুকতে পারে, সেজন্য ডোজার দিয়ে পুড়ে যাওয়া সামগ্রী সরানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রায় তিন ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শোভার দাবি, 'এটা যে গোডাউন, জানতাম। তবে চারপাশে বড় বড় টিন দিয়ে ঘেরা থাকায় বুঝতে পারিনি ভেতরে স্ক্র্যাপ (কাবাড়ি) ছিল।'

সামগ্রী ওঠানো-নামানো হত মাঝেমধ্যেই। তবুও কীভাবে সেসব কাউন্সিলারের নজর এড়াল, তা বোধগম্য হচ্ছে না ওয়ার্ডবাসীর।

টিএমসিপি'র জন্য

প্রথম পাতার পর

সেখানে টিএমসিপি ইউনিট রুম লেখা থাকলে বিষয়টি আমি দেখব।' কলেজ কর্তৃপক্ষকে আড়াল করতে চাইছে টিএমসিপি-ও। কমার্স কলেজের টিএমসিপি ইউনিটের দায়িত্বে থাকা সৌরভ ভাস্কর বলেন, 'ঝড়-বৃষ্টির দিনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা করে বসার ঘর একটিও ছিল না। সেখানে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ঘর বানিয়ে দিতে বলেছিলাম। তাছাড়া, সাইকেলস্ট্যান্ডটি আবর্জনায় ভর্তি থাকত। ঘর হওয়াতে সমস্ত পড়ুয়ার সুবিধা হবে। এই ঘরটি সকলের।'

তবে বিষয়টি নিয়ে এসএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে বলেন, 'কোন টাকায় টিএমসিপি-কে ঘর করে দেওয়া হল, সেটা বের করতে হবে। কী করে কলেজ কর্তৃপক্ষ এমন ঘরকে ছাড়পত্র দিল, সেটাই বড় প্রশ্ন। এর পেছনে নিশ্চিতভাবে বড় মদত রয়েছে।'

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের শিলিগুড়ির নেতা অনিকেত দে সরকারের অভিযোগ, 'সরকারি টাকা শাসকদলের পেছনে খরচ হচ্ছে। এমনটা মেনে নেওয়া যায় না। রাজ্যজুড়ে এমনটা চলছে। যদি টিএমসিপি ঘর পায়, তাহলে প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের নামে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ঘর দিতে হবে।'

বসন্তকে স্বাগত জানাল

প্রথম পাতার পর

একপাশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছে। নানা বয়সিরা নৃত্য পরিবেশন করছেন। 'ফাগুনেরও মোহনায়' থেকে 'বসন্ত এসে গেছে' গানে শিল্পীদের সঙ্গে কোমর দোলালেন দর্শকরা। একদল খুদে পড়ুয়ার নাচ শেষে হাততালি ও চিৎকারের আওয়াজে যেন প্রশংসার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। ওদের একজন অস্মিতা কুণ্ডু। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। আরেকজন নয়না পাল। সেও পড়ুয়া।

রং খেলা পছন্দ? দুজনেই সমস্বরে বলে উঠল, 'এমা, এটা আবার প্রশ্ন হল। খুব ভালোবাসি।' অস্মিতা মিষ্টিপ্রেমী। জানাল, প্রচুর খাওয়া হবে আগামী দু'দিন। নয়না অপেক্ষা করছে বাড়ি ফেরার। বাবা তাকে বলেছে, অফিস ফিরতি পথে পিচকারি নিয়ে আসবে। আজই তাতে রংগোলা জল ভরে দেখতে হবে কতটা দূর অবধি যায়।

খুদেদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চোখে পড়ল মুহূর্তকে ক্যামেরাবন্দি করার হিড়িক। পার্কের আনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত মানুষ। কেউ সেলফি, কেউ গ্রুপি, কেউবা তোলাচ্ছেন অপরিচিতকে দিয়ে। মেয়ের সঙ্গে এসেছেন রঞ্জিতা দাশগুপ্ত। বললেন, 'মেয়ের নাচের অনুষ্ঠান রয়েছে, তাই আসা। এখানে এলে মনটাও ভালো হয়ে যায়।' নাচ, গান ও আবৃত্তির পাশাপাশি 'ভাবনা'র উদ্যোগে ছিল অঙ্কন প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী।

পার্ক ছাড়াও এদিন স্টেশন ফিডার রোড সংলগ্ন গান্ধি ময়দান, দাদাভাই মাঠ সহ নানা জায়গায় আয়োজিত হয়েছিল বসন্ত উৎসব। উদ্যোক্তা বিভিন্ন সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

দাদাভাই মাঠে আয়োজনের দেখভাল করছিলেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিলি সিনহা। সেখানে গানের তালে হাতে হাত রেখে নাচছিলেন কিছু যুগল। একরত্তিকে কোলে নিয়ে সেসব দেখছিলেন রাজনন্দিনী। মেয়েকে নিয়ে একাই এসেছেন তিনি। খুদের বয়স আড়াই। হলুদ রঙা জামা, ফুলের নকশার মালা আর টিকলি। 'সৌমি পরিবার'-এর উদ্যোগে উৎসব হল এখানে।

গান্ধি ময়দানে উৎসব হয় কাউন্সিলার সেবিকা মিত্তলের উদ্যোগে। বুড়ির ঘর পোড়ানো দেখতে বহুদূর থেকে মানুষ আসছিলেন এক এক করে। শাড়িকে জোর টক্কর দিচ্ছিল ঘাগরা-চোলি। ময়দানে দাঁড়িয়ে কথা হল শ্রেয়া সরকার, প্রিয়া দত্তের সঙ্গে। প্রিয়ার কথায়, 'প্রথমে সূর্য সেন পার্কে গিয়েছিলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে গান্ধি ময়দান। হোলিকা দহন দেখে বাড়ি ফিরব।'

আনন্দে শামিল হয় সংঘশ্রীও। ক্লাব কার্যালয়ের কাছে হয়েছিল আয়োজন। সন্ধ্যায় ডাবগ্রাম মাঠে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের তরফে পোড়ানো হবে বুড়ির ঘর।

বান্ধবীরা মিলে এদিন দুপুরে বেরিয়েছিলেন রিয়া পাল, তুলসী সাহা ও অরুণিতা দাস। আগে থেকে ঠিক ছিল, কেমন হবে সাজ। প্রত্যেকের পরনে সাদা শাড়ি, মাথায় লাল গোলাপ। আবির খেলে ছবি তুলে সঙ্গে সঙ্গে আপলোড হচ্ছে স্টোরি-স্ট্যাটাসে।

কয়েক বছর আগেও এতটা মাতামাতি দেখা যেত না বলে মত অনুজ পালের। শিলিগুড়ির দোল উদযাপন বহরে বেড়েছে। তাঁর কথায়, 'এমন জমকালো উৎসব দেখতে ভালোই লাগে।' সন্ধ্যায় বৌ-ছেলেকে নিয়ে বুড়ির ঘর পোড়ানো দেখতে যাবেন, জানালেন অনুজ।

হিমন্তই রোল মডেল শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

বঙ্গ বিজেপির যে মুখগুলো আসলে দল পালটে গেরুয়াধারী, অতীতে আরএসএসের মধ্যে কেউটে সাপ দেখতেন, তাঁদের অধুনা আদর্শ অসমের মুখ্যমন্ত্রী দলবদলিয়া হিমন্ত বিশ্বশর্মা। আগে বলা হত, আরএসএসের আশীর্বাদ মাথায় না থাকলে কোনও রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায় না। বিশ্বশর্মা প্রাণপণ চেষ্টায় ছিলেন নিজেকে ঘোরতর মুসলিমবিদ্বেষী প্রমাণ করার। এবং তাতে ফল পেয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে কেন্দ্রে কার্যত 'দেশান্তরী' করে অসম মুঠোয় নিয়েছেন হিমন্ত। যা খুশি বলছেন মুসলিমদের নিয়ে। সেই পথেই বাংলার নব্য বিজেপিরা।

শুভেন্দু পদ্মপ্রেমে ডুবেছেন তৃণমূল ছেড়ে। চে গেভারার উল্কি হাতে আঁকা শংকর গিয়েছেন সিপিএম থেকে বিজেপিতে। তাঁরা যে এখন কত হিন্দুত্ববাদী, দলে তাঁদের প্রমাণ করার দায় অনেক। তাই লাল টিপ, আর মুসলিম বিদ্বেষে দুই 'শ' পাল্লা দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন কথাবার্তায়। তাঁদের তুলনায় দিলীপ ঘোষ, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত ম্লান। তমলুক আর শিলিগুড়ির বহু লোক ভাবেন, আচ্ছা, এঁদের সঙ্গে আমরা এককালে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে একসঙ্গে হেঁটেছিলাম না? যন্ত্রণায় দগ্ধ দ্বিধার জন্ম দেন, ওই দৃশ্যগুলো কি সব স্বপ্ন ছিল?

ঘরের পাশে সোনার বাংলা জাতিগত দ্বন্দ্বে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। হত্যা, হত্যা, লুট, লুট... প্রাণভয়ে বহু বাংলাদেশি দেশছাড়া। চলছে জঙ্গলরাজ। শুভেন্দু-শংকররা কি এসব দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না? হুমায়ুন-সিদ্দিকুল্লাহ? তাঁরাও তো উসকানিমূলক কথাবার্তায় ওস্তাদ।

এই ২০২৫-এ যে কোনও ভদ্রলোক হিন্দু-মুসলিম তুলে কথা বলতে পারেন, বিশ্বাস হয় না। তবে এটাই বাস্তব। শুভেন্দু উবাচ, 'ওদের দলের যে ক'টা মুসলমান বিধায়ক জিতে আসবে, চ্যাংদোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলব। এই রাস্তায় ফেলব।' হুমায়ুনের পালটা হুংকার, 'এই কথা প্রত্যাহার না করলে ৪২ জন বিধায়ক বিধানসভার ভিতরে আপনার যে ঘর আছে, তার বাইরে আপনাকে আমরা বুঝে নেব। আপনি পারলে ৬৬ জন নিয়ে আমার মোকাবিলা করবেন।' ইনি বলছেন, রাস্তায় তুলে ফেলার কথা। উনি বলছেন, ঠুসে দেওয়ার কথা। চমৎকার! পাড়ার মস্তানরাও এভাবে কথা বলে না আজকাল।

বিধায়কদের মুখে মস্তানদের বুলি শুনে একদল আনন্দ পেতে পারে, তবে সমাজের ক্ষতিই। গ্রামে, মফসসলে আধা-সিকি নেতাদের আরও দাদাগিরি বাড়বে এসব দেখেশুনে। প্রভাব পড়বে সাধারণের ওপর।

এই তো পঞ্জাবের মোহালিতে সামান্য পার্কিং নিয়ে তর্কাতর্কিতে প্রাণ চলে গেল এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর। কলকাতার বিজয়গড়ও এমন দৃশ্য দেখেছে সপ্তাহ আগে। শিক্ষিতরাও এত উগ্র হচ্ছেন কেন?

বাজে কথা বলার জন্য রাজ্যের কিছু নেতা অবশ্য মুখিয়ে থাকেন এখন। সৌগত রায়ের বড় সাধ হয় রোহিত শর্মাকে নিয়ে ক্রিকেটীয় জ্ঞান বিলোনোর। নবদ্বীপের তৃণমূল পুরপ্রধান বিমানকৃষ্ণ সাহার নাম কেউ শুনেছেন? শোনেননি। তাঁরও তো সাধ হয় খবরে থাকতে। তাই অনায়াসে বলে দেন, দোলের সময় তিনদিন নবদ্বীপে সবারই নিরামিষ খাওয়া উচিত।

একবার বলেন, এটা অনুরোধ। একবার বলে দেন, ওটা আইন। বাংলার বিভিন্ন শহরেই এমন অনেক লোককে পাবেন। উত্তরবঙ্গে যেমন উদয়ন গুহ, সুকান্ত মজুমদার, নগেন রায়, রহিম বক্সী...। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, নিশীথ প্রামাণিক কোথায় হারিয়ে গেলেন?

আসলে তৃণমূলের অধিকাংশ নেতা বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছেন। অনেকটা বিভ্রান্তও। বিজেপির উগ্র হিন্দুত্বের স্টেনগানের মোকাবিলা কী পথে করবেন। তাঁরাও কি প্রমাণ করতে যাবেন, আমরাও হিন্দু, হাম কিসিসে কম নেহি?

এসব দেখেশুনে আবার সেই হিমন্ত–শুভেন্দুর নিজেদের আপ্রাণ প্রমাণের অঙ্ক ও কপালের সিঁদুরের টিপ মনে পড়ে যায়।

লখনউ সুপার জায়েন্টস

ঋষভ ম্যাজিকের অপেক্ষা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ। চোখ এবার আইপিএলে। বিরাট কোহলির প্রতিপক্ষ যেখানে রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গী রাচিন রবীন্দ্র। চিরকালীন যে বৈচিত্র্য নিয়ে ২২ মার্চ ইডেনে কেকেআর-আরসিবির ওপেনিং ম্যাচ। অষ্টাদশতম আইপিএলের পর্দা ওঠার আগে আজ লখনউ সুপার জায়েন্টস শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২২ সালে আবির্ভাবেই তৃতীয়। দ্বিতীয় আসরেও থার্ডবয়। গতবার যদিও মাঠের সাফল্য নয়, মালিক-অধিনায়ক কাজিয়াতে প্রচারে ছিল টিম লখনউ। নতুন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। বদলেছে দলের খোলনলচেও। অপেক্ষা এবার ট্রফির ভাগ্য বদলের।

২০২৪-এ পঞ্চম স্থান

অধিনায়ক : ঋষভ পন্থ

হেড কোচ : জাস্টিন ল্যাঙ্গার। **সহকারী কোচ** : ল্যান্স ক্লুজনার, অ্যাডাম ভোগস

মেন্টর : জাহির খান। **ফিল্ডিং কোচ** : জন্টি রোডস

ঘরের মাঠ : একানা স্টেডিয়াম, লখনউ

প্রথম ম্যাচ : ২৪ মার্চ, দিল্লি ক্যাপিটালস

দামি ক্রিকেটার : ঋষভ পন্থ (২৭ কোটি)

সেরা পারফরমেন্স : ২০২২ (তৃতীয়)

স্কোয়াড

রিটেইন

নিকোলাস পুরান (২১ কোটি), রবি বিষ্ণোই (১১), মায়াঙ্ক যাদব (১১), মহসিন খান (৪), আয়ুশ বাদোনি (৪)।

নিলাম থেকে

ঋষভ পন্থ (২৭ কোটি), ডেভিড মিলার (৭.৫ কোটি), আইডেন মার্করাম (২), মিচেল মার্শ (৩.৪), আবেশ খান (৯.৭৫), আব্দুল সামাদ (৪.২), আকাশ দীপ (৮), শাহবাজ আহমেদ (২.৪ কোটি)।

শক্তি

ব্যাটিং : নিকোলাস পুরান, ডেভিড মিলার, ঋষভ পন্থ, আইডেন মার্করাম, মিচেল মার্শ— ব্যাটিং সম্পদ সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলের। যে কোনও বোলিংকে চ্যালেঞ্জ জানাবে।

ভারতীয় পেস ব্রিগেড : মায়াঙ্ক যাদব, আবেশ খান, আকাশ দীপ, মহসিন খান— গতি এবং বৈচিত্র্যময় পেস ব্রিগেড। আবেশ-আকাশরা জাতীয় দলেও সাফল্য পেয়েছে।

দুর্বলতা

স্পিন ব্রিগেড : রবি বিষ্ণোই ছাড়া সেই মানের স্পিনার নেই। নবাগত এম সিদ্ধার্থ, দীগবেশ সিংরা ছাপ ফেলতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

চোট-আঘাত : প্রথম কয়েকটা ম্যাচে অনিশ্চিত ১৫০ কিলোমিটার গতির মায়াঙ্ক যাদব। ফুল ফিট নয় মিচেল মার্শ। আইপিএলে খেললেও শুধু ব্যাটিংয়ের অনুমতি দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এক্স ফ্যাক্টর

ঋষভ পন্থ : বাইশ গজে গেম চেঞ্জার। ইদানীং সময় ভালো যাচ্ছে না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। আইপিএলে বাড়তি তাগিদ থাকবে।

সর্বোচ্চ স্কোর : ২৫৭/৫, পাঞ্জাব কিংস
সর্বনিম্ন স্কোর : ৯২, রাজস্থান রয়্যালস, ২০২২
বড় জয় : ১১১, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, ২০১১

বর্তমান দলের
সর্বাধিক উইকেট : ৩৯, রবি বিষ্ণোই
সেরা বোলিং : ৪/১৬, মহসিন খান
সর্বাধিক রান : ৯৫২, মার্কাস স্টোয়িনিস

থিম সং : আব আপনি বারি হ্যায়...

সম্ভাব্য একাদশ : নিকোলাস পুরান, ঋষভ পন্থ, আয়ুশ বাদোনি, ডেভিড মিলার, আইডেন মার্করাম, মিচেল মার্শ, আব্দুল সামাদ, শাহবাজ আহমেদ, আবেশ খান, আকাশ দীপ, রবি বিষ্ণোই।

ক্রাচ নিয়ে রয়্যালস শিবিরে দ্রাবিড়

সুস্থ মার্শকে আইপিএলের ছাড়পত্র

জয়পুর, ১৩ মার্চ : দল প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে। অথচ ঠিক তার আগে পায়ে চোট হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের। চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল দল। যদিও ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের আশ্বস্ত করে ক্রাচে ভর দিয়েই রাজস্থান রয়্যালসের প্রস্তুতি শিবিরে হাজির 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল'!

ভারতীয় দলের জার্সিতে বরাবর প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কোচিং কেরিয়ারেও দায়বদ্ধতায় এতটুকু খামতি ছিল না। রাজস্থানের হেডকোচের ভূমিকাতেও তার প্রতিফলন। পায়ে প্লাস্টার, ক্রাচে ভর করে জয়পুরে দলের শিবিরে দ্রাবিড়ের যোগ দেওয়ার যে ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল, প্রশংসিতও।

গত সপ্তাহে বেঙ্গালুরুতে ক্লাব ম্যাচ খেলতে গিয়ে বাঁ পায়ে চোট পান। এখনও পায়ে প্লাস্টার। স্পেশাল মেডিকেল বুট পরে চলতে হচ্ছে। কবে শিবিরে যোগ দেবেন, তা নিয়ে দোলাচল তৈরি হয়। যদিও দ্রাবিড় যে ব্যতিক্রম, ফের বোঝালেন।

খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রথমে আলাপচারিতা সারেন, কথা বলেন। তারপর তরুণ তুর্কি রিয়ান পরাগ, যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে স্পেশাল ক্লাস। দ্রাবিড়ের পরামর্শমাফিক শট শ্যাডো করে দেখান যশস্বী। ক্রাচ হাতে ধরেই বুধবারের পুরো প্র্যাকটিস সেশনে উপস্থিত থাকেন। ২০১১-২০১৫, পাঁচ বছর রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দ্রাবিড়। ২০১৫-য় প্লেয়ার কাম কোচিংয়ের জোড়া দায়িত্ব। এবার প্রত্যাবর্তন হেডকোচের ভূমিকায়।

এদিকে, লখনউ সুপার জায়েন্টসে স্বস্তির খবর। আসন্ন মেগা লিগে মিচেল মার্শকে শুরুতেই পাচ্ছে তারা। পিঠের সমস্যায় জানুয়ারির শুরু থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন মার্শ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারেননি। আইপিএল দিয়েই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটছে অজি অলরাউন্ডারের। আগামী সপ্তাহে ১৮ মার্চ দলের শিবিরে যোগ দেবেন মার্শ।

মার্শের বোলিং নিয়ে অবশ্য 'যদি', 'কিন্তু' থাকছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ব্যাটিং করতে কোনও অসুবিধা হবে না। তবে বোলিংয়ে এখনও ছাড়পত্র দেননি। আইপিএলের প্রথম ভাগে হয়তো বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই খেলবেন। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের ভূমিকায় দেখা যাবে অজি তারকাকে। বোলার মার্শকে পেতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে লখনউকে।

বেঙ্গালুরুতে ক্লাব ম্যাচ খেলতে গিয়ে বাঁ পায়ে চোট পান রাহুল দ্রাবিড়। এখনও পায়ে রয়েছে প্লাস্টার। স্পেশাল মেডিকেল বুট পরে তাঁকে চলতে হচ্ছে।

গত তিন মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসে ছিলেন মিচেল মার্শ। চোটপ্রবণ মার্শকে এবার দলে রাখেননি পার্থ জিন্দালরা। নিলামে ৪ কোটির বিনিময়ে অজি অলরাউন্ডারকে লখনউ নিলেও পথের কাঁটা ফের চোট ইস্যু। মার্শের পাশাপাশি চোট সারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ), মিচেল স্টার্ক (দিল্লি ক্যাপিটালস), জোশ হ্যাজেলউড (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু) আইপিএলে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন বলে খবর।

রি-ইউনিয়ন। চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। ১০ বছর পর অশ্বীন ফিরেছেন সিএসকে শিবিরে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর দুবাইয়ে ছুটির মেজাজে নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র। বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামে এই ছবি পোস্ট করে তিনি লিখলেন, 'মাঠের বাইরে অবসর সময়।'

'এ' দলের সঙ্গে সফরে যেতে চান গম্ভীর!

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : মাঝে আর কয়েকটা দিন। ২২ মার্চ আইপিএলের উদ্বোধন। প্রায় মাস দুয়েকব্যাপী যে আইপিএল উৎসবে চোখ থাকবে ক্রিকেট বিশ্বের। চোট কাটিয়ে একঝাঁক তারকার প্রত্যাবর্তনের পাশাপাশি নতুন প্রতিভার উঠে আসার মঞ্চ। গৌতম গম্ভীরের চোখ যদিও জুনের ইংল্যান্ড সফরে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে।

যে লক্ষ্যে অভিনব উদ্যোগ নিতে চান ভারতীয় দলের হেডকোচ। ২০ জুন হেডিংলিতে ভারতীয় সিনিয়ার দল টেস্ট সিরিজে নামবে। তার আগে 'এ' দল নিয়ে ইংল্যান্ডে যেতে ইচ্ছুক গম্ভীর। অতীতে কখনও সিনিয়ার টিমের হেডকোচ 'এ' দলের সফরসঙ্গী হননি। আগামীর ভাবনায় গম্ভীর সেই প্রথা ভাঙতে চান।

মাথায় একঝাঁক অঙ্ক । সিনিয়ার দলের ব্যাকআপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চাইছেন। লক্ষ্য ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপ ও ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ। ভরাডুবির অজি সফর থেকে ফিরেই নাকি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তাদের নিজের ইচ্ছের কথা জানান। গম্ভীর চাইছেন দুই মেগা ইভেন্টের জন্য রিজার্ভ বেঞ্চকে এখন থেকেই প্রস্তুত করার কাজ শুরু করতে। পাশাপাশি জুনের ইংল্যান্ড সফরে নীল নকশা তৈরি তো রয়েইছে।

সাম্প্রতিককালে 'এ' দলের স্থায়ী কোচ রাখার পথে হাঁটেনি ভারতীয় বোর্ড। এনসিএ প্রধানই দায়িত্ব সামলান। রবি শাস্ত্রীর কোচ থাকাকালীন এনসিএ-র পাশাপাশি রাহুল দ্রাবিড় 'এ' সফরে যেতেন। আবার দ্রাবিড় যখন হেডকোচ, তখন 'এ' দলের দায়িত্বে ভিভিএস লক্ষ্মণ। এনসিএ-র দায়িত্বে এখনও রয়েছেন ভিভিএস। ফলে 'এ' সফরে তাঁরই যাওয়ার কথা।

সেক্ষেত্রে গম্ভীরের ভূমিকা ঠিক কী হবে তা পরিষ্কার নয়। তবে বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, মেন্টর অথবা পর্যবেক্ষক হিসেবে 'এ' দলের সফরসঙ্গী হতে পারেন। জুনের ইংল্যান্ড সফরের আগে মাঝে প্রায় মাস তিনেক ভারতীয় সিনিয়ার দলের কোনও সূচি নেই। গম্ভীর চাইছেন এই সময়টাকে কাজে লাগাতে।

এদিকে, জুনের ইংল্যান্ড সিরিজের লক্ষ্যে নির্বাচকদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিলেন চেতেশ্বর পূজারা। ২০২৩ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর মাঠের বাইরে। ঘরোয়া ক্রিকেটে রান পেলেও অস্ট্রেলিয়া সফরে জায়গা হয়নি। যা নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়। এবার ইংল্যান্ড সফরে জাতীয় দলের দরজা খুলতে নিজের হয়ে ব্যাট ধরলেন পূজারাই।

ভারতীয় দলের একদা 'ক্রাইসিসম্যান' পূজারা বলেছেন, 'দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা বরাবরই মূল লক্ষ্য। যদি আবার ডাক পাই, আমি প্রস্তুত। গত কয়েক বছরে ঘরোয়া এবং কাউন্টি ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছি। ফলে সম্ভাবনা থাকছে।' সঙ্গে পূজারার চাঞ্চল্যকর দাবি, গত অজি সফরে তিনি থাকলে জয়ের হ্যাটট্রিক করেই ফিরত ভারত! বলেছেন, 'অজি সফরে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। যদি আমি থাকতাম, জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যপূরণ করে ফিরতাম আমরা। এটা বলতে আমার কোনও দ্বিধা-সংকোচ নেই। ইংল্যান্ড সফরেও ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। জেমস অ্যান্ডারসনের পর ওদের বোলিং কিছুটা দুর্বল। এখন স্টুয়ার্ট ব্রডও নেই।'

এদিনই আবার ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন মার্ক উড। বুধবার লন্ডনে তাঁর বাঁ হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ইংল্যান্ডের ছিটকে যাওয়ার পর স্ক্যানে উডের হাঁটুর লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায়। এরপরই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত। যার ফলে আগামী চার মাস ক্রিকেট থেকে তাঁকে দূরে থাকতে হবে। খেলতে পারবেন না ভারত সিরিজে।

ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে নেই উডও

> অজি সফরে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। যদি আমি থাকতাম, জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যপূরণ করে ফিরতাম আমরা। এটা বলতে আমার কোনও দ্বিধা-সংকোচ নেই। ইংল্যান্ড সফরেও ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। জেমস অ্যান্ডারসনের পর ওদের বোলিং কিছুটা দুর্বল। এখন স্টুয়ার্ট ব্রডও নেই।
>
> **চেতেশ্বর পূজারা**

মার্চের শেষেই প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ : রইল বাকি এক। আইএসএল, এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ অতীত। এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের সবটুকু আশা এবার শুধুই সুপার কাপ ঘিরে।

তুর্কমেনিস্তান থেকে লাল-হলুদের অধিকাংশ বিদেশি ফুটবলারই সরাসরি যে যাঁর দেশে ফিরেছেন। ভারতীয় ফুটবলাররাও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লি হয়ে নিজেদের মতো বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। জিকসন সিং ও নাওরেম মহেশ সিং চলে গিয়েছেন শিলংয়ে জাতীয় শিবিরে যোগ দিতে। কোচ অস্কার ব্রুজোঁও আপাতত ছুটিতে। যদিও তিনি সুপার কাপ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন বলে খবর। বাকি মরশুমের হতাশা ঝেড়ে ফেলতে সুপার কাপই যে ইস্টবেঙ্গলের শেষ ভরসা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে খেলার বাড়তি চাপও রয়েছে লাল-হলুদের ওপর। কোচ অস্কারের কাছেও চ্যালেঞ্জ। সেই লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল প্রস্তুতি শুরু করবে মার্চের শেষ সপ্তাহে। যদিও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। জাতীয় শিবিরে থাকা দুই ফুটবলার হয়তো কয়েকদিন পর, এপ্রিলের শুরুতে অনুশীলনে যোগ দেবেন।

কোকেন পাচারে অভিযুক্ত ম্যাকগিল

সিডনি, ১৩ মার্চ : অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার স্টুয়ার্ট ম্যাকগিলের বিরুদ্ধে কোকেন পাচারের অভিযোগ প্রমাণিত। দোষী সাব্যস্ত হলেও সরাসরি যুক্ত না থাকায় তাঁর অপরাধকে লঘু করেই দেখছে আদালত।

ঘটনার সূত্রপাত ২০২১ সালে। নিষিদ্ধ কোকেন কেনাবেচার অভিযোগ ওঠে ম্যাকগিলের বিরুদ্ধে। তার চার বছর পর টানা আটদিন শুনানির শেষে নিউ সাউথ ওয়েলসের আদালত প্রাক্তন অজি স্পিনারকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সিডনিতে ম্যাকগিলের রেস্তোরাঁতেই মাদক কেনাবেচা সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনা হত। সরাসরি যুক্ত না থাকলেও দুই পক্ষের সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রাক্তন অজি ক্রিকেটারের মাধ্যমেই। সেজন্যই তাঁকে লঘু অপরাধে দোষী বলে ঘোষণা করেছে আদালত। এদিকে সাক্ষাতের কথা মেনে নিলেও কোকেনের ব্যাপারে কিছু জানতেন না বলে দাবি করেছেন ম্যাকগিল। তবে সেই যুক্তি আদালতে অবশ্য টেকেনি।

আইপিএলে দুই বছর নির্বাসিত ব্রুক

মুম্বই, ১৩ মার্চ : ৬.২৫ কোটি টাকা দিয়ে হ্যারি ব্রুককে নিলাম থেকে দলে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। তারপরও আইপিএল শুরুর কয়েকদিন আগে তিনি জানিয়ে দেন, এবারের আইপিএলে তিনি খেলবেন না। কারণ জাতীয় দলের হয়ে খেলাকেই প্রাধান্য দিতে চান। গতবছরও ব্রুক পারিবারিক কারণ দেখিয়ে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। নিলামে দল পাওয়ার পরও ক্রিকেটারদের শেষ মুহূর্তে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানো আটকাতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আগেই নিয়ম চালু করেছিল কোনও ক্রিকেটার সরে দাঁড়ালে পরবর্তী দুইটি অকশন থেকে নির্বাসিত হবেন। খেলতে পারবেন না পরবর্তী দুই আইপিএলে। সেই মতো ব্রুককে ২ বছর নির্বাসিত করা হয়েছে। শাস্তির কথা বিসিসিআই থেকে ইংরেজ ব্যাটারকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে।

অজিদের হারিয়ে ফাইনালে শচীনরা

রায়পুর, ১৩ মার্চ : ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স লিগের ফাইনালে উঠল শচীন তেন্ডুলকারের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া মাস্টার্স। সেমিফাইনালে তারা ৯৪ রানে অস্ট্রেলিয়া মাস্টার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে ইন্ডিয়া ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২২০ রান করে। ওপেন করতে নেমে শচীন ৩০ বলে রেখে এসেছেন ৪২ রান। যুবরাজ সিং ৫৯ রান করতে ৩০ বল নিয়েছেন। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ১৮.১ ওভারে ১২৬ রানে অল আউট হয়। তাদের সর্বাধিক ৩৯ রান বেন কাটিংয়ের। শাহবাজ নাদিম ১৫ রানে ৪ উইকেট ফেলে দেন।

বিশ্বের ২ নম্বরকে হারালেন লক্ষ্য

বার্মিংহাম, ১৩ মার্চ : গতবারের চ্যাম্পিয়ন জোনাথন ক্রিস্টিকে ২১-১৩, ২১-১০ পয়েন্টে হারিয়ে অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন। বৃহস্পতিবার মাত্র ৩৬ মিনিটে লক্ষ্য বিশ্বের দুই নম্বর ইন্দোনেশিয়ার ক্রিস্টিকে হারিয়ে দেন। মহিলাদের সিঙ্গলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মালবিকা বানসোদ ১৬-২১, ১৩-২১ ব্যবধানে হেরে যান জাপানের আকানে ইয়ামাগুচির কাছে।

মহমেডান মাঠে ফিরছে ২ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ : বৃহস্পতিবার কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুকে নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিনিয়োগকারী সংস্থা শ্রাচী ও ক্লাবের প্রতিনিধিরা। ছিলেন ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস ও দলের সাপোর্ট স্টাফরাও। আইএসএলের পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়ার পাশাপাশি আলোচনার মূল বিষয় ছিল সুপার কাপ। ঠিক হয়েছে ২ এপ্রিল থেকে সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করবে মহমেডান।

কাল থেকে প্রস্তুতি শুরু সুনীলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ : শনিবার থেকে জাতীয় শিবির শুরু করছেন ভারতীয় দলের কোচ মানালো মার্কুয়েজ। শুক্রবার সব ফুটবলার শিলং পৌঁছাবেন। ওখানেই জাতীয় শিবির হবে। ভারতের প্রথম খেলা ১৯ মার্চ মালদ্বীপের বিপক্ষে।

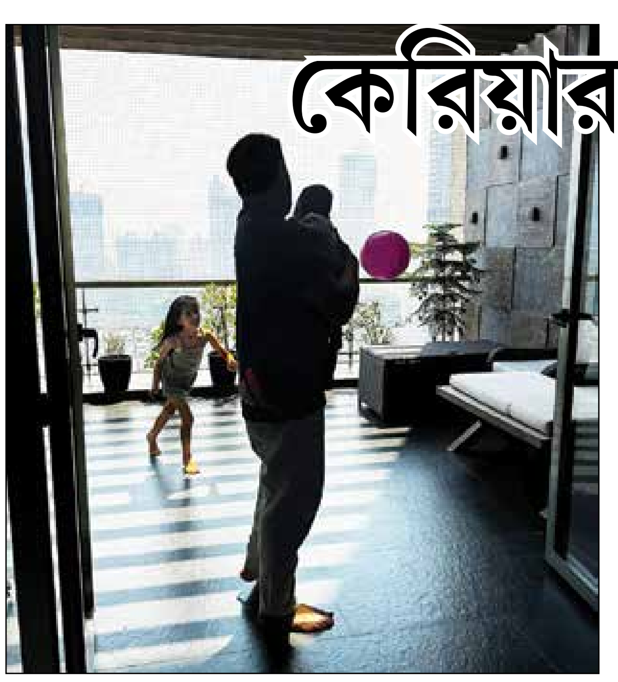

ছেলে আহানকে কোলে নিয়ে বাড়িতে মেয়ে সামাইরার খেলা দেখছেন রোহিত শর্মা। ছেলের মুখ অবশ্য অন্ধকারেই রাখলেন তিনি।

কেরিয়ার লম্বা করতে রোহিতের ভরসা অভিষেক

কেন অবসর নেবে, হিটম্যানের পাশে এবি

মুম্বই, ১৩ মার্চ : ক্যাবিনেটে চার-চারটি আইসিসি ট্রফি। এবার চোখ ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে। ঘনিষ্ঠ মহলে নাকি রোহিত এমনই ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেছেন। ইচ্ছেপূরণে 'বন্ধু' অভিষেক নায়ারের শরণাপন্ন রোহিত। প্রাক্তন মুম্বই সতীর্থ অভিষেকের সঙ্গে পরামর্শ করেই নাকি রোহিত আগামীর রোডম্যাপ তৈরি করছেন।

ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারানোর পর সাংবাদিক সম্মেলনে রোহিত 'অবসরের' সম্ভাবনাকে ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দেন। জানান, বিরাট (কোহলি) এবং তিনি এখনই ক্রিকেটকে গুডবাই বলছেন না। উড়িয়ে দেননি ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা। রোহিতের যে বক্তব্যের পর নয়া জল্পনা। রোহিত-ঘনিষ্ঠের দাবি, টেস্ট নয়, ভারত অধিনায়ক গুরুত্ব দিচ্ছেন ওডিআই-কে।

গত জুনে টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটকে গুডবাই জানান। খবর, ওডিআই কেরিয়ারকে দীর্ঘ করতে টেস্ট থেকেও দ্রুত সরে দাঁড়াতে পারেন। খারাপ ফর্মের জন্য গত অস্ট্রেলিয়া সফরে শেষ টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আইপিএলের পরই সম্ভবত টেস্ট নিয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করবেন রোহিত।

আগামীর যে রোডম্যাপ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকছে অভিষেক নায়ারের। জাতীয় দলের একঝাঁক তারকা অভিষেকের সঙ্গে কাজ করেছেন, করছেনও। সাম্প্রতিককালে বড় উদাহরণ লোকেশ রাহুল। এখনও যে গাঁটছড়া জারি। এবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রস্তুতিতে প্রাক্তন মুম্বই সতীর্থর শরণাপন্ন রোহিত।

অবসর বিতর্কে আবার রোহিতের পাশে দাঁড়ালেন এবি ডিভিলিয়ার্স। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকার দাবি, সামনে থেকে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। রোহিতের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারত। তারপরও রোহিতকে নিয়ে প্রশ্ন অযৌক্তিক। দাবি, 'অবসরের কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। সমালোচনারও। রেকর্ড ওর হয়ে কথা বলবে। ফাইনালেও ৭৬ করেছে। শুধু তাই নয়, ও নিজের ব্যাটিং স্টাইলও বদলে ফেলেছে এবং যা অত্যন্ত কার্যকর দলের জন্য।'

অধিনায়ক রোহিতকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তুলে ধরেন ৭৪ শতাংশ জয়ের হারের প্রসঙ্গ। এবির মতে, অতীতে যে কোনও অধিনায়কের থেকে জয়ের হারে এগিয়ে রোহিত। দায়িত্ব যদি চালিয়ে যায়, তাহলে সর্বকালের সেরা ওডিআই অধিনায়ক হয়ে উঠবেন। রোহিতকে নিয়ে অযথা সমালোচনা বন্ধ হওয়া উচিত।

আইসিসি এদিন রোহিতের ছবি পোস্ট করে হিন্দিতে ক্যাপশন লিখেছে, 'ভারত কা সিকান্দার।' সলমন খানের আগামী সিনেমা সিকান্দারের দিকে ইঙ্গিত করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারতীয় অধিনায়ককে সম্মানিত করেছে তারা। এজন্য আইসিসি রোহিতের একটি অ্যানিমেটেড ছবি ব্যবহার করেছে।

> অবসরের কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। সমালোচনারও। রেকর্ড রোহিতের হয়ে কথা বলবে। ফাইনালেও ৭৬ করেছে। শুধু তাই নয়, ও নিজের ব্যাটিং স্টাইলও বদলেছে ও যা কার্যকর দলের জন্য।
>
> **এবি ডিভিলিয়ার্স**

বিশাল অর্থ পাওয়ার যোগ্য ভেঙ্কি বলছেন রাহানে

সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে নিয়ে অনুশীলনের পথে আজিঙ্কা রাহানে (উপরে)। ফিটনেস ট্রেনিংয়ে আন্দ্রে রাসেল। ছবি : ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মার্চ : নাইটদের সংসারে তিনি নতুন নন। শেষ কয়েক বছর ধরেই ভেঙ্কটেশ আইয়ার কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম ভরসা। শেষ মরশুমে দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পিছনে তাঁরও অবদান রয়েছে।

এহেন ভেঙ্কটেশকে রিটেইন করেনি কেকেআর। নিলামে ভেঙ্কিকে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিল নাইট টিম ম্যানেজমেন্ট। সফলও হয়েছেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা। কিন্তু তার জন্য দিতে হয়েছে ২৩.৭৫ কোটির বিশাল অর্থ। নিলামের আসরে ভেঙ্কটেশের এমন দর চমকে দিয়েছে দুনিয়াকে। সঙ্গে উঠেছে প্রশ্নও, ভেঙ্কি কি এমন বিশাল মাপের অর্থ পাওয়ার যোগ্য?

আজ বিকেলে ক্রিকেটের নন্দনকাননে তাঁর ডেপুটি ভেঙ্কটেশকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইটদের নয়া অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিশাল অর্থ পাওয়ার যোগ্য তাঁর ডেপুটি। কেন তিনি এমন মনে করছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নাইট অধিনায়ক। রাহানের কথায়, 'স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভেঙ্কি এমন বিশাল অর্থ পাওয়ার যোগ্য। কেকেআরের হয়ে শেষ কয়েক মরশুম দারুণ পারফর্ম করেছে ও। জিতিয়েছে অনেক ম্যাচ। ভেঙ্কিকে নিয়ে এমন প্রশ্ন আমি আর শুনতেই চাই না। আপাতত আমাদের লক্ষ্য দল হিসেবে পারফর্ম করা।'

নাইটদের অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে ছিলেন ভেঙ্কটেশ। শেষ পর্যন্ত সহ অধিনায়ক হয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে ২৩.৭৫ কোটির বিশাল চাপ। অর্থের পাশে প্রত্যাশার চাপ কীভাবে সামলাবেন? প্রশ্ন শেষ হতেই প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভেঙ্কটেশ বলে দিলেন, 'অর্থ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু মাঠে নেমে পড়লে, প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলে অর্থ পিছনের সারিতে চলে যাবে। মাঠে কোন ক্রিকেটারের কত দাম, সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় থাকে না। সবাইকে দল হিসেবে পারফর্ম করতে হয়। তাছাড়া চাপ সামলে পারফর্ম করতে জানি আমি।'

দল হিসেবে আসন্ন অষ্টাদশ আইপিএলে কেকেআরের ভবিষ্যৎ কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে অধিনায়ক রাহানে গতকালের পর আজও ডুবে ছিলেন দীর্ঘ অনুশীলনে। রাহানের নানান শট খেলার মহড়াও দেখা গিয়েছে সন্ধ্যার কেকেআর অনুশীলনে। অধিনায়ক রাহানের সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার কী হবে? অতীতে আইপিএলে ইনিংস ওপেন করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্রই রাহানে বলে দিলেন, 'বরাবরই দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে মাঠে নামি আমি। দল যেখানে চেয়েছে, সেখানেই ব্যাটিং করতে আমি তৈরি। ২২ মার্চ আইপিএল শুরুর আগে এখনও সময় রয়েছে। কোচ চান্দু স্যর, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোর সঙ্গে আলোচনা করে ব্যাটিং অর্ডার ঠিক করা হবে।' শেষ মরশুমে নাইটদের অধিনায়ক ছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। তিনি এবার নেই। তাই নাইটদের নেতা কে হবেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে অনেক পরে। নাইটদের নেতৃত্ব দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে রাহানে বলছেন, 'দুর্দান্ত একটা দলের নেতৃত্ব দিতে পারার সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের। আমার জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ভূমিকা। কেকেআর ম্যানেজমেন্টের কাছে আমি কৃতজ্ঞও। নিজের সেরাটা দিয়ে দলের সাফল্য আনতে চাই। ইডেনে গার্ডেন্সে খেলতেও পছন্দ করি আমি।'

> স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভেঙ্কি এমন বিশাল অর্থ পাওয়ার যোগ্য। কেকেআরের হয়ে শেষ কয়েক মরশুম দারুণ পারফর্ম করেছে ও। জিতিয়েছে অনেক ম্যাচ। ভেঙ্কিকে নিয়ে এমন প্রশ্ন আমি আর শুনতেই চাই না। আপাতত আমাদের লক্ষ্য দল হিসেবে পারফর্ম করা।
>
> **আজিঙ্কা রাহানে**

গম্ভীরের নাম উঠতেই পাশ কাটালেন কোচ চান্দু

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মার্চ : বসন্তেই গ্রীষ্মের দাবদাহ। চড়চড় করে বাড়ছে কলকাতার তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিনে তা আরও বাড়বে।

বসন্তোৎসবের আগেই কলকাতার খামখেয়ালি আবহাওয়ার প্রভাব কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে নেই। আবার আছেও!

যার নেপথ্যে নাইটদের শেষ মরশুমের মেন্টর গৌতম গম্ভীর। সময় বদলেছে। দিনও বদলেছে। গম্ভীর এখন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। অথচ তাঁর প্রভাব এখনও রয়েছে নাইটদের অন্দরমহলে। দলের নয়া মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো যেমন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে গম্ভীরের বেশ কয়েকবার মেসেজ আদানপ্রদান হয়েছে। তেমনই প্রাক্তন মেন্টর গম্ভীরের প্রসঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলনে উঠতেই পাশ কাটিয়েছেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। যা রীতিমতো বিস্ময় তৈরি করেছে নাইটদের অন্দরমহলের পাশে ক্রিকেট দুনিয়াতেও।

আজ বিকেলে কেকেআরের কোচ, মেন্টর, অধিনায়ক, সহ অধিনায়ক—চারজন একসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন। আর সেখানেই দলের মেন্টর ব্রাভোর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, প্রাক্তন মেন্টর গম্ভীরের প্রভাব নিয়ে। প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র কোচ চান্দু স্যর সক্রিয় হয়ে উঠে মাইক্রোফোন টেনে নিয়ে বলে দিলেন, 'আমাদের অতীত নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই। অতীতে কী হয়েছে, সেটার সঙ্গে বর্তমানের কোনও সম্পর্ক নেই। আর ব্রাভো তো ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে, ওর সঙ্গে প্রাক্তন মেন্টরের কথা হয়েছে।' নাইটদের অভিজ্ঞ কোচ পণ্ডিত গম্ভীরের নাম উঠতেই পাশ কাটাতে চাওয়ার পর তা নিয়ে সমাজমাধ্যম থেকে শুরু করে ক্রিকেটমহল—সর্বত্রই আলোচনা শুরু হয়েছে। চান্দু স্যরের এমন প্রতিক্রিয়া নিশ্চিতভাবেই চমকপ্রদ।

দলের নয়া মেন্টর ব্রাভো অবশ্য এই সব বিষয় নিয়ে খুব একটা চিন্তিত বলে মনে হল না। বরং তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে দিলেন, 'শাহরুখ খানের মতো বস পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স নামে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দলটার সঙ্গে অনেকদিন রয়েছি আমি। বস হিসেবে শাহরুখ সবসময় আমাদের উৎসাহ দেয়। টি২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের ইতিহাসে মুম্বই ও চেন্নাইয়ের পর সবচেয়ে সফল দল টিকেআর। ওই দলের প্রাণশক্তি কেকেআরের সংসারে নিয়ে আসতে চাই আমি। সময়ের সঙ্গে সব হবে। শুধু আমাদের উপর ভরসা রাখুন।'

২২ মার্চ ইডেনে হয়তো শাহরুখ

২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে অষ্টাদশ আইপিএলের যাত্রা। উদ্বোধনের ম্যাচে নাইটদের কর্ণধার শাহরুখ কলকাতায় হাজির হতে চলেছেন বলে খবর। বাদশার সামনে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে নাইটদের শুরুটা কেমন হবে, সময় বলবে। তার আগে দলের কোচ চান্দু স্যর বলছেন, 'দল হিসেবে আমরা আগের মতোই ঐক্যবদ্ধ। মাঝের সময়ে কিছু রদবদল হলেও দলের মূল নিউক্লিয়াস একই রয়েছে। আমরা সবাই যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তাছাড়া হর্ষিত রানা ও বরুণ চক্রবর্তীরাও মাঝের সময়ে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছে। ফলে ওদের উপস্থিতি এবার আমাদের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।' এদিনই বায়োমেকানিক স্পেশালিস্ট ও কেকেআরের বোলিং কোচ চার্লস ক্রোকে নিয়ে ৪৫ মিনিট বিশেষ অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে সুনীল নারায়ণকে।

৭৭ রান করে ফিরছেন হেইলি।

ফাইনালে মুম্বই

মুম্বই, ১৩ মার্চ : উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে উঠল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। বৃহস্পতিবার এলিমিনেটরে তারা ৪৭ রানে হারিয়ে দেয় গুজরাট জায়েন্টসকে। ফাইনালে ওঠার প্রথম সুযোগ হাতছাড়া করে মুম্বই এদিন শুরুটা সতর্কতার মোড়কে করেছিল। পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে তারা করে ৩৭ রান। অষ্টম ওভারে প্রিয়া মিশ্রর বোলিংয়ে ১৫ রান নেওয়ার পর থেকে অবশ্য ফুল স্পিডে ইনিংস ছোটালেন নাতালি স্কিভার-ব্রান্ট (৪১ বলে ৭৭) ও হেইলি ম্যাথিউজ (৫০ বলে ৭৭)। মাঝের ওভারে প্রিয়া (৪০/০), তনুজা কানওয়ার (৪৯/০), ড্যানিয়েলে গিবসনদের (৪০/২) বোলিং মুম্বই ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দেয়। যা কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ১৩৩ রানের পার্টনারশিপ গড়েন নাতালি-হেইলি। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরও (১২ বলে ৩৬) চার ছক্কায় গুজরাট ব্যাটারদের কাজ কঠিন করে দেন। টসে হেরে মুম্বই থামে ২১৩/৪ স্কোরে। জবাবে গুজরাট ১৯.২ ওভারে ১৬৬ রানে অল আউট হয়। ড্যানিয়েলে ৩৪, ফোয়েবে লিচফিল্ড ৩১ ও ভারতী ফুলমালি ৩০ রানে আউট হন।

মাদ্রিদ ডার্বি জিতে শেষ আটে রিয়াল

আলভারেজের পেনাল্টি নিয়ে বিতর্ক

মাদ্রিদ, ১৩ মার্চ : ম্যাচ জুড়ে উত্তেজনা। ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের পেনাল্টি মিস। হুলিয়ান আলভারেজের বিতর্কিত পেনাল্টি শট। সব মিলিয়ে টানটান রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের সাক্ষী ফুটবল বিশ্ব।

এমনিতেই মাদ্রিদ ডার্বি মানেই চরম উত্তেজনা। আবার ম্যাচটা যদি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বের হয় তাহলে উত্তেজনার পারদ সবসময় ঊর্ধ্বমুখী থাকবে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল সবসময়ই ভয়ংকর। তার ওপর প্রথম লেগে ২-১ জিতে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ছিলেন ভিনিরা।

ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই নাটকীয়তা শুরু। ২৭ সেকেন্ডে গোল করে অ্যাটলেটিকোকে বাড়তি অক্সিজেন এনে দেন কোনর গ্যালাঘার। অ্যাটলেটিকোকে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে গেলে আরও একটি গোল করতে হত। সেইজন্য আরও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে তারা। তবে রিয়াল বেঁচে যায় স্রেফ গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়ার সৌজন্যে। এই বেলজিয়াম গোলরক্ষক বার চারেক নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন।

ম্যাচের ৬৮ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপেকে ফাউল করে রিয়ালকে পেনাল্টি উপহার দেন অ্যাটলেটিকোর ডিফেন্ডার ক্লেমেন্ট ল্যাংলেট। তবে পেনাল্টির ফায়দা তুলতে পারেননি লস ব্ল্যাঙ্কোস। ভিনিসিয়াসের নেওয়া শট বারের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

নির্ধারিত সময়ে আর কোনও গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেও একদফা নাটকের সাক্ষী ফুটবলপ্রেমীরা। পেনাল্টি শট নিতে গিয়ে ভারসাম্য হারান অ্যাটলেটিকোর আর্জেন্টাইন তারকা আলভারেজ। তবে রেফারি 'ভার প্রযুক্তি'-র সাহায্য নিয়ে জানিয়ে দেন, আলভারেজ ডান পায়ে শট নেওয়ার পর বল তাঁর বাঁ পা স্পর্শ করেছে। তাই রেফারি পুনরায় আলভারেজকে শট নিতে বলেন। সেই শট থেকে গোল করতে ব্যর্থ আর্জেন্টাইন তারকা। এই পেনাল্টি নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। অ্যাটলেটিকো কোচ দাবি করেছেন, আলভারেজ বল দুইবার স্পর্শ করেনি। যদিও পেনাল্টি বিতর্ককে সঙ্গী করে শেষপর্যন্ত রিয়াল টাইব্রেকারে জয় পায় ৪-২ ব্যবধানে।

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে আর্সেনাল ২-২ গোলে ড্র করেছে পিএসভি আইন্দহোভেনের বিপক্ষে। যদিও প্রথম লেগে ৭-১ গোলে জিতে শেষ আটে পা একপ্রকার বাড়িয়ে রেখেছে গানার্স। এদিন আর্সেনালের হয়ে গোল করেন ওলেকজান্ডার জিনচেঙ্কো ও ডেকলান রাইস। ডাচ ক্লাবটির হয়ে গোল করেছেন ইভান পেরিসিচ ও কৌহেব ড্রিউএচ। আপাতত শেষ আটে 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগ'- এর রাজা রিয়ালের মুখোমুখি হবেন তাঁরা।

পাশাপাশি পিছিয়ে থেকেও লিলের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় তুলে নিয়েছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। এমনিতেই প্রথম পর্বে ১-১ গোলে ড্র করে চাপে ছিল তারা। জোনাথন ডেভিডের গোলে এগিয়েছিল লিলে। পরে বরুসিয়ার হয়ে গোল করেন এমরে ক্যান ও ম্যাক্সমিলিয়ান বেইয়ের। অন্যদিকে অ্যাস্টন ভিলা ৩-০ গোলে হারিয়েছে ক্লাব ব্রাগাকে। মার্কো অ্যাসেন্সিও দুইটি ও ইয়ান মাতসেন একটি গোল করেন।

কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে উচ্ছ্বাস রিয়াল মাদ্রিদের আন্তোনিও রুডিগার ও কিলিয়ান এমবাপের। টাইব্রেকারে কিক নেওয়ার সময় বলে দুইবার পা লাগানোর অভিযোগে বাতিল হয় হুলিয়ান আলভারেজের গোল। মাদ্রিদে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম আর্সেনাল

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম অ্যাস্টন ভিলা

বার্সেলোনা বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড

ইন্টার মিলান বনাম বায়ার্ন মিউনিখ

স্মরণে

মীরা সাহা রায়, শিক্ষিকা, উঃমাঃ, ৮ম প্রয়াণ বর্ষ, আজ ফিরে এসেছে সেই বেদনার দিন, অনন্তে তুমি হয়েছ বিলীন। **শোকার্ত- স্বামী, পুত্রদ্বয়, পুত্রবধূদ্বয়, কন্যা, নাতি-নাতনিরা ও "Mira Optics" এর কর্মীবৃন্দ।**

চ্যাম্পিয়ন এসি কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ কিরণ চন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ির এসি কলেজ। ফাইনালে তারা ৯ উইকেটে হারিয়েছে আলিপুরদুয়ার কলেজকে। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আলিপুরদুয়ার কলেজ ৭ উইকেটে ১১০ রান করে। দিবাকর শা-র অবদান ২৯ রান। জিৎ সূত্রধর ২৪ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে এসি কলেজ ১৫.৪ ওভারে ১ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ফাইনালের সেরা ভাস্কর রায় ৬৩ ও রাতুল প্রসাদ ভৌমিক ৩০ রানে অপরাজিত থাকেন। পুরস্কার তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নূপুর দাস, ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন সিংহ প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে জলপাইগুড়ির এসি কলেজ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বৃহস্পতিবার।

ব্রিজের ফাইনালে সৌরভ-প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের প্রকাশচন্দ্র সাহা ট্রফি অকশন ব্রিজে ফাইনালে উঠেছেন শুভ্রাশিস সরকার-বাবুয়া ঘোষ ও সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ বসু। বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে শুভ্রাশিস-বাবুয়া ৫৮০ পয়েন্টে হারিয়েছেন সুশীল হালদার-অনুপ সরকারকে। সৌরভ-প্রদীপ ২৬৪ পয়েন্টে জিতেছেন পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-তাপস করের বিরুদ্ধে। দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পালচৌধুরী জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধে সাড়ে ৬টা থেকে ফাইনাল ও তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ শুরু হবে।

ফাইনালে লায়ন্স

চালসা, ১৩ মার্চ : বাতাবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল রোরিং লায়ন্স। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ১৬ রানে এইচএমজেড ওয়ারিয়রকে হারিয়েছে। মিলন সংঘ ময়দানে লায়ন্স প্রথমে ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৮ রান তোলে। জবাবে এইচএমজেড ১২ ওভারে ৫ উইকেটে আটকে যায় ১৪২ রানে। ম্যাচের সেরা হয়েছেন আদিত্য মাহালি।